স্বাধীনতা দিবস বনাম
নারী স্বাধীনতা...
পৃষ্ঠা: ৩৭

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
10 March 2022, Thursday, 5th Year, Issue 260, 40 Pages

করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

১০ মার্চ ২০২২, ২৫ ফাল্গুন ১৪২৮, ৭ শাবান ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৬০, পৃষ্ঠা: ৪০

আমেরিকার নাগরিকত্ব অনুমোদনেও বর্ণবিদ্বেষ

গবেষণা

ইব্রাহীম চৌধুরী

- আমেরিকার নাগরিকত্ব অনুমোদনের বেলায় শ্বেতাঙ্গ বা অন্য গাত্রবর্ণের লোকজনের চেয়ে কালো গাত্রবর্ণের লোকজনের সুযোগ কম।
- আবেদনকারীকে কখনওই ধর্ম-পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয় না বলে অভিবাসন বিভাগ তাদের বিবৃতিতে বলেছে।

আমেরিকার অভিবাসন ব্যবস্থায় চাপা বর্ণবিদ্বেষ বিরাজমান বলে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় পাওয়া গেছে। নাগরিকত্ব দেয়ার সময় কোনো অভিবাসীর গাত্রবর্ণ পরিচয় বা জাতীয়তাকে অগ্রাধিকার না দেয়ার কথা থাকলেও গবেষণায় পাওয়া গেছে ভিন্ন চিত্র। কৃষ্ণাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গ নয় এমন পুরুষ অভিবাসীরা শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের চেয়ে নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ কম। শ্বেতাঙ্গ নয়, এমন নারী অভিবাসীদের বেলায়ও নাগরিকত্বপ্রাপ্তির সুযোগ শ্বেতাঙ্গ নারীদের চেয়ে কম। গত সপ্তাহে প্রকাশিত নতুন এক গবেষণা তথ্যে এসব কথা বলা হয়েছে।

আমেরিকার নাগরিকত্ব অনুমোদনের বেলায় শ্বেতাঙ্গ বা অন্য গাত্রবর্ণের লোকজনের চেয়ে কালো গাত্রবর্ণের লোকজনের সুযোগ কম। সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আমেরিকার নাগরিকত্ব আবেদন করা প্রায় ২০ লাখ মানুষের ওপর গবেষণা চালিয়ে চাপা বর্ণবিদ্বেষ সংক্রান্ত এসব তথ্য প্রকাশ করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, শ্বেতাঙ্গ নারীদের মধ্যে প্রায় ৯৪ শতাংশ এবং শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের প্রায় ৯২ শতাংশ নাগরিকত্ব আবেদনের পর তা অনুমোদন হয়েছে। অপরদিকে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ এবং নারীদের বেলায় ৯০ শতাংশের নিচে এবং কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান অভিবাসীদের বেলায় ৮৬ শতাংশের নিচে নাগরিকত্ব অনুমোদন হয়েছে।

প্রতিটি নাগরিকত্বের আবেদন ঠিক কী কারণে প্রত্যাখ্যান হয়েছে, গবেষণায় তা আলাদাভাবে খুঁজে দেখা হয়নি। গবেষণার সাথে জড়িত অধ্যাপক এমিলি রেও বলেছেন, প্রতিটি নাগরিকত্ব আবেদন প্রত্যাখ্যানের নেপথ্য কারণ জানা গেলে বিষয়টির জোরালো বাস্তবতা আর স্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হতো। অধ্যাপক এমিলি বলেন, স্পষ্ট করে সব দেখা হলে আমেরিকার অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী নাগরিকত্ব প্রদানেও যে বর্ণবিদ্বেষ এখনও চলমান রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার সুযোগ রয়েছে।

এ নিয়ে প্রতিবেদনের জন্য বার্তা সংস্থা সিএনএনের কাছে মার্কিন ইমিগ্রেশন বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছে, অভিবাসন বিভাগের পক্ষ থেকে নাগরিকত্বপ্রাপ্তির সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করার ক্রমাগত প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। আমেরিকার নাগরিকত্ব পাওয়ার

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

পুরোনো রূপ **মহামারির স্বাস্থ্য সতর্কতার বিধিনিষেধ ওঠায় নিউইয়র্ক ফিরছে পুরোনো রূপে। একইসঙ্গে শীতের প্রকোপ কমায় আসছেন পর্যটকরা। ৭ মার্চ কর্মদিনের দুপুরে ম্যানহাটনের ফিফথ অ্যাভিনিউয়ের ৫৪ স্ট্রিটের মোড় থেকে ছবি তুলেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী** সৈয়দ মাসুদুল কবির

‘নো-ফ্লাই জোন’ আরোপ হচ্ছে না কেন?

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

রহমান মাহবুব

রাশিয়া ইউক্রেন হামলার পর থেকে নো-ফালি জোন ঘোষণা নিয়ে ন্যাটোসহ আমেরিকার ওপর চাপ বাড়ছে। কোনো যুদ্ধরত পক্ষের প্রতি নো-ফ্লাই জোন ঘোষণা করা মানে হলো, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জোনের ওপর সেই পক্ষের কোনো আকাশযান ঢুকতে নিষেধাজ্ঞা দেয়া। সে দেশের কোনো আকাশযান সে অঞ্চলের আকাশে ঢুকলে, এন্টি এয়ারক্রাফট দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া অথবা বিমান বিধ্বংসী কামান দিয়ে ভূপাতিত করা।

আধুনিক ইতিহাসে নো-ফ্লাই জোনের ব্যবহারের কথা সবার মনে আছে। পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধে এটি প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো ১৯৯১ সালে ইরাকের ওপর নো-ফ্লাই জোন আরোপ করেছিল। পশ্চিমা দেশগুলো কর্তৃক কুয়েতে ইরাকের দখলদারী প্রতিহত করার পর সাদ্দাম হোসেন ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখোমুখি হয়। অভ্যুত্থান দমন করতে হেলিকপ্টার গানশিপ ব্যবহার করে নিজ দেশে হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছিল সাদ্দাম। তখন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো, ইরাকে সরাসরি আক্রমণ করে সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিবর্তে দেশটির উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে নো-ফ্লাই জোন ঘোষণা করেছিল।

সেই ‘নো-ফ্লাই জোন’ ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অব্যাহত ঐ নিষেধাজ্ঞাকে অনেকে আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন বলে সমালোচনা করেছিল। নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের নামে ইরাকের বিমান প্রতিরক্ষা অবকাঠামোর ওপর দীর্ঘায়িত হামলায় অনেক বেসামরিক লোককে হত্যা করা হয়েছিল। জাতিসংঘের অনুমোদন নিয়ে বলকান যুদ্ধের সময় ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ওপর নো-ফ্লাই জোন প্রয়োগ করেছিল ন্যাটো।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

যুদ্ধে ইউক্রেন জয় পেতে পারে: ব্লিনকেন

রওশন হক

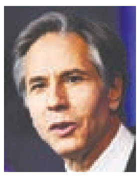

অ্যান্টনি ব্লিনকেন

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেন জয়ী হতে পারে।—এমন কথাই বিশ্বাস করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন। বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেছেন। এই যুদ্ধ কতদিন স্থায়ী হবে তা বলতে না পারলেও তিনি বলেন, ইউক্রেনের পরাজয় অনিবার্য নয়।

সাক্ষাৎকারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিনকেন ইউক্রেনের জনগণের অসাধারণ প্রতিরোধের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, মস্কো যদি কোনোভাবে ইউক্রেনের সরকারকে উৎখাত করে নিজের পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসায় তাহলেও সাড়ে চার কোটি ইউক্রেনীয় কখনও সেই সরকারকে মেনে নেবে না। এর মধ্যেই যুদ্ধ পরিস্থিতি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ধারণার বাইরে চলে গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গত সপ্তাহে ইউরোপ সফরে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন। ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বিবিসির কূটনৈতিক রিপোর্টার

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

যুদ্ধের উত্তাপ আমেরিকার জনপদে

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

ইউক্রেনে হামলার পর থেকে রাশিয়ার ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে পশ্চিমা দেশগুলো।

বিশেষ প্রতিনিধি

রাশিয়া থেকে তেল আমদানি নিষিদ্ধ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বাড়ছে ধাতুর দাম, শঙ্কায় গাড়ি উৎপাদন। বাড়ছে জ্বালনি তেলের মূল্য। পরিবহন মূল্য বেড়ে যাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বাড়ছে। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ৭ মার্চ মঙ্গলবারেও যুদ্ধ বন্ধের কোনো আলামত নেই। শক্তির মহড়া বা দুর্বলের ওপর হামলা, যেভাবেই দেখা হোক এ যুদ্ধের নিষ্ঠুর বলি সাধারণ মানুষ। রাশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মঙ্গলবারই তিনি এ ঘোষণা দিয়েছেন। নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়ে বাইডেন বলেন, এই আমদানি বন্ধের ফলে তাঁর দেশকে মূল্য দিতে হবে। কিন্তু আইনপ্রণেতারা এমন পদক্ষেপের ব্যাপারে একমত।

বাইডেন বলেন, ‘আমি আগে যখন এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কথা বলেছিলাম, তখনই বলেছিলাম, স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতে হয়। এই স্বাধীনতার জন্য আমাদেরও মূল্য দিতে হচ্ছে। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি—দুই দলের নেতারাই এটা বুঝেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে স্পষ্ট যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে।’ রাশিয়া থেকে জ্বালানি আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা হোয়াইট হাউস থেকে দিয়েছেন বাইডেন। এই সময় তিনি আরও বলেন, ইউক্রেনের নিরাপত্তা সহযোগিতায় তাঁর দেশ ১০০ কোটি ডলার দেবে।

বাইডেন বলেন, ‘পুতিন যে যুদ্ধে জড়িয়েছেন, তাতে আমরা সহায়তা করব না।’ এদিকে রাশিয়া থেকে আমদানি বন্ধ করায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। বাইডেন এমন ঘোষণা দিতে পারেন—এ বিষয়টি মাথায় রেখেই তেলের দাম ইতিমধ্যেই বাড়ানো শুরু হয়েছে। ইউক্রেনে হামলার পর থেকে রাশিয়ার ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আসছে পশ্চিমা দেশগুলো। এছাড়া জ্বালানির জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভরতা কমাতেও উদ্যোগ নিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও যুক্তরাজ্য। রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধের পথে হাঁটছে যুক্তরাজ্য। আর রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভরতা কমাতে পদক্ষেপ নিয়েছে ইইউর দেশগুলো।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে পকেটে টান আমেরিকাদের

বিশেষ প্রতিনিধি

ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার আক্রমণের উত্তাপ আমেরিকার জনগণের পড়তে শুরু করেছে। মহামারি সংকটের সাথে যোগ হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। আমেরিকাজুড়ে জ্বালানি মূল্য হু হু করে বাড়ছে। এরইমধ্যে জাতীয়ভাবে গ্যালনপ্রতি চার দশমিক ছয় ডলার করে গুনতে হচ্ছে গাড়ি চালকদের। ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্যাসোলিনের মূল্য এর মধ্যেই ছয় ডলারে পৌঁছেছে। আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে গ্যাসোলিনের এমন মূল্য বৃদ্ধি ঘটেনি। বিশ্লেষকরা বলছেন, পরিস্থিতি আরও নাজুক হবে।

মহামারির কারণে এমনিতেই জ্বালানি সরবরাহ ও পরিবহনে সঙ্কট চলছিল। এখন যোগ হয়েছে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি মূল্যের বৃদ্ধি সাম্প্রতিক সব নজিরকে ছাড়িয়ে গেছে। সরবরাহ নিশ্চিত করার আমেরিকাকে সৌদি সরকার এবং ভেনিজুয়েলার কাছে ধর্ণা দিতে হচ্ছে। পরিবহন নিয়ে কাজ করার সংস্থা ট্রিপল অ্যা জানিয়েছে,

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৫

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services.
Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পুরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

AUTHORIZED e-file PROVIDER
NOTARY PUBLIC
Direct Deposit

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমুলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জেবিবিএ’র অভিষেক অনুষ্ঠানে চার্লস শুমার

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সিনেটর চার্লস শুমার বলেছেন, ‘আমি বাংলাদেশি কমিউনিটিকে ভালোবাসি, বাংলাদেশিরা মহান। তারাও আমেরিকাকে মহান করে তুলছেন।’

তিনি বলেন, বাংলাদেশিরা কঠোর পরিশ্রমী, শান্তিপ্রিয়। বাংলাদেশি ইমিগ্র্যান্টরা আমেরিকার উন্নয়নে কঠোর শ্রম দিচ্ছেন, তারা আমেরিকান স্বপ্নের অনন্য উদাহরণ। কয়েকভাগে বিভক্ত জেবিবিএ’র ‘হারুন ভূইয়া ও ফাহাদ সোলায়মান’ নেতৃত্বাধীন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশনের (জেবিবিএ)এই অংশের ২০২২-২০২৪ সালের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিনেটর চার্লস শুমার এ কথা বলেন। রাত পৌনে ১০টার দিকে অনুষ্ঠান স্থলে পৌছান তিনি। এসময় তিনি বক্তব্য প্রদান ছাড়াও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছাবিনিময়, ফটোসেশনে অংশগ্রহণ এবং জেবিবিএ প্রদত্ত ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

সিটির উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেস পার্টি হলে গত ৪ মার্চ শুক্রবার আয়োজিত অভিষেক অনুষ্ঠানে সিনেটর চার্লস শুমার জেবিবি’একে একটি ‘গ্রেট অর্গানাইজেশন’ হিসেবে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জেবিবিএ’র অন্যতম পরিচালক এম কে রহমান। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। নতুন কর্মকর্তাদের শপথবাক্য পাঠ করান জেবিবিএ’র পরিচালক মণ্ডলীর প্রধান মোহাম্মদ পিয়ার।

অনুষ্ঠানে জেবিবিএর নয়া কমিটির কর্মকর্তাদেরকে সিনেটরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান।

জেবিবিএ’র একাংশের অনুষ্ঠানে সিনেটর চার্লস শুমার। ছবি: সংগৃহীত

এ সময় বক্তব্য রাখেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ ও জেবিবিএ’র উপদেষ্টা অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী এবং সিটি মেয়র অফিসের ডেপুটি কমিশনার চৌহান। জেবিবিএ’র সভাপতি হারুন ভূইয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুনসুর চৌধুরী, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আলম নমী এবং মোহাম্মদ আজাদ, কোষাধ্যক্ষ সেলিম হারুন, উপদেষ্টা মইনুল ইসলাম, ডা. তৌহিদ শিবলী, সারোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, মীর নিজামুল হক শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো এবং জেবিবিএ’র পক্ষ থেকে ক্রেস্ট দেয়া হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ এবং জেসিকা গঞ্জালেজ, সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণানন, কমিউনিটি বোর্ড সভাপতি ফ্যাঙ্ক, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ও বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ আলী ও আহসান হাবিব, মোহাম্মদ পিয়ার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সিনেটর চার্লস শুমার বলেন, ভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতির লোক হওয়া সত্ত্বেও অনেক দূর থেকে আপনারা এই আমেরিকায় এসেছেন। কারণ আপনারা নিজের জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে তুলতে চান এবং সন্তানদের ভবিষ্যত সুন্দর করতে চান।

সিনেটর শুমার বলেন, করোনায় বিপর্যস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঘুরে দাঁড়াতে আমি পিপিপি (পেচেক প্রটেকশন প্রোগ্রাম) ঋণ বিল লিখেছি এবং সিনেটে তা পাস হয়েছে। এ ঋণ কখনোই ফেরত দিতে হবে না যদি শর্ত অনুযায়ী ব্যয় করা হয়। বাংলাদেশি-আমেরিকান নুসরাত চৌধুরীকে ফেডারেল জজ হিসেবে নিয়োগের কথা উল্লেখ করে শুমার বলেন, কঠোর পরিশ্রমী বাংলাদেশিদের কল্যাণে আমি সবকিছু করতে বদ্ধ পরিকর।

লিমন চৌধুরীর ‘লাইভ ইন কনসার্ট উইথ জাহিদা’

রওশন হক

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের জমজমাট উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো শিল্পী লিমন চৌধুরীর একক সঙ্গীতানুষ্ঠান। ‘লাইভ ইন কনসার্ট উইথ জাহিদা’ শিরোনামে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ‘শো টাইম মিউজিক’।

৬ মার্চ রোববার কুইন্স প্যালেসে সাংবাদিক, সংগীতশিল্পী জাহিদা আলমের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় শিল্পী লিমন চৌধুরী আধুনিক গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। জনপ্রিয় আধুনিক গান দিয়ে শুরু করে বাংলা গানের প্রধান ধারার বিভিন্ন গান গেয়ে মঞ্চ মাতিয়ে রাখেন শুদ্ধ সঙ্গীতের শিল্পী লিমন চৌধুরী। এ প্রতিভাবান শিল্পী বেশ কিছুদিন থেকে নিউইয়র্ক প্রবাসী। তাঁকে উপস্থাপন করতে গিয়ে জাহিদা আলম জানান, গানের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার লিমন চৌধুরী তাঁর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছেন। মা তাঁকে ছোটবেলায় হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছিলেন।

লিমন চৌধুরীর গানের চর্চা শুরু হয় দিনাজপুরের নবরুপি সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র থেকে। শিল্পকলা একাডেমি থেকে ওস্তাদ সাইমুদ আলী খানের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওপর তালিম নিয়েছেন। এরপর তিনি উচ্চাঙ্গ ও নজরুল সঙ্গীতের ওপর আই মিউজক ও বি মিউজিকে ডিগ্রি লাভ করেন ঢাকা মিউজিক কলেজ থেকে। নজরুল সঙ্গীতের পাশাপাশি রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক গান, লোকসঙ্গীত ও গজল আঙ্গিকের সঙ্গীত চর্চা করে থাকেন এই গুণী শিল্পী। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ মিউজিক কোম্পানি সাউন্ডটেকের তত্বাবধানে “সুখের আড়ালে” নামক তাঁর একক গানের সিডি বের হয়। এছাড়া তাঁর বেশ কিছু মৌলিক গান রয়েছে। ব্যক্তিজীবনে তাঁর দুটি কন্যা সন্তান লিয়ানা ও তাজরীন এবং সহধর্মিনী ফারহানা তুলি। তাঁরা নিউইয়র্কেই বসবাস করেন। অনুষ্ঠানে লিমন চৌধুরীর তাঁর স্ত্রী ফারহানা তুলিকে নিয়ে কয়েকটি দ্বৈত সঙ্গীতও পরিবেশন করেন দর্শকদের অনুরোধে।

সঙ্গীত পরিবেশন করছেন লিমন চৌধুরী ও জাহিদা আলম। ছবি: শাবানা

অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি সময়ে জনপ্রিয় সংবাদ উপস্থাপিকা সাদিয়া খন্দকার শিল্পী হিসেবে সাংবাদিক জাহিদা আলমের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। বাংলা সংবাদমাধ্যমে দীর্ঘদিন কাজ করেও জাহিদা সঙ্গীতচর্চায় নিবেদিত থেকেছেন উল্লেখ করে তাঁকে গান পরিবেশনের অনুরোধ জানানো হয়। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাংবাদিক জাহিদা আলমের সঙ্গীত উপভোগ করার জন্য নিউইয়র্কে বসবাসরত সংবাদমাধ্যম এবং জনসমাজের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নাসির আলী খান পল, রিজিয়া পারভীন, ডা. সারওরুল হাসান, শাহ নেওয়াজ,অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, আহসান হাবীব, ডা. বর্ণলী হাসান, ইশতিয়াক রুমি, নূরুল আজীম, শাহ আলম দুলাল, রীনা শাহা, ফকরুল ইসলাম দেলওয়ার।

নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক সংগঠন ড্রামা সার্কেলের সদস্য লিমন চৌধুরীকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান ড্রামা সার্কেলের নার্গিস আহমেদ, আবীর আলমগীরসহ দলের সদস্যরা। নার্গিস আহমেদ তাঁর বক্তৃতায় নিউইয়র্কে বাংলা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য আলমগীর খান আলমকে ধন্যবাদ জানান। শিল্পী লিমন চৌধুরী ড্রামা সার্কেলের সদস্য হিসেবেই নন, প্রকৃত আলোকিত মানুষ হিসেবে প্রবাসে বাংলা সঙ্গীতের চর্চা ও সংগীত প্রশিক্ষণে তিনি ভূমিকা রাখছেন বলে নার্গিস আহমেদ উল্লেখ করেন। শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খাল আলম সবাইকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, প্রবাসী শিল্পীদের জন্য এমন একক কনসার্টের আরও আয়োজন করা হবে।

অনুষ্ঠানের শেষপর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের শিল্পী শহীদ হাসান এবং রথীন্দ্রনাথ রায় মঞ্চে গিয়ে শিল্পী লিমন চৌধুরী ও জাহিদা আলমকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ করেন। কানায় কানায় ভরা দর্শকরা এ সময় দাঁড়িয়ে শিল্পী-কুশলীদের অভিবাদন জানান। মিউজিশিয়ানদের মধ্যে কি-বোর্ডে ছিলেন রিপন, গিটারে মনু মির্জা, অক্টোপ্যাড ড্রামে রীড এবং তবলায় ছিলেন তপন মোদক।

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।

আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Farzana Choudhury

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent
এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Members : NSA NATP
Member of AICPA
naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

OFFICIAL NOTARY PUBLIC DULY COMMISSIONED

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

VISA MasterCard DISCOVER
Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ওপর জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: সংগৃহীত

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর আলোচনা

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে ইউনেস্কো'র 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

৭ মার্চ সোমবার জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা করা হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদের রুহের মাগফিরাত এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় অনুষ্ঠানটিতে।

এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ভিডিও প্রদর্শন করা হয় অনুষ্ঠানটিতে। আলোচনা পর্বে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি ও চ্যার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ড. মো. মনোয়ার হোসেন। ৭ই মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি বলেন, একটি জাতিকে বজ্রকঠিন ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত করে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণে উজ্জীবিত করার মূল মন্ত্র ছিল এই ভাষণ।

ইংরেজি বর্ণ 'সি'-এর চারটি শব্দরূপ অর্থাৎ 'কনডোলেন্স', 'কমিটমেন্ট', 'কমান্ড' ও 'কল' দিয়ে তিনি এই ভাষণটিকে বিশ্লেষণ করে ১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে এর প্রাসঙ্গিকতা ও সার্বজনীন আবেদন তুলে ধরেন।

এছাড়া তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং জ্যাকব এফ. ফিল্ডের 'উই স্যাল ফাইট অন দ্যা বিছেজ: দ্যা স্পিসেস দ্যাট ইন্সপায়ার্ড হিস্ট্রোরি' নামক খ্যাতনামা গ্রন্থে এই ভাষণের স্থান লাভসহ এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও মর্যাদার নানা দিক।

৭ই মার্চের ভাষণের মর্মবাণী ধারণ করে কর্মে ও চিন্তায় এর প্রয়োগ এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এটি চির জাগরুক রাখতে উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান ড. মো. মনোয়ার হোসেন। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতার দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত করে।

ইবি৩ ক্যাটাগরিতে চাকরির মাধ্যমে গ্রীন কার্ড

আফতাব আহমেদ, *ব্যারিস্টার-এট-ল*

আফতাব আহমেদ

চাকরির মাধ্যমে এইচ১বি নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা এবং গ্রীন কার্ড দুটোই পাওয়া যায়। আজ আমরা ইবি৩ ক্যাটাগরিতে চাকরির মাধ্যমে গ্রীন কার্ডপ্রাপ্তির সব দিক আলোকপাত করব। আপনার যদি সঠিক দক্ষতা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকে তবে আপনিও চাকরির মাধ্যমে গ্রীন কার্ড নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে পারেন।

ইবি৩ ক্যাটাগরিতে আপনাকে প্রথমে একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরির অফার পেতে হবে। তবে অফার দেয়ার আগে কোড অব ফেডারেল রেগুলেশন্স ২০ সিএফআর ৬৫৬.১৭ এর আওতায় ওই মার্কিন প্রতিষ্ঠানকে আপনার জন্য দিয়ে শ্রম অধিদপ্তর (ডিপার্টমেন্ট অব লেবার) থেকে শ্রম ছাড়পত্র (লেবার সার্টিফিকেশন) নিতে হবে। আপনার এমপ্লয়ারকে নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট জব পজিশনের জন্য প্রযোজ্য প্রিভেইলিং ওয়েজ ডিটারমিনেশন (পিডব্লিউডি) নিতে হবে। এরপর এমপ্লয়ারকে স্টেট ওয়ার্কফোর্স এজেন্সিতে একটানা ৩০ দিনের জন্য জব অর্ডার প্লেস করতে হবে, চাকরির এলাকায় রোববার প্রকাশিত হয় এমন দুটি পত্রিকাসহ কোম্পানির ওয়েবসাইটে, জব ফেয়ারে, এমপ্লয়ি রেফারেল প্রোগ্রামে, জব সার্চ ওয়েবসাইটে, রেডিও/টেলিভিশনে ইত্যাদি যেকোনো তিনটি ভিন্ন মাধ্যমে যেকোনো মেয়াদের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হবে। আগ্রহী সব প্রার্থীর বায়োডাটা রিজার্ভ করতে হবে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ নিতে হবে এবং যাদের বাদ দেয়া হলো তাদের বাদ দেয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করে একটি রিক্রুটমেন্ট রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

এমপ্লয়ারকে এই বিজ্ঞাপন এর ব্যাপারে একটি পোস্টিং নোটিশ কমপক্ষে ১০ দিন তার ওয়ার্ক প্লেসে রাখতে হবে এবং পোস্টিং নোটিশটি নামিয়ে ফেলার পর কতজন আগ্রহী প্রার্থী আবেদন করেছেন সে সংক্রান্ত একটি নোটেশন টানিয়ে রাখতে হবে। পোস্টিং নোটিশ নামিয়ে ফেলার অথবা স্টেট ওয়ার্কফোর্স এজেন্সিতে প্লেস করা জব অর্ডার শেষ করার সর্বনিম্ন ৩০ দিন পর এবং যেকোনো একটি রোববারের বিজ্ঞাপন প্রকাশের সর্বোচ্চ ১৮০ দিনের আগে এমপ্লয়ারকে অনলাইনে ইটিএ ফর্ম ৯০৮৯ জমা দিয়ে ডিপার্টমেন্ট অব লেবারের অধীনে এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড ট্রেইনিং এ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে পারমানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন নিতে হবে। ইবি১, ইবি৪ আর ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ওয়েইভারের ক্ষেত্রে আপনি নিজেই আবেদন করতে পারবেন, আপনার এমপ্লয়ারের আপনার জন্য আবেদন করার অথবা লেবার সার্টিফিকেশন নেয়ার প্রয়োজন হবে না।

আপনার এমপ্লয়ার লেবার সার্টিফিকেশন পাওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে ৭০০ ইউএস ডলার ফি দিয়ে ফর্ম আই-১৪০, ইমিগ্র্যান্ট পিটিশন ফর এ্যালিয়েন ওয়ার্কার জমা দিতে হবে। এই ক্যাটাগরিতে ভিসা বুলেটিন অনুযায়ী গ্রীন কার্ড এখন চলমান রয়েছে, অর্থাৎ আবেদনের পর দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না। ফর্ম আই-১৪০ অনুমোদনের পর আপনি যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে বৈধভাবে থাকলে ১১৪০ ইউএস ডলার ফি দিয়ে ফর্ম আই-৪৮৫, এ্যাপ্লিকেশন টু রেজিস্টার পারমানেন্ট স্ট্যাটাস অর এ্যাডজাস্ট স্ট্যাটাস জমা দিবেন আর বাইরে থাকলে ফর্ম ডিএস-২৬০, অনলাইন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা এ্যান্ড এলিয়েন রেজিস্ট্রেশন এ্যাপ্লিকেশন জমা দিবেন ও ৩২৫ ইউএস ডলার ইমিগ্র্যান্ট ফি দেবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে প্রবেশের পর অনুমোদিত মেয়াদের পরও ওভারস্টে করলে আপনি ওপরে বর্ণিত ক্যাটাগরিতে গ্রীন কার্ডের জন্য বিবেচিত হবেন না।

দ্রষ্টব্য: এই আর্টিকেল কোনোরকম আইনী পরামর্শ নয়। এটি কেবলমাত্র ইউএসসিআইএস এবং ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট এর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত এতদ্বসংক্রান্ত তথ্যের সন্নিবেশন মাত্র।

জ্যামাইকার সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া গ্রেফতার

উত্তর আমেরিকা অফিস

সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া

নিউইয়র্কের জামাইকায় লিটল বাংলাদেশ নামে এক সাইনবোর্ড ঝুলানো নিয়ে কমিউনিটিতে বিভেদ ছাড়াও আর ঘটনা ঘটছে। অনুষ্ঠানে বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং পরবর্তী ঘটনায় কমিউনিটির একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা সাইফুল্লাহ ভূঁইয়াকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ৬ মার্চ রোববার তাকে গ্রেফতার করা হয়। গত ২১ ফেব্রুয়ারি জ্যামাইকায় 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাইফুল্লাহ। একজন অবাঙালির হাতে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেয়ার প্রতিবাদ করছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে ওই ব্যক্তিকে 'হুমকি' দেয়ার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউর' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক ও সঞ্চালক স্থানীয় কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারো। অনুষ্ঠান নিয়ে বাংলাদেশি জনসমাজের অনৈক্যের কারণে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। একাধিক পক্ষ অনুষ্ঠান নিয়ে তাদের অবজ্ঞা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করতে থাকেন। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সময় কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট অফিসের এক কর্মকর্তা অবাঙালি মোহাম্মদ হকের হাতে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেন। এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া। পরে তাঁর বিরুদ্ধে মোহাম্মদ হককে হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে।

'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিনের বিশৃঙ্খলা পরিববেশসহ নানা ঘটনায় বাংলাদেশি কমিউনিটি ক্ষুব্ধ। এব্যাপারে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলন করে ওই দিনের অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে কমিউনিটিকে অপমানিত করা হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন।

কংগ্রেসম্যান প্রার্থী ডা. মুজিবুলের ভোটার স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি

উত্তর আমেরিকা অফিস

মার্কিন কংগ্রেসে আসন্ন ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে নিউইয়র্ক ডিস্ট্রিক্ট ৪ থেকে কংগ্রেসম্যান প্রার্থী বাংলাদেশি-আমেরিকান ডা. মুজিবুল হকের ভোটার স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি চলছে। আগামী ৩ এপ্রিল পর্যন্ত এ স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি চলবে।

নিউইয়র্কের হিলসাইড ইসলামিক সেন্টারে গত ৪ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমা ব্যাপক আকারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসম্যান প্রার্থী ডা. মুজিবুল হক ছাড়াও ভোটার স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচিতে অংশ নেন অ্যাসালের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও প্রতিষ্ঠাতা মাফ মিসবাহ উদ্দিন, অ্যাসালের কর্মকর্তা জেড মাতালন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট এ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান, এ্যাডভোকেট মতিউর রহমান, এমএএইচ হেলাল, রুমন প্রধান, ড. জাহিদ, মুনির। এসময় কংগ্রেসম্যান প্রার্থী ডা. মুজিবুল হক বলেন, ব্যালেটে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য তাঁকে ১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের মধ্যে ১ হাজার ২৫০ জন ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। ৪ এপ্রিল থেকে ৮ এপ্রিলের মধ্যে তা জমা দিতে হবে। এজন্য সব কমিউনিটির ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন তাঁরা। ইতোমধ্যে ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছেছে। তিনি এজন্য বাংলাদেশি-আমেরিকানসহ সব কমিউনিটির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

১৪ মার্চ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে মায়ামী কনসুলেট অফিস

জুয়েল সাদত

সকল বাধা অতিক্রম শেষে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাবাসীর বহুদিনের প্রত্যাশার স্থায়ী কনসুলেট শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আসছে ১৪ মার্চ সোমবার। প্রাথমিকভাবে স্বল্প কার্যদিবসের জন্য কনসুলেট সেবা চালু হতে যাচ্ছে।

ধারাবাহিকভাবে আস্তে আস্তে কনসুলেটের কার্যদিবস ও নানা সুবিধা বিস্তৃত করা হবে। সাউথ ফ্লোরিডাবাসী দীর্ঘদিন থেকে মায়ামিতে একটি স্থায়ী কনসুলেট স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে আসছিলেন। সরকারের নানামাধ্যমে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হচ্ছিল। করোনা পুর্ববর্তি সময়কালে ২০১৯ সালে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সে সময়টিতে মায়ামী কনসুলেট স্থাপনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল।এরপর দীর্ঘদিন বাস্তবায়নের কার্যক্রম থমকে দাঁড়িয়েছিল।

চলতি বছরের শুরুর দিকে একজন কনসাল জেনারেল ও একজন একাউটেন্টকে মায়ামীতে পোস্টিং দেয়া হয়। তাঁরা স্থায়ী অফিস নিয়ে কার্যক্রম শুরু করলে আরো কয়েকজনকে নিয়োগ দেয়া হয়। কনসাল জেনারেল হিসাবে মিলান কনসুলেট থেকে যোগ দেন ইকবাল আহমদ।

নাগরিক সমাজের বিক্ষোভে মানববন্ধনে ছিল যুদ্ধবিরোধী পোস্টার-প্লেকার্ড। ছবি: সংগৃহীত

রাশিয়ার আগ্রাসনের প্রতিবাদে নাগরিক সমাজের বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা ও প্রতিবাদে নিউইয়র্কে নাগরিক সমাজের ব্যানারে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫ মার্চ শনিবার বিকেলে জ্যাকসন হাইটস ডাইভারসিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অনেকের হাতে ছিল যুদ্ধবিরোধী পোস্টার-প্লেকার্ড।

রাশিয়ার আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এ বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদ জানান তারা। প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহম্মদ উল্লাহর সভাপতিত্বে এবং কমিউনিটি এক্টিভিস্ট কামাল হোসেন মিঠুর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক আজকালের প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমদ, সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের উপদেষ্টা মোর্শেদ আলম, সহ-সভাপতি ফাহিম রেজা নূর ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, মোশাররফ হোসেন, মুমু আনসারী, আকবর হায়দার কিরন, মিনহাজ আহমেদ শাম্মু, আবু সাঈদ রতন, সনজিবন সরকার, আগা সালেহ, নিপা, রাসেল।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের ইউক্রেন আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা বলেন, পুতিন বাহিনী ইউক্রেনে নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে চলেছে। বর্বরোচিত অন্যায় আগ্রাসনে গোটা বিশ্ব স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ। আমরা কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বিশ্বাসী নই। শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীকে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাই।

তাঁরা বলেন, রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিবাদ না জানালেও মানবিক কারণে বাংলাদেশিদের এ বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদ জানানো উচিত। তাঁরা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই এই যুদ্ধের অবসান ঘটবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

> বক্তারা বলেন, রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিবাদ না জানালেও মানবিক কারণে বাংলাদেশিদের এ বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদ জানানো উচিত।

দেশ এখন মাফিয়াদের খপ্পরে: পঙ্কজ ভট্টাচার্য

বিশেষ প্রতিনিধি

ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেছেন, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও পাকিস্তানি প্রেতাত্মা নির্মূল হয়নি। তারা খাদ্যদ্রব্যসহ সব নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করে মানুষকে নিঃস্ব করছে। মহামারিতে মানুষ কর্মহীন, বেকারত্ব নিয়ে অস্থিরতায় রয়েছে। মানুষের জীবন নিয়ে সরকারের কোনো চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। সরকারের মন্ত্রীরা বেপরোয়া, বাজারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করে গণমাধ্যমে আবোলতাবোল কথা বলছেন। এতে মাফিয়াদের স্বার্থ হাসিল হয়। রাষ্ট্র এখন মাফিয়াদের খপ্পরে।

৫ মার্চ শনিবার রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন আয়োজিত সমাবেশে পঙ্কজ ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদরের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে একাত্মতা প্রকাশ করে ঐক্য ন্যাপ ও ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন। সমাবেশে পঙ্কজ ভট্টাচার্য ভার্চ্যুয়ালি অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'আপনি জাতির জনকের কন্যা, আপনার দায়িত্ব অনেক বেশি। নানান অজুহাতে দেশের ক্ষতি হচ্ছে, এটা আপনাকে বুঝতে হবে।' তিনি আরও বলেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির লাগাম টানতে হবে। গণমানুষকে প্রতিবাদ জানাতে হবে।

বৃহস্পতিবার, ১০ মার্চ ২০২২

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ ও মানবতা

যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ শেষ হয়। প্রতিটি যুদ্ধের পর এ বিশ্ব পাল্টে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে নিকট-ইতিহাসের সব যুদ্ধ আর যুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে তা সহজেই বলা যায়। বর্তমানে রাশিয়া যে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে ইউক্রেনে, সাধারণ মানুষের জীবনে তা নিয়ে এসেছে বিভীষিকা। মানুষ মারা যাচ্ছে, মানুষ স্বজন হারাচ্ছে, মানুষ তার বসতভিটা থেকে উৎখাত হচ্ছে, মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে উদ্বাস্তু জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

ইউক্রেনের অংশ দানিয়েৎস্ক ও লুগানস্কে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে। কিছুদিন আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রজাতন্ত্র হিসেবে লুগানস্ক ও দানিয়েৎস্ককে স্বীকৃতি দেন। এরপর তাদের রক্ষার নামে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালান। এরপর প্রতিদিনই ঘটছে দুঃখজনক ঘটনা। প্রতিদিনই মারা যাচ্ছে মানুষ। বিশ্ব রাজনীতির মোড়লরা ইউক্রেন সমস্যাকে নানাভাবে ঘোলাটে করেছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো এবং রাশিয়া এই নৃশংসতার দায় এড়াতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী আমূল পাল্টে দিয়েছিল। বিশ্বাসে এনেছিল অবিশ্বাস। কোনো কিছুই যাচাই না করে বিশ্বাস করার চিন্তা অন্তত ইউরোপ থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল। সে সময়ের হিপ্পি আন্দোলন, অ্যাংরি ইয়ংম্যান আন্দোলন, বিট আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। এই ধরনের ভাবনার পেছনে যুদ্ধ যে একটা বড় প্রভাব ফেলেছে, সে কথা অস্বীকার করা যাবে না। অস্তিত্ববাদী দর্শনের পেছনেও যুদ্ধ-পরবর্তী হতাশা যে কাজ করেছে, এমনটা ধারণা করা যায়। ১৯৭১ সালে আমাদের দেশে পাকিস্তানিরা যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, তার পরিণতি কী হয়েছিল, তা বিশ্ববাসী জানে। তিরিশ লাখ মানুষের জীবনের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা এসেছিল, তার ক্ষত বয়ে বেড়িয়েছে প্রতিটি পরিবার। দেশে কি এমন একটা বৃহৎ পরিবার পাওয়া যাবে, যারা যুদ্ধে স্বজন হারায়নি?

যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্য দিয়েই আমরা এগিয়ে গেছি, তাই যুদ্ধের কালো দিকটা আমরা বুঝতে পারি। এ কারণেই ইউক্রেনের সাধারণ মানুষ এখন কেমন আছে, সেটাও বোঝা শক্ত নয়।পৃথিবীটা যে অর্থনৈতিকভাবে ভাগ-বাটোয়ারার জায়গা নয়, সে কথা কখনোই বুঝতে চায়নি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলো। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার, এক একটা যুদ্ধ এক এক দেশে অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিয়ে এলেও তাতে লাভবান হয় অন্ধকারের শক্তি। কে না জানে, যুদ্ধ হলে অস্ত্র ব্যবসা রমরমা হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদ সব সময়ই সেই অস্ত্র ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বারবার যুদ্ধ বাধায়। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধও একদিন শেষ হবে। শান্তিচুক্তি হবে। সৈন্যরা ফিরে যাবে সেনানিবাসে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই বদলে যাবে মানুষের জীবনযাত্রা। লাশের পাহাড়কে ডিঙিয়ে এগিয়ে যাবে সভ্যতা। এবং অস্ত্র ব্যবসায়ীরা আবার নতুন কোনো দেশকে পরিণত করবে লক্ষ্যবস্তুতে। যুদ্ধের এ খেলা চলছে। এ খেলা চলবে। যে রাজনীতি দখলদারিত্ব বোঝে, মানুষ বোঝে না, সে রাজনীতিতে মানবতাই বিপন্ন হয় বার বার। এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই সম্মিলিত মানবতার উত্থান প্রয়োজন। প্রয়োজনের এ কথা নিয়ে ভাবনা আছে। তাগদ আছে। কিন্তু কীভাবে তা অর্জন সম্ভব, তা আমরা কেউ জানি না।

বাংলাদেশে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন

একটি বড় সাফল্যের খবর দেশের মানুষ জানতে পেরেছেন। দেশে প্রথমবারের মতো কৃত্রিমভাবে হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের সফলতার কথা আমাদের জানানোর জন্য ডা. জাহাঙ্গীর কবিরকে অভিনন্দন।

২ মার্চ ৪২ বছর বয়সী এক নারীর শরীরে কৃত্রিম হার্ট বা হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ইউনাইটেড হাসপাতালের প্রধান কার্ডিয়াক সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর কবির এই সাফল্যের নায়ক। ডা. জাহাঙ্গীর কবির ও তাঁর সহকর্মীরা চার ঘণ্টা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগীর হৃৎপিণ্ডের বাঁ নিলয়ে 'হার্টমেট-৩' নামের একটি 'মেকানিক্যাল হার্ট' বা লেফট ভেন্ট্রিকুলার এসিস্ট ডিভাইস (এলভ্যাড) স্থাপন করেন। ডা. জাহাঙ্গীর বলেন, 'মানুষের মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ হার্ট ফেইলিউর। এই মৃত্যু রোধে দেশের মাটিতে হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট হবে—এটা আমাদের স্বপ্ন ছিল। তা আজ পূরণ হয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে আমাদের অনেক দিনের প্রচেষ্টা ছিল। এ জন্য ১৪-১৫ বছর ধরে আমরা চেষ্টা করেছি। এমন হয়েছে যে হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। কিন্তু নির্ধারিত দিন দুর্ভাগ্যবশত রোগী মারা গেছেন।'

এই সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান রোগী ও তাঁর পরিবারের। তাঁরা বাংলাদেশের চিকিৎসকদের ওপর আস্থা রেখেছিলেন। জানা যায়, রোগী সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, এমনকি তুরস্কেও চিকিৎসা করেছেন। পরে দেশে ফিরেও তাঁর হার্টের অবস্থা ভালো হয়নি। তখন তাঁকে হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টের প্রস্তাব দেয়া হয়। এতে রোগী ও তাঁর পরিবার সম্মতি দেন। এই চিকিৎসা ব্যয়বহুল। মেশিনের দাম প্রায় এক কোটি টাকা। সরকারসহ সবার সহযোগিতায় ভবিষ্যতে হয়ত ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এ সম্ভাবনার বাস্তবায়নই আমরা দেখতে চাই।

সিরিয়া থেকে ইউক্রেন ধ্বংসস্তূপ, মৃত্যুর মিছিল

এম আর ফারজানা

যুদ্ধ মানে ধ্বংস। যখন যুদ্ধ চলে তখন ক্ষয়ক্ষতি পুরাপুরি বোঝা যায় না। ক্ষতিটা ধরা পরে যুদ্ধের শেষে। সেটা অর্থনৈতিকভাবে, মানসিককভাবে প্রভাব পরে বেশি। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যায়। পোড়া দেয়ালের কংক্রিট ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়। ছাইচাপা আগুন জ্বলে নাগরিকের বুকের ভেতর। সেটা আমরা দেখেছি সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেনের ক্ষেত্রে। এখন দেখছি ইউক্রেনে। রাশিয়া মারছে ইউক্রেনকে, সৌদি মারে ইয়েমেনকে। আর আমেরিকার রাজনৈতিক কূটচালের হস্তক্ষেপে ইরাক,সিরিয়া ভেঙ্গে পড়েছিল কাচের টুকরোর মতো। সবাই দখলের চিন্তায় বিভোর ক্ষমতা আর অর্থের। সবাই সবার স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। প্রাণ যায় সাধারণের।

বাংলাদেশেও যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালে। পাকিস্তান মেরেছে বাঙালিদের কিন্তু দাবিয়ে রাখতে পারেনি। ৩০ লাখ শহীদ আর মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পেয়েছিলাম বাংলাদেশ। "If blood is the price of independence, then Bangladesh has paid the highest price in history." -London Times 1971-এ প্রকাশিত হয়েছিল। তখন যারা ছিল বলতে পারবে ৩০ লাখের রক্তের দাগ তখনও শুকায়নি ৫৬ হাজার বর্গমাইলে। খাদ্যের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়'। সিরিয়া কিংবা ইয়েমেনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আসলে যুদ্ধ মানে ধ্বংস আর হাহাকার। আপনজন হারানোর হাহাকার, নিত্যদ্রব্য কিনতে না পারা, ক্ষুধার হাহাকার। তখন দারস্থ হতে হতো সাহায্যের। এমন বলে পেছনের ইতিহাস। আন্তর্জাতিক কূটচাল আর জাতিগত দ্বন্দ্বে পড়ে কিভাবে সিরিয়া ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তা দেখেছি। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর রক্তের স্রোতধারায় মানুষের আহাজারিতে কেঁপে উঠেছিল বিশ্ব। সিরিয়ার শিশু আয়লান কুরদির নিষ্প্রাণ শরীর তুরস্কের সৈকতে পড়েছিল। কেঁদে উঠেছিল সমুদ্রের লোনা জল। যেন শিশু আয়লানের শরীর ছুঁয়ে যেন বলেছিল তুমি ঘুমাও শান্তিতে। সিরিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে আরব উপদ্বীপের উত্তরে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত। তথ্য সুত্রে, সিরিয়ার নাগরিকদের মধ্যে ৬৯ শতাংশ সুন্নি। এর মধ্যে কুর্দি ৯ শতাংশ ও বাকিরা আরবীয়। ১২ দশমিক ৮ শতাংশ আলওয়াইটস আরব, ১৩ শতাংশ ক্রিশ্চিয়ান, যাদের মধ্যে ৯ শতাংশ অর্থোডক্স এবং ৪ শতাংশ আর্মেনিয়ান, দ্রুজ আরব ৩ দশমিক ২ শতাংশ এবং ইসমাইলি শিয়া ৩ শতাংশ। যুদ্ধ শুরুর আগে ২০১০ সালে সিরিয়ার মানুষের গড় আয়ু যেখানে ছিল ৭০ বছর, সেটাই ২০১৫ সালে নেমে দাঁড়ায় ৫৫ বছরে, বর্তমানে আরও কম। আর যুদ্ধবিধস্ত দেশটির অর্থনীতির সার্বিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়ে ছিল পাতাঝরা শুকনো গাছের মতো। প্রায় ২৫ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। এসসিপিআরের মতে, নিহত ৪ লাখ ৭০ হাজার লোকের মধ্যে প্রায় ৪ লাখই মারা গিয়েছিল যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সহিংসতার শিকার হয়ে। বাকি ৭০ হাজার মারা গেছে সংক্রামক ব্যাধিতে, খাবারের অভাবে, চিকিৎসাসেবা ও ওষুধের ঘাটতিতে। যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী হলে পিষ্ট হয় সাধারণ মানুষ। তিলে তিলে গড়ে ওঠা ঘরটি যখন চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যায়, মানুষ যখন আশ্রয়হীন হয়ে পরে তখন কষ্টের সাগরে ডুব দেয় তার মন। ভেঙ্গে পরে

জাতিগত দ্বন্দ্ব আর আন্তর্জাতিক কূটচালে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে সিরিয়া।

মানসিকভাবে। আশ্রয় খোঁজে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থার ইউএনএইচসিআর হিসেবে আনুমানিক ১০ মিলিয়ন মানুষ সিরিয়া ছেড়ে গিয়েছিল। লেবানন, জার্মানি, ইরান ও তুরস্ক সিরিয়ার শরণার্থীদের তাদের আশ্রয় দেয়। ২০১৭ সালে ৬৬ হাজার শরণার্থী আবার নিজভূমে ফিরে আসে। শান্তি কি ফিরে এসেছিল? না আসে নাই। তবুও নিজের দেশ বলে কথা। ফিরে আসছি ইউক্রেনে। আজ প্রায় নয়দিন হলো এখনও যুদ্ধ চলছে। প্রায় ৪ কোটি ৪০ লাখ জনসংখ্যার দেশ ইউক্রেন। সে দেশে এখন জ্বলছে আগুন। পুড়ছে হাজারও স্মৃতিঘেরা মানুষের ঘর।

পোড়া দেয়ালগুলো বোমার চিহ্ন বহন করছে যেন মৃত নগরী। ধ্বংসস্তূপের ছাই উড়ছে বাতাসে। ফুরিয়ে আসছে খাদ্য। মানুষ আশ্রয় নিচ্ছে পাশের দেশগুলোতে। ইতিমধ্যে দেখেছি শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ১০ লাখেরও বেশী। জাতিসংঘের বলছে, ৫ লাখেরও বেশি মানুষ পোল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছে। আরও ১০ লাখ ইউক্রেনের অভ্যন্তরে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। কিন্তু প্রতক্ষ্যদর্শীরা বলছে, বাস্তবে তার চেয়ে দ্বিগুণ। মানুষের হাহাকার বাতাসের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আর এর মধ্যে বর্ডারে শিকার হচ্ছে বর্ণবৈষম্যের।

ইউরোপ ইউনিয়ন ধারণা করছে যে, এভাবে চলতে থাকলে আগামী সপ্তাহগুলোতে ৭০ লাখ ইউক্রেনিয়ান দেশত্যাগ করতে পারে। রাশিয়া শক্তিশালী দেশ। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে একটি দেশ জয়ী হবে, হয়ত রাশিয়াই হবে। কিন্তু ক্ষতি তো দুই দেশের হচ্ছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে। আর মারা যাচ্ছে হাজারো মানুষ। ইউক্রেনের ডেপুটি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দাবি, এ পর্যন্ত রাশিয়ার ৪ হাজার ৩০০ সেনা নিহত হয়েছেন। ১৪৬টি ট্যাংক, ৭০৬টি যুদ্ধযান, ২টি ড্রোন, ২৬টি হেলিকপ্টার, ২৭টি উড়োজাহাজ ধ্বংস করেছে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা বাহিনী। এদিকে ইউক্রেনেরও অনেক সেনা নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছে সামরিক, বেসামরিক অনেক মানুষ। আর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অকল্পনীয়। যা দেখা যাচ্ছে শুধু ধ্বংসস্তূপ। বৈরী আবহাওয়া আর রুশ সেনাদের ট্যাংকের শব্দে আতঙ্কিত মানুষ যেন জীবিত হয়েও মৃত। যেন যমদূত দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে। যুদ্ধ চাই না, এই আগ্রাসন বন্ধ হোক। যে আগ্রাসনের আগুন লাগল ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে, কবে থামবে কে জানে! থামতে থামতে হয়ত হারিয়ে যাবে অনেক কিছু। পরে থাকবে আগুনে পোড়া ইট-পাথর আর কংক্রিটের পোড়া চিহ্ন। স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ভাঙা দেয়াল আর মানুষের আপনজন হারানোর হাহাকার। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কূটচালের আগুনে একেক দেশ হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত। রাশিয়াকে দিয়ে যাচ্ছে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা। ফিফায় নিষিদ্ধ, বিমান চলাচলে নিষিদ্ধ। সুইফটে নেটওয়ার্ক বাধা। এভাবে একেরপর এক চলতে থাকলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবতেই গা কেঁপে উঠে। ইতিমধ্যে রাশিয়ার অর্থনীতিতে ধস নামতে শুরু করেছে। খোদ রাশিয়ার শীর্ষ দুই ধনকুবের ওলেগ ডেরিপাস্কা ও মিখাইল ফ্রিডম্যান চাইছেন এই যুদ্ধ থেমে যাক। ব্যবসায়ী ধনকুবের ওলেগ ডেরিপাস্কা রাশিয়াকে বলেন, যুদ্ধ নয়, শান্তি গুরুত্বপূর্ণ। তাই আলোচনা করে যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করুন।

রাশিয়ার অন্যতম ধনী ফ্রিডম্যান বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাংক আলফা ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিও রক্তপাত বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, যুদ্ধ কখনওই প্রতিপক্ষের উত্তর হতে পারে না। কিন্তু রাজনীতির আগুন মারাত্মক। লাগলে একেক দেশ ছারখার হয়ে যায়। ইউক্রেন ও রাশিয়ায়র দুই দেশের আলোচনা হলেও তেমন কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি। এই না পারাই শংকা তৈরি করে। এতে করে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের হাত জোরালো হয়। ক্ষতি করার সুযোগ পায়। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাপ তৈরি হয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যেন আর নিষেধাজ্ঞা দেয়া না হয়।

এভাবে চলতে থাকলে দেখা যাবে পুতিন প্রতিশোধের ঝাণ্ডা নিয়ে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তখন শুধু রাশিয়া ইউক্রেন নয়, পুরা বিশ্বে এর প্রভাব পড়বে।

ইউক্রেনে রুশ যুদ্ধ কৌশল রহস্যময়

দেলোয়ার জাহিদ

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সমর বিশেষজ্ঞদের ধারণাকে পিছু ফেলে ইউক্রেনে এক রহস্যময় যুদ্ধ কৌশল নিয়ে এগুচ্ছে রুশ বাহিনী ইউক্রেনে তিন রুশ সেনা অধিনায়ক নিহত হয়েছেন। ইউক্রেনের শত্রুপক্ষের খুব কাছাকাছি যাওয়ার পর রাশিয়ার সেনাবাহিনীর অন্তত তিনজন অধিনায়ক নিহত হয়েছে বলে পশ্চিমা দেশের কর্মকর্তারা বলছেন। তাদের উদ্ধৃত করে বিবিসির নিরাপত্তা বিষয়ক সংবাদদাতা গর্ডন কোরেরা জানাচ্ছেন, রুশ ৩১তম কম্বাইন্ড আর্মস আর্মির উপপ্রধান এক স্নাইপারের গুলিতে নিহত হয়েছেন। একজন ডিভিশনাল কমান্ডার এবং রেজিমেন্ট কমান্ডার নিহত হন। রুশ বাহিনীর কোন কোন অধিনায়ক সৈন্য নিয়ে রণক্ষেত্রের অনেকখানি সামনে চলে গিয়েছেন। তাদের লক্ষ্য আরও বেশি ইউক্রেনিয়ান এলাকা দখলে নেয়া। হামলা শুরুর পর মার্কিন গোয়েন্দাদের মতো আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সমর বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল, শুরুতেই ইউক্রেনের বিমানবাহিনী ও আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের চেষ্টা করবে রুশ যুদ্ধবিমানগুলো। 'দ্য মিস্ট্রিয়াস কেস অব দ্য মিসিং রাশিয়ান এয়ার ফোর্স' শিরোনামে যুক্তরাজ্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের (আরইউএসআই) প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমেই প্রতিপক্ষের বিমানবাহিনী ও আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করা 'প্রত্যাশিত একটি পদক্ষেপ'।

১৯৩৮ সাল থেকে প্রায় সব যুদ্ধে এমনটিই দেখা গেছে। তবে উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে ইউক্রেনে। যুক্তরাজ্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠান জেনসের তথ্য অনুযায়ী, রাশিয়া ও ইউক্রেনের বিমানবাহিনীর শক্তির ফারাক বেশ বড়। রাশিয়ার হাতে ১৩২টি বোমারু বিমান রয়েছে, যেখানে ইউক্রেনের কোনো বোমারু বিমান নেই। রাশিয়ার ৮৩২টি যুদ্ধবিমানের বিপরীতে ইউক্রেনের রয়েছে ৮৬টি। রাশিয়া ও ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর পরিবহন উড়োজাহাজের সংখ্যাও যথাক্রমে ৩৫৮ ও ৬৩। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির দুজনেরই ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে এ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের ওপর। যদিও ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা গেছে একটি যুদ্ধ শুরু করা যত সহজ তা শেষ করা ততটা সহজ নয়। পরিস্থিতির বিচারে ২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন আক্রমণ এবং ২০০৩ সালে ইরাকে আক্রমণের সময় ও দীর্ঘসূত্রিতার বিষয় এখানে উল্লেখ্য। ইউক্রেনের সাথে মুখোমুখি সংঘাতের পর রুশ সামরিক পরিকল্পনা এখন আর হয়তো পরিকল্পনা মাফিক এগুচ্ছে না।

রাশিয়ার প্রথম আক্রমণকে "ততটা চমকপ্রদ নয়" বলে বর্ণনা করছেন এবং "প্রত্যাশার তুলনায় ধীরগতির" বলে অভিমত দিয়েছেন। এর কয়েকটি কারণ ব্যাখ্যা করেছে রয়াল ইউনাইটেড সার্ভিসের ইন্সটিটিউটের (রুসি) ইউরোপীয় নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এড আর্নল্ড —-। এতে তিনি বলেন সামরিক আক্রমণের নীতি হল, সাধারণত "শুরুতেই বিশাল একটা ধাক্কা দেয়া।" রাশিয়া ইউক্রেন সীমান্তে দেড় লাখ থেকে এক লাখ ৯০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করলেও, এখন পর্যন্ত তাদের সবাইকে মাঠে নামায়নি।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সামরিক অভিযান ঘোষণার কয়েক মিনিট পরেই ইউক্রেনে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে রুশ সেনারা। এরপর থেকে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলছে। ইউক্রেন দাবি করেছে, যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ইউক্রেনের দুই হাজারের বেশি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। যদিও নিহতের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানায়নি তারা। এ ছাড়া রাশিয়ার ৫ হাজার ৪৮০ সৈন্য নিহত হয়েছেন বলে দাবি ইউক্রেনের।

যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম পাঠাচ্ছিল রাশিয়ার হামলা শুরুর আগে থেকেই । এ দলে যোগ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশ। হামলা শুরুর পর জার্মানি ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র ও ট্যাংক-বিধ্বংসী অস্ত্র দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানোর জন্য 'আন্তর্জাতিক দাতা সমন্বয় কেন্দ্র' এর নামে একটি উদ্যোগ নিয়েছে। এমন কি হামলা ইস্যুতে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে ছিল, সে দেশগুলোও এখন ইউক্রেনে সাহায্য পাঠাতে শুরু করেছে। রাশিয়া গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করার পর থেকে প্রতিরোধব্যবস্থা জোরদার করতে যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট ও ইইউ কৌশলগতভাবে সক্রিয় রয়েছে। ইইউর ২৭টি দেশের মধ্যে ২১টি দেশই ন্যাটোর সদস্য। এদেশগুলো নিজ নিজ দায়িত্বে সামরিক সরঞ্জাম পোল্যান্ড হয়ে ইউক্রেন পাঠাচ্ছে। তবে দেশগুলো নিজ নিজ দায়িত্বে সেখানে অস্ত্র পাঠাচ্ছে। ন্যাটোর সদস্য নয় এনং দেশ সুইডেন। তারা পাঁচ হাজার ট্যাংক-বিধ্বংসী অস্ত্র পাঠিয়েছে ইউক্রেনে। পাঁচ কোটি মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য অস্ত্রও পাঠিয়েছে দেশটি। একই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে ফিনল্যান্ডও তারা আড়াই হাজার আগ্নেয়াস্ত্র, দেড় লাখ গোলা, দেড় হাজার ট্যাংক–বিধ্বংসী অস্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সামরিক সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। রুশ বাহিনী ইউক্রেনে এক রহস্যময় যুদ্ধ কৌশল নিয়ে সামনে এগুচ্ছে। ইউক্রেন সেনারা স্থলপথে রুশ অগ্রযাত্রা ঠেকানোর চেষ্টা করছে। দেশে-বিদেশের সমর্থন নিয়ে ইউক্রেনের সেনারা রাজধানী কিয়েভের নিয়ন্ত্রণ এখনো ধরে রেখেছে। শক্তিশালী রুশ বাহিনী অভিযান শুরুর নবম দিনে কিয়েভের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে। পৌঁছে গেছে, রাশিয়ার বিশাল সেনাবহর ইউক্রেনের সেনারা ছোট ছোট অস্ত্র ব্যবহার করে এখন পর্যন্ত কিয়েভের নিয়ন্ত্রণ ঠেকিয়ে রেখেছে। রাশিয়ার সর্বাত্মক আক্রমণ ঠেকাতে মরিয়া ইউক্রেনের যোদ্ধারা। একটি অনিশ্চিত ও ভয়াবহ যুদ্ধের আশংকায় দিন কাটাচ্ছে বিশ্ববাসী।

নিষেধাজ্ঞার রাজনীতি

জাহীদ রেজা নূর

যুদ্ধ বাধলে আদার ব্যাপারীও জাহাজের খবর নেওয়া শুরু করে। যে বিষয়টি নিয়ে কোনো দিন ভাবা হয়নি, সে বিষয়ের প্রতিও আগ্রহ জন্মে। রাশিয়া আর ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট তাঁর দেশের নাগরিকদের প্রতিরোধ যুদ্ধে নামিয়েছেন—এগুলো এখন বাসি খবর। অনেকেই রাশিয়ার এই ঔদ্ধত্য নিয়ে সমালোচনা ও প্রতিবাদমুখর, অনেকেই দুষছেন ইউক্রেনকে। পৃথিবী আজ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। কেউ রাশিয়ার পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। এর বাইরে কেউ কেউ আছেন, যাঁরা কোনো পক্ষে না গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। আমাদের দেশ সে পক্ষই নিয়েছে।

আমরা দেখতে পেয়েছি, যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তার পক্ষে প্রায় সবগুলো ইউরোপীয় দেশ রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের সব দেশ তো এই নিষেধাজ্ঞায় শরিক হলো না। কেন হলো না? এর পেছনে কোনো ব্যাখ্যা আছে কি?

৪ মার্চ সার্বিয়ার বেলগ্রেডে রাশিয়ার পক্ষে বিরাট সমাবেশ। ছবি: সংগৃহীত

দুই. নিষেধাজ্ঞার চিত্রটি একবার দেখে নেওয়া যাক। ইউরোপের প্রায় সব দেশ যখন নিষেধাজ্ঞা প্রশ্নে মার্কিনদের গুডবুকে নাম লিখিয়েছে, তখন সার্বিয়া বলছে ভিন্ন কথা। তারা রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের প্রশংসা করেছে এবং জানিয়েছে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞার পক্ষে নয় তারা। ৪ মার্চ দেশটিতে রাশিয়ার পক্ষে বিরাট সমাবেশ হয়েছে। বসনিয়া আর হার্জেগোভিনাও রয়েছে সার্বিয়ার পাশে।

হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান ঘোষণা করেছেন, জার্মানি বা ইতালির মতো তাঁর দেশ ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ করবে না। এমনকি হাঙ্গেরির মধ্য দিয়ে কিয়েভে সে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়া যাবে না।

পুরোনো সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কিরগিজ প্রেসিডেন্ট সাদির ঝাপারোভ বলেছেন, লুগানস্ক ও দানিয়েৎস্ক প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার অধিকার রাশিয়ার আছে। এই সামরিক অভিযানকেও তাঁরা সমর্থন করেন।

মালদোভিয়া ও জর্জিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ভালো নয়। এমনকি ২০০৮ সালে দক্ষিণ আসেতিয়ায় যুদ্ধের পর থেকে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কও নেই, তারপরও জর্জিয়া আর মালদোভিয়া রাশিয়ায় নিষেধাজ্ঞার পক্ষে নয়।

এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মূলত জাপান, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুর এই অর্থনৈতিক অবরোধ আর নিষেধাজ্ঞার পক্ষে। এশিয়ার আর কোনো দেশ নিষেধাজ্ঞার দিকে এখনো যায়নি। চীন, ভারত, আসিয়ানভুক্ত দেশ, তুরস্ক আপাতত নিষেধাজ্ঞার কথা ভাবছে না। তুরস্ক সংলাপের পথ খোলা রাখার কথা জানিয়েছে। মার্কিনদের মিত্রদেশ সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান আমেরিকায় তাঁদের বিনিয়োগ কমাতে পারেন। এ কথা বলে তারপর বলেছেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে মার্কিনদের উপদেশ দিতে চাই না। তারাও আমাদের দেশে এসে উপদেশ দিয়ে বেড়াক, সেটাও চাই না।' ইরানের কথা আলাদাভাবেই বলতে হবে। মূলত এ লেখাটির একটা বড় অংশজুড়ে থাকবে ইরানে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি। এ অংশে শুধু বলে রাখি, ইরান বলছে, ইউক্রেনের সংকট শুরু হয়েছে মূলত ন্যাটোর উসকানিতে। ইরান বলছে, 'যুদ্ধ কোনো ব্যাপারে সমাধান হতে পারে না। ইউক্রেন আসলে মার্কিনদের তৈরি সংকটে বলির পাঁঠায় পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যদি পৃথিবীতে সংকট তৈরি করতে না পারে, তাহলে তার অস্ত্র কারখানাগুলো ঠিকভাবে কাজ করবে কীভাবে? এ কারণেই তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সংকট তৈরি করে এবং মাফিয়াদের স্বার্থ উদ্ধার করে।'

দক্ষিণ কোরিয়া নিষেধাজ্ঞার পক্ষে দাঁড়ালেও স্যামসাং, এলজিসহ তাদের কোম্পানিগুলোর নিত্যব্যবহার্য পণ্য রাশিয়ায় পাঠাবে।

'পুতিনের বিরুদ্ধে কোনো অবরোধ নয়। জাতিসংঘে রুশবিরোধী প্রস্তাব এলে তাতে কণ্ঠ মেলাবে না ব্রাজিল', বলেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বালসোনারো। বলিভিয়া, এল সালভাদর, উরুগুয়ে, কিউবা, নিকারাগুয়া, ভেনেজুয়েলা ঐতিহ্যগতভাবেই মস্কোর পক্ষে।

তিন. অনেকেই বোঝার চেষ্টা করেন, অর্থনৈতিক অবরোধ আর নিষেধাজ্ঞায় কার লাভ হয়? যিনি নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছেন, তিনি কি সেই নৈতিক অধিকার রাখেন? অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ইরাকে হামলা, আফগানিস্তানে হামলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে পারেন, যখন কোনো সভ্য দেশ পৃথিবীতে অস্ত্র সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মার্কিনদের দুর্দান্ত প্রয়াসের পক্ষ নিয়ে ফেলে, তখন এই তথাকথিত 'সভ্য' দেশকে কি আর সভ্য বলা যায়? অর্থনৈতিক অবরোধের কথা বলতে গেলে ইরানের ইতিহাসটা একবার মনে করিয়ে দিতে হবে।

রাশিয়ার ওপর কঠোর অবরোধের বিষয়টি ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞার মতোই। ইরানের টুঁটি টিপে ধরেছে মার্কিনরা। ইউরোপের দেশগুলোকেও ইরানের বিরুদ্ধে এবং তাদের পক্ষে থাকতে বাধ্য করেছে। একটু পিছিয়ে গেলে আমরা দেখতে পাব, ইরানে ইসলামি বিপ্লবের আগে যখন শাহর রাজত্ব ছিল, তখনো ছোটখাটো কিছু অবরোধ আরোপ করেছিল মার্কিনরা। কিন্তু ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর ওয়াশিংটন প্রবল অবরোধ আরোপ করল ইরানের ওপর। ইরানে মার্কিন দূতাবাস দখল করে নেওয়া হয়েছিল তখন, আর মার্কিনরা ইরানে তাদের সব ধরনের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গুটিয়ে নিয়েছিল। তবে ইরানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছিল বারাক ওবামার শাসনামলে। ইরানের পারমাণবিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বারাক ওবামার সরকার নিজেরা তো নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলই, সেই সঙ্গে অন্য দেশগুলোকেও সতর্ক করে দিয়েছিল এই বলে, কেউ ইরানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাখলে মার্কিনরা দেখে নেবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সেই নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছিলেন। ইরানে একে একে সবকিছুর বিরুদ্ধেই এসেছিল নিষেধাজ্ঞা। ইরানের তেল কেনা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলো, আন্তর্জাতিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনা থেকে হটিয়ে দেওয়া হলো ইরানকে, অন্য কোনো দেশের কোনো কোম্পানি যদি ইরানিদের সঙ্গে ব্যবসা করে, তবে তাদের বিরুদ্ধেও এল নিষেধাজ্ঞা। ইরান পৃথিবীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন একটি দেশে পরিণত হয়েছে।

তবে রাশিয়ার অবরোধের সঙ্গে ইরানের অবরোধের তুলনা করলে কয়েকটি বৈপরীত্য দেখা যাবে। যেমন ইরানকে আকাশ থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়নি। ইরানের বিমানগুলো যাত্রী নিয়ে যেতে পারে গন্তব্যে। খেলোয়াড়দের ওপর নিষেধাজ্ঞা আসেনি। পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তাঁরা অংশ নিতে পারেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা নেই। ইরানি শিক্ষার্থী চাইলেই যেকোনো দেশে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারেন (ট্রাম্প-আমলে ইরানিদের মার্কিন ভিসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, এখন আবার তা খুলে দেওয়া হয়েছে)। রাশিয়াকে এই সুযোগগুলো দেওয়া হয়নি।

চার. রাশিয়া কীভাবে এই অবরোধ সামলে নেবে, সেটা নিয়ে ভাবতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে এ রকম শক্ত অবরোধ কী করে সামাল দিচ্ছে ইরান? কোনো সন্দেহ নেই, অবরোধ একটা দেশের অর্থনীতিকে কাঁপিয়ে দেয়। ওবামার নিষেধাজ্ঞা জারির পর ইরানের জাতীয় আয় কমেছিল অনেকখানি। বিশাল সব পশ্চিমা শিল্প ইরান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতি পৌঁছেছিল চরমে। ব্যাংক হয়ে গিয়েছিল একঘরে, আন্তর্জাতিকভাবে বন্ধুহীন। রাশিয়া আর চীন ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য চালাতে চেয়েছে, কিন্তু টাকাপয়সার লেনদেনে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তাতে উভয় পক্ষের বাণিজ্যে গতি আসতে পারে না। নিষেধাজ্ঞার কারণে আমদানির বারোটা বেজেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ডলারের রিজার্ভ কম বলে সে দিকটা সামাল দেওয়া কঠিন।

তাহলে চলছে কী করে দেশটা? গোপন কিছু মাধ্যম কাজ করছে, যার সবটা প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে না।

যেমন বিদেশি যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ইরানে ব্যবসা করতে চায়, তারা অন্য কোনো দূরদেশে তাদের 'সিস্টার কনসার্ন' গড়ে তুলছে। সেখান থেকে রপ্তানি করছে ইরানে। ব্যাপারটা ঘটছে গোপনে। কখনো তা ফাঁস হয়ে গেলে নিষেধাজ্ঞা আসছে 'সিস্টার কনসার্নের ওপর। মূল প্রতিষ্ঠান পার পেয়ে যাচ্ছে। ইরানের ব্যাংকগুলো অন্য দেশে অন্য পরিচয়ে কাজ করছে। তারা আন্তর্জাতিক মুদ্রা পাঠাচ্ছে ইরানে। না, ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় সেটা পাঠাতে পারছে না। সেই আদ্যিকালের মতো প্লেন ভরে ডলার পাঠাচ্ছে ইরানে।

পাঁচ. এই নিষেধাজ্ঞায় রাশিয়ার অবস্থা কেমন হবে? ইরানের সঙ্গে যা করা গেছে, রাশিয়ার সঙ্গেও একইভাবে তা করা যাবে, এমনটা মনে করেন না বিশেষজ্ঞরা। রাশিয়ার তেল এবং গ্যাসের ক্রেতা অনেক। তারা চাইলেই রাশিয়ার তেল ও গ্যাসকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারবে না। সেটা করতে হলে পরিকল্পনা করতে হবে, গ্যাস-তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, পাইপলাইন বসাতে হবে। এগুলো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। রাশিয়াকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এত বড় ঝুঁকি কেউ নেবে বলে মনে হয় না।

যুদ্ধটা যে শুধু রাশিয়া আর ইউক্রেনের মধ্যে হচ্ছে, তা নয়। এর পেছনে অস্ত্র ব্যবসা, প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা প্রয়োগের দম্ভ ইত্যাদি অনেক কিছুই যে মিশে আছে, সে কথা না বুঝলে শুধু যুদ্ধবিষয়ক দীর্ঘশ্বাসেই ভরে উঠবে আকাশ-বাতাস। মূল ষড়যন্ত্র থেকে যাবে দৃষ্টির বাইরে।

লাইলাতুল বরাত বা শবেবরাত: ভাগ্য নির্ধারণের রজনী

আফতাব চৌধুরী

ইসলামি চান্দ্রমাসের অন্যতম ফজিলতপূর্ণ একটি মাস হচ্ছে পবিত্র শাবান। আর এই শাবান মাসের ১৫ তারিখকে শবেবরাত বা সৌভাগ্যময় রজনী নামে অভিহিত করা হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে ওই রাতটি অনেক মর্যাদাপূর্ণ।

পবিত্র হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'যে ব্যক্তি শাবানের চাঁদের ১৫ তারিখের রাত জেগে এবাদত করবে এবং দিনের বেলা রোজা রাখবে দোজখের (নরক) অগ্নি তাকে স্পর্শ করবে না।' অন্য একটি হাদিসে আছে, হজরত আবু বক্কর সিদ্দিক (রা.) বর্ণনা করেন, হজরত মোহাম্মদ (দ.) বলেছেন, 'তোমরা শাবানের চাঁদের ১৫ তারিখ রাত জেগে উপাসনা কর। কারণ ওই রাতটি পবিত্র বটে। আল্লাহতা'লা ওই রাতে সকল মানুষকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন, তোমাদের মধ্যে কেউ প্রার্থনাকারী আছ কি? আমি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করব। এক কথায় শবেররাতের আগামী এক বছরের জন্য বান্দার তকদির (ভাগ্যের) বাজেট পাস হয়। তাই ওই রাত্রে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার পাশাপশি ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করতে পারেন। কারণ, আল্লাহতা'লা ওইদিন বান্দার যাবতীয় আবদার শোনার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক রাত্রে হজরত (দ.)-এর নিকটে গিয়ে দেখতে পেলেন তিনি সেজদারত। তার চক্ষু মোবারক থেকে অবিরত বারিধারা বয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর হজরত (দ.) মাথা তুলে বললেন, হে আয়েশা, তুমি কি জান, আজ কোন রাত্রি? আয়েশা জানার আগ্রহ

প্রকাশ করলে হজরত (দ.) বললেন, আজ শাবানের ১৫ তারিখ। এই রাত্রিতে যে যত ইবাদত করবে, কৃতকর্মের জন্য মাগফেরাত চাইবে, আল্লাহতা'লা পাহাড়সমান গুনাহ মাফ করে দেবেন। অন্য একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, হুজুর (দ.) বলেন, আল্লাহতা'লা শাবানের ১৫ তারিখে বনি-কলব, বনি-নজর, বনি-রবি এই তিন বংশের বকরি ও ভেড়ার পশমের সমতুল্য গুনাহগার উম্মতকে আল্লাহতা'লা মার্জনা করে দেবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৎকালীন সময়ে ওইসব বংশের লোকের প্রত্যেকের কুড়ি হাজারের অধিক বকরি ও ভেড়া ছিল। শবেবরাতের রাত্রিতে আল্লাহতা'লা ৩০০ খাস রহমতের দরজা বান্দার জন্য খুলে দেন। এবং তাঁর বান্দাদের ওপর খাস রহমত নাজিল (বর্ষণ) করেন।

শবেবরাতের মাহাত্ম্যের কথা শুনে অনেক নবী আপসোস করেছেন। হজরত ইসা (আ.) সেজদায় পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, 'হে আল্লাহ, তুমি আমাকে নবী না-করে যদি শেষ জমানার নবীর উম্মত করে দিতে তবে আমি কতই না ভাগ্যবান হতাম এবং শবেবরাতের মতো পবিত্র রজনী আমার ভাগ্যে জুটত।' কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে রাতটির জন্য নবীগণ আফসোস করেছেন ভাগ্যগুণে শেষ নবীর উম্মত হয়ে সেই রাতটি অনায়াসে পেয়ে গেলাম কিন্তু ফায়দা তুলতে পারলাম না। প্রত্যেক মুসলমানকে শবেবরাতের ফায়দা তুলতে রাত জেগে ইবাদত করা একান্ত কর্তব্য। আগেকার নবীদের উম্মতেরা হাজার বছর বাঁচতেন এবং বেশি বেশি করে ইবাদত করতেন। কিন্তু শেষ জমানার মানুষের আয়ু কম হবে। এই কম আয়ুতে বেশি করে ইবাদত করার জন্য আল্লাহতা'লা তাঁর প্রিয় বান্দা হজরত (দ.)-এর উম্মতকে শবেবরাত উপহার দিয়েছেন।

কিন্তু এই শবেবরাতের রাত্রিতেও ৭ জন ব্যক্তিকে আল্লাহতা'লা ক্ষমা করবেন না। এরা হলো জাদুকর, গণক, কৃপণ, মদ্যপ, জেনাকারী, গাঁজাখোর এবং পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। তবে শবেবরাতের পবিত্র দিনে আল্লাহর কাছে তওবা করে পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করলে হয়ত মাফ পাওয়া যেতে পারে। কারণ আল্লাহতা'লা ক্ষমাশীল। শবেবরাতের রাত্রিতে ইবাদত করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় গোসল করবে, ওই ব্যক্তির গায়ের প্রত্যেকটি পানিবিন্দুর পরিবর্তে আল্লাহতা'লা তার আমলনামায় ৭০০ রাকাত নফল নামাজের সওয়াব লিখে দেবেন। শবেবরাতের নামাজ দুই রাকাত করে চার রাকাত আদায় করলে প্রথম রাকাতের সুরা ফাতেহার পর সুরা এখলাছ দশবার পাঠ করবে। এবং এই নিয়মে প্রত্যেক রাকাত আদায় করতে হবে। হাদিসে উল্লেখ আছে, আল্লাহতা'লা ওই নামাজি ব্যক্তির চারটি প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করে দেবেন এবং ওই ব্যক্তির যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেবেন। এরপর আরও দুই দুই করে চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করতে পারেন। এর ১ম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর একবার কদর এবং ২য় রাকাতে সুরা ফাতেহার পর পঁচিশবার সুরা এখলাছ পাঠ করবে।

হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে, এভাবে চার রাকাত নামাজ আদায় করলে সেই ব্যক্তি এইরূপ নিষ্পাপ হবে, মাতৃগর্ভে যেভাবে নিষ্পাপ ছিল। হাদিস শরিয়ে আরও উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি শবেবরাতের রাতে ১০০ থেকে ৩০০ বার দরুদ শরিফ পাঠ করবে আল্লাহতা'লা ওই ব্যক্তির ওপর দোজখের আগুন হারাম করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি সুরা দোখান ৭ বার সুরা ইয়াসিন ৩ বার পাঠ করবে আল্লাহ ওই ব্যক্তির হায়াত বৃদ্ধি করবেন। রুজি-রিজেক বৃদ্ধি করবেন এবং সমস্ত পাপ মার্জনা করে দেবেন। শবেবরাতের রাতে বেশি বেশি করে কোরআন তেলাওয়াত, নফল নামাজ আদায়, দরুদ পাঠ, মাজার জিয়ারতসহ বিভিন্ন ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে বান্দা রাত জেগে থাকতে পারেন। আল্লাহতা'লা আমাদেরকে পবিত্র শবেবরাতের যাবতীয় ফজিলত যেন দান করুন। আমিন।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Hard Money 9%
Low Income, No Problem
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
646-920-4799
Akib Hussain
32-65 31st Street, Astoria, NY11106
Direct Lender
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● ইনভেষ্টমেন্ট
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব
কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!
আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:
● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।
ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।
All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.
72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল
১ মাস ফ্রি
স্পোর্টস, কার্টুন, ফুড প্রোগ্রাম ও
ফ্রী আনলিমিটেড ভিডিও
KICK ASS
WHO IS SALT
POMPEII
PICTURES
VIDEOS
MUSIC
TED
FOX NEWS
tvdesiBox
Dependable live streaming platform
72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372
718-565-9099

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

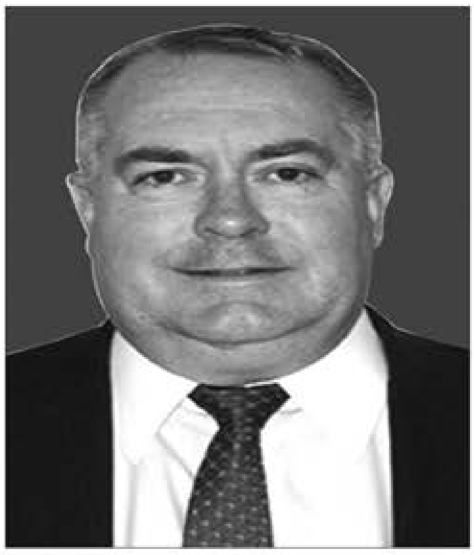

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আওয়ামী লীগের ৭ মার্চের অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিলেন ১২ জন অতিথি। দর্শকসারিতে ছিলেন ১৬ জন। ছবি: সংগৃহীত

মঞ্চে ১২, দর্শক ১৬ জন

আ.লীগের ৭ মার্চের অনুষ্ঠান

তোফাজ্জল লিটন, *নিউইয়র্ক প্রতিনিধি*

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে ৭ মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছিলেন ১২ জন অতিথি। দর্শকসারিতে উপস্থিত ছিলেন ১৬ জন। অনুষ্ঠানে দর্শক এবং মঞ্চে উপবিষ্ট সবাই বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে আগত সবাই আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নানান পদের অধিকারী।

অনুষ্ঠানের প্রথমাংশের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুর রহমান। তিনি ব্যক্তিগত কাজে অনুষ্ঠান থেকে চলে গেলে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আরেক সহ-সভাপতি শামসুদ্দিন আজাদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান ও প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম।

সঞ্চালক হাজী এনাম বক্তব্য দেয়ার জন্য আওয়ামী নেতা কফিল আহমেদকে ডাকলে তিনি বলেন, 'এখানে কি বক্তব্য রাখব। কাদের সামনে বক্তব্য রাখব। দর্শকই তো নাই।'

এসময় সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ বলেন, 'আজ শুধু ৭ মার্চ নিয়ে কথা বলবেন। অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারবেন না।'

বক্তব্যে কার্যনির্বাহী সদস্য কফিল আহমেদ বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের এই দুরবস্থার থেকে উত্তরণের জন্য আপনাদের উচিত, কে কোন অনুষ্ঠানে আসে তা তালিকাভুক্ত করে রাখা।

কনসাল জেনারেলের সাথে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার নেতৃবৃন্দের সাক্ষাত

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে নবনিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ও ডেপুটি কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসানের সাথে সাক্ষাত করেছেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ। গত ১ মার্চ বুধবার বিকেল ৩টায় জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দের এই সৌজন্য সাক্ষাত হয়।

জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু ও সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ ও যুব সম্পাদক শফি আলম তাঁদের ফুল দিয়ে বরণ করেন। ফুলের শুভেচ্ছার পর কনসাল জেনারেল ও ডেপুটি কনসাল জেনারেলের সাথে জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দের বাঙালি কমিউনিটির সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়। কনসাল জেনারেল জানান, কনস্যুলেট অফিসের সেবার মান আরও উন্নত করবেন।

নিউইয়র্ক ফিরতে চায় পুরোনো কোলাহলে

জাহিদা আলম

নিউইয়র্ক সিটিতে মাস্ক ও ভ্যাকসিন বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ৭ মার্চ সোমবার থেকে কার্যকর এ নির্দেশে কিন্ডারগার্টেন থেকে টুয়েলভথ গ্রেড পর্যন্ত মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতা থাকছে না। একইভাবে হোটেল, রেস্তোরাঁ, বার, ব্যায়ামাগার, সিনেমা হল প্রভৃতি স্থাপনায় প্রবেশের জন্য টিকা কার্ড দেখানোর বাধ্যবাধকতাও উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

৪ মার্চ শুক্রবার মেয়র এরিক অ্যাডামস টাইমস স্কয়ারে বলেন, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সময় এখন। নিউইয়র্কে ব্যবসা বাণিজ্য আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। পর্যটনসহ সবক্ষেত্রে মহামারির দুই বছরের অস্বাভাবিক বাস্তবতা থেকে স্থায়ীভাবে বেরিয়ে আসবে বলে আশা মেয়র অ্যাডামসের।

২০২০ সালের মার্চ মাসে কোভিড-১৯ মহামারি শুরু হলে প্রথম ধাক্কায় পড়ে নিউইয়র্ক। প্রতিদিন মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। একসময় নিউইয়র্ক সিটি মৃত্যুপুরী হয়ে উঠেছিল। করোনায় মারা যাওয়া লাশ রাখার জায়গা পাওয়া যায়নি। রাইকার্স আইল্যান্ডে গণকবর দিতে হয়েছে। নিত্য কোলাহলের নিউইয়র্ক সিটি ভূতুড়ে হয়ে উঠেছিল। গত দুই বছরে স্বাস্থ্য সতর্কতা কখনও কখনও শিথিল করা হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যাচ্ছিল না। সর্বশেষ বাস্তবতায় ওমিক্রনের ধাক্কা সামলে উঠেছে নিউইয়র্ক। সংক্রমণ, হাসপাতালে ভর্তি এখন নিম্নপর্যায়ে। দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ নিয়ে ভোগা লোকজনের সংখ্যাও অনেকটা কমে এসেছে। মেয়র তাঁর ঘোষণায় বলেন, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হবে। মাস্ক ও ভ্যাকসিন বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেয়া হলেও প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের নিরাপত্তা ও সতর্কতার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারবে। ব্যক্তিবিশেষও নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মাস্ক ব্যবহার করতে পারে।

টাইমস স্কয়ারে মেয়র এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটি হসপিটিলিটি এলায়েন্সের নির্বাহী পরিচালক এন্ড্রু রিজি বলেন, গত দুই বছর এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে। হাজারো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। হাজারো ব্যবসা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। হাজার হাজার কর্মী তাদের চাকরি হারিয়েছে। এখন সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়ানোর। নিউইয়র্ক দ্রুতই ঘুরে দাঁড়াবে।

মাস্ক বাধ্যবাধকতা এবং ভ্যাকসিন বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেয়ার জন্য তিনি মেয়র এরিক অ্যাডামসকে ধন্যবাদ জানান।

মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, স্বাস্থ্য সতর্কতার শক্ত নির্দেশনাবলীর কারণেই আমরা অনেকেই এখনও বেঁচে আছে। নিউইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য সতর্কতার নির্দেশের কারণেই ৪৮ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব হয়েছে।

গত দুই বছরের বিধিনিষেধের কারণে নিউইয়র্কের পর্যটন খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হোটেল রেস্তোরাঁ, বার ও পর্যটন গন্তব্যগুলো চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে। সরকারি নানা সহযোগিতার মাধ্যমে যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখনও টিকে আছে, জনকোলাহল পুরোদমে ফিরে না এলে পর্যটনভিত্তিক বহু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান টিকে থাকা জটিল হয়ে উঠবে।

সালমান জাহিদ

সিদ্দিকুর রহমান

ইয়েলো সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশি ক্যাবীদের প্রথম সংগঠন ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্কের নির্বাচনে সভাপতি পদে সালমান জাহিদ জুয়েল নির্বাচিত হয়েছেন। সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের চারটি সদস্য পদে আহবাবুল চৌধুরী আহবাব, মোরশেদ খান শিবলী, নাসির উদ্দিন মালিক ও মোহাম্মদ সেলিম ভুইয়া বিজয়ী হয়েছেন।

১ মার্চ মঙ্গলবার এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তিন সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনে মোহাম্মদ আব্দুস সালাম (প্রধান নির্বাচন কমিশনার), মোহাম্মদ আরশাদ হোসেন ও মোহাম্মদ খান বাসার দায়িত্ব পালন করেন। তফসিল মোতাবেক উডসাইডে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বেলা ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের ১৫টি কার্যকরী পরিষদের মধ্যে সভাপতি ও কার্যনির্বাহী সদস্য পদে চারের অধিক প্রার্থী থাকায় এই দুই পদে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য পদে একক প্রার্থী থাকায় তাদের প্রাথমিকভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

বিজয়ীরা হলেন সহ সভাপতি- মাসুদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক-মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান (সিদ্দিক), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-মোহাম্মদ মাসুদ রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক-একেএম রশীদ, কোষাধ্যক্ষ- শাহেদুল হক (রওশন), সহ-কোষাধ্যক্ষ-হাবিবুর রহমান তুহিন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক-মোহাম্মদ এম রহমান, প্রচার সম্পাদক-মোহাম্মদ আমিনুর রহমান খোকন এবং দপ্তর সম্পাদক- মুন্সী মোহাম্মদ হোসেন।

‘ব্রেক দ্য বায়াস’ নারী স্বাধীনতার স্লোগান

শেলী জামান খান ও সুলতানা ফিরদৌসী

২০২২ সালের বিশ্ব নারী দিবসে 'ব্রেক দ্য বায়াস' এই নতুন স্লোগানটিকে সামনে রেখে "বাংলাদেশি আমেরিকান ওমেন ফরপ্রগ্রেস" প্রতিষ্ঠানটি আয়োজন করেছিল এক মনোজ্ঞ আড্ডা। ৮ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট মনিকা রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে একঝাঁক সংগ্রামী, সফল নারীকে নিয়ে আড্ডা বসে।

মনিকা রায় চৌধুরী মূলত নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ নেত্রী । নিউইয়র্কের একজন সুপরিচিত সংগঠক, সমাজ ও সাংস্কৃতিক কর্মী। সুদূর স্বদেশে পরিবার পরিজনকে রেখে এসে এই পরবাসে জীবনসংগ্রামরত এক নারী মনিকা। বলিষ্ঠ সংগ্রামী নারীর এক জলন্ত উদাহরণ তিনি। "জীবন একটা সংগ্রামের নাম। এবং আজ আমরা শুনব সেই সংগ্রামী নারীদের গল্প..." এভাবেই অনুষ্ঠানটি শুরু ও উপস্থাপনা করেন লেখক মনিজা রহমান। মনিজা বাংলাদেশের প্রথম নারী ক্রীড়া সাংবাদিক ছিলেন।বর্তমানে লেখালেখির পাশাপাশি 'উত্তর আমেরিকা প্রথম আলোর বিভাগীয় সম্পাদক এবং স্কুল শিক্ষকতা করেন। তিনি বলেন, 'পুরুষ বিদ্বেষ নয় বরং পুরুষের সাথে পাশাপাশি পথ চলাই হল নারীদের অভিপ্রায়। লিঙ্গ সমতাই নারী স্বাধীনতার মূল স্লোগান।'

মনিজার আহ্বানে উপস্থিত নারীরা একে একে নিজেদের পরিচয় এবং জীবনের টানাপোড়েনের গল্প শেয়ার করেন সবার সাথে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কের প্রিয়মুখ বিশিষ্ট অভিনয় শিল্পী রেখা আহমেদ। তিনি তার বৈচিত্র্যময় জীবনের গল্প সবার সাথে শেয়ার করেন। শৈশবে দাদীর কাছে বড় হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায়

নারী দিবসে সংগ্রামী, সফল নারীদের আড্ডা।

পড়াশোনা শেষ করেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি পর্যটনসহ অন্যান্য চাকরিও করেন। হঠাৎ করে ছেলের বউ রোড এক্সিডেন্টে মারা গেলে তিনি সাত বছরের নাতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বাবার বিরোধিতা সত্ত্বেয় তিনি তারুণ্যে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন আন্দোলনকালে রাজপথে মিছিল করেছেন।

লেখক শেলী জামান খান তাঁর শৈশবের গল্প সবার সাথে শেয়ার করেন। তিনি বলেন, তাঁদের জীবনে প্রাচুর্য না থাকলেও প্রাণ ছিল। যৌথ পরিবারে মানুষ হওয়ার কারণে তাঁরা শক্ত পারিবারিক বন্ধন, সহমর্মিতা এবং পরিবারের সবার সাথে সবকিছু শেয়ার করার শিক্ষা পেয়ে বড় হয়েছেন। তার বাবা ঈদ উপলক্ষ্যে থানকাপড় কিনে আনলে পরিবারের সবাই সেই থান থেকে ঘরে তৈরি একইরকম জামা পরতেন। তার থেকে গৃহকর্মীরাও বাদ যেতেন না। তোর বাবা যখন অকালপ্রয়াত হন, তার মা সাতটি সন্তান নিয়ে একা সংসার সমুদ্র পাড়ি দেন। তিনি গর্ব করেই বলেন, "নারী অবলা, দুর্বল বা পরনির্ভরশীল নয়। বরং ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ। তারা বিপদে ভেঙ্গে না পড়ে, টিকে থাকার জন্য লড়াই করতে জানেন। আমার মা তার জলন্ত উদাহরণ।"

কবি রওশন হাসান শৈশবে তাঁর 'মা' হারানো এবং ছোট ভাইবোনদের নিয়ে জীবন সংগ্রামের করুন ঘটনা শেয়ার করেন সবার সাথে। তরুনী বয়সেই তাকে একাধারে বড় বোন এবং মায়ের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল। প্রবল সংগ্রাম করে তিনি পড়াশোনা, সংগীত ও কাব্যসাধনা করেছেন। আজো তা অব্যাহত রেখেছেন। কবি রওশন নিউইয়র্কের একজন জনপ্রিয় সংগঠক এবং সফল মানুষ।

সুলতানা ফিরদৌসী জানালেন, সাহিত্যসাধনায় তাঁর স্বামীর সহযোগিতার কথা। তাঁর প্রগতিশীল বাবার উৎসাহে তিনি লেখালেখি শুরু করেন। ইতিমধ্যেই তাঁর ছয়টি বই প্রকাশ হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ 'কালি সংগঠন'র সাথে জড়িত ছিলেন। কনিকা দাশ শিল্পকলা একাডেমির সাথে আছেন, তিনি একজন রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী।

সংগীতশিল্পী বাবলি হক 'বাংলাদেশি আমেরিকান ওমেন ফর প্রগ্রেস'র ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। জানালেন, স্বামীর সহযোগিতা পেয়েই এতদূর এসেছেন।

জেবুন নাহার অর্থনীতিতে পড়াশোনা করেছেন, কুইন্স হাসপাতালে কাজ করে যাচ্ছেন। অবসরে গান করেন।

শবনম ওয়াদুদ কেয়া বাংলাদেশ রেডিওর একজন প্রাক্তন শিল্পী। এখন সোনার দোকানে কাজ করেন। শাহরীন সুলতানাও একজন সঙ্গীতশিল্পী। নাসরিন চৌধুরী নিউইয়র্কের প্রথম বাঙালি নারী উবারচালক। তিনি একজন সফল নির্মাণ ব্যাবসায়ী এবং সংগীতশিল্পী। জীবনের নানা বিপর্যয়ের পরও কিভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হয় সেই গল্প তিনি অকপটে শেয়ার করেন। তাঁর শিক্ষিত, উদারমনা পরিবার তাঁর পাশে ছিলেন বলেই সবকিছু সহজ ছিল তাঁর জন্য।

ডা:নারগিস রহমান ওমেন ফর প্রগ্রেস এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি একজন চিকিৎসক এবং সংগীতশিল্পী। দীর্ঘদিন সৌদি আরবে ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করেছেন। আরেকজন আলোকিত নারী জাকিয়া ইয়াসমিন। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর

নিঃসন্তান বোনের কাছে বড় হয়েছেন। মায়ের আদর কী তা তার জানা ছিল না। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, শাহরীন সুলতানা, রত্মা বেগম এবং আরও

অনেকে। এভাবেই জীবনের গল্প, কবিতা, গান এর সাথে নৈশভোজের সম্মিলিত আয়োজনে জম্পেশ আড্ডা জমে উঠেছিল। কেক কেটে, সবার মঙ্গল কামনা করে, অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

রাজাকারের সন্তানদের সরকারি চাকরি দেয়া হবে না

বললেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, রাজাকারের সন্তানদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হবে না। তিনি বলেন, রাজাকারের পরিবারের সদস্যরা যাতে সরকারি চাকরি না পান, তারা যেন এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে থাকেন, সে জন্য করণীয় সবকিছু করতে বদ্ধপরিকর সরকার। তবে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্য কাজ করতে পারবেন।

৪ মার্চ শুক্রবার দুপুরে গাজীপুরে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। এদিন মহানগরের মার্কাস রোড সাহাপাড়া এলাকায় ৫০ শয্যার ডায়াবেটিক হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন তিনি।

আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, রাজাকারের তালিকা তৈরির আইন পার্লামেন্টে জমা দেয়া আছে। পরবর্তী অধিবেশনে পাস হলেই রাজাকারের তালিকা তৈরির কাজ শুরু হবে। দেশ স্বাধীন করা যেমন কঠিন কাজ, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাও তেমনি কঠিন।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা ১৯৭১ সালে সংগ্রাম করে দানবীয় শক্তিকে পরাজিত করার মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করেছি। কিন্তু পরাজিত শত্রু ও তাদের দোসররা বসে নেই। তারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান তারা। এ পরাজিত শত্রুদের দমন করতে হবে।’

গাজীপুর ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আলিমউদ্দিন বুদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান, সংরক্ষিত আসনের সাংসদ শামসুন্নাহার ভূঁইয়া, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক এস এম আনোয়ারুল করিম।

গৃহহীনের নামে ৪৪ হাজার ডলারের মামলা

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট অথরিটি(এমটিএ) ট্রেনস্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এক গৃহহীন ব্যক্তির নামে ৪৪ হাজার ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করেছে। ব্র্যায়ান বাসকা নামের এ গৃহহীনের নামে অভিযোগ গত গ্রীষ্মে নিউইয়র্কের ব্রুকলিন কর্মরত এলাকা ও আশপাশের ১১টি ট্রেনস্টেশনে কার্ড রিডার ভাংচুর করেছেন। গৃহহীনের মর্যাদায় বসবাস করা ব্র্যায়ান বাসাকা সরকারি সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য ভিন্ন একটি মামলাও মোকাবেলা করছেন। এমটিএ নতুন করে গৃহহীনদের ধরপাকড় শুরু করেছে। মেয়র এরিক অ্যাডামস ট্রেন ও বাসস্টেশনে অবস্থানরত গৃহহীনদের সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। একাজে পুলিশসহ সিটির বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে অভিযান চালানো হচ্ছে।

নিউইয়র্কে বহু গৃহহীনকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও তারা নতুন করে ফিরে আসেন। সড়কপাশে বা ট্রেনস্টেশনে বসবাস করাকে পছন্দের জায়গা বলে মনে করেন। কেউ কেউ বিকারগ্রস্ত বলেও দেখা যায়।

নাসির খানের ইন্তেকাল

উত্তর আমেরিকা অফিস

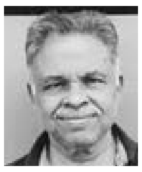

নাসির খান

নিউইয়র্কের ‘কিশোর কুমার’ খ্যাত সঙ্গীতশিল্পী নাসির খান আর নেই। সম্প্রতি বাংলাদেশ বেড়াতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। বাংলাদেশ সময় গত মঙ্গলবার রাত ১টার দিকে তিনি অসুস্থ হলে তাঁকে ঢাকাস্থ শিকদার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরের সন্তান নাসির খান দুই মাস আগে বাংলাদেশে বেড়াতে যান। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে যান। নাসির খান কয়েক যুগ ধরে নিউইয়র্ক প্রবাসী। তিনি দীর্ঘদিন এস্টোরিয়ায় বসবাসের পর লং আইল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বাসবাস করছিলেন।

ফেসবুক কমেন্টের জেরে তিন খুন!

আবদুস শহীদ

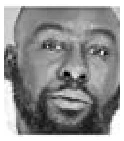

অ্যারিঙ্গটন

ফেসবুক কমেন্টের কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে নিউজার্সির এক ব্যক্তি দুই শিশুসহ তিনজনকে খুনের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৬ সালে সংগঠিত এসব খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত জেরেমি অ্যারিঙ্গটনকে (৩১) আদালতে দণ্ড দেয়া হয়েছে। তিন খুনের দায়ে অভিযুক্ত এই ব্যক্তির মোট কত বছরের দণ্ড হবে, তা নিয়ে শুনানি হবে আসছে ৮ এপ্রিল। রাজ্যের এসেক্স কাউন্টি প্রসিকিউটর অফিস থেকে ৫ মার্চ শনিবার এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, ২০১৬ সালের ৫ নভেম্বর জেরেমি অ্যারিঙ্গটন সশস্ত্র অবস্থায় একটি বাসায় প্রবেশ করেন। ফেসবুকে করা মন্তব্যের কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি অস্ত্রের মুখে ঘরের শিশু, নারীসহ ছয়জনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেন। ৭ থেকে ২৯ বছর বয়সের এসব লোকজনের ওপর তিনি ছোরা দিয়ে হামলা করেন। ৭ বছর বয়সী আরিয়েল এবং তার ভাই আল জাহনকে ছোরা দিয়ে আঘাত করেন ক্ষুব্ধ ফেসবুক ব্যবহারকারী। জেরেমি অ্যারিঙ্গটনের হামলায় ২৩ বছর বয়সের সাইসা ম্যাকবরো ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুই শিশু হাসপাতালে নেয়ার পর মারা যায়। হামলায় আহত একজন ১৩ বছর বয়সী এবং একজন ২৯ বছর বয়সী পরিবারের সদস্য হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বেঁচে আছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ আসার আগেই জেরেমি অ্যারিঙ্গটন পালিয়ে গেলেও পরদিন তাকে একটি বাসা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তদন্ত কর্মকর্তারা জানান, একজন আটিস্টিক কিশোরী ঘরের মধ্যে লুকিয়ে হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। বিশেষায়িত শিশুটিই এ নারকীয় যজ্ঞের খবর পুলিশকে জানাতে পারে। এসেক্স কাউন্টর ডেপুটি চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রসিকিউটর এড ওয়াব বলেন, তিনজন মানুষের জীবনহানির উপযুক্ত শাস্তি জেরেমি অ্যারিঙ্গটনের প্রাপ্য।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন
TAX FILING 2021
WE DO ALL TYPES OF TAXES
CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

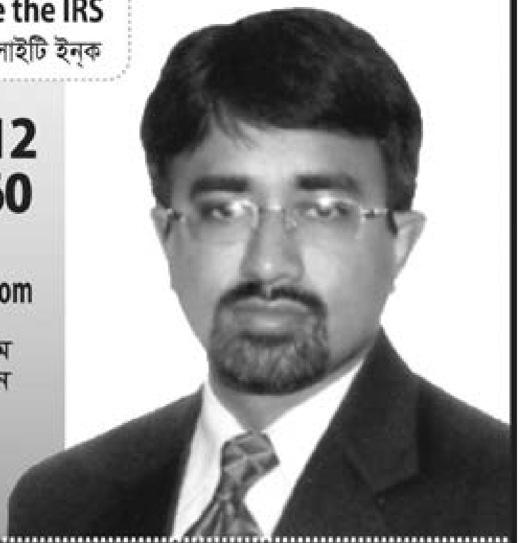

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

ইনকামট্যাক্স ২০১৯ ইনকামট্যাক্স

আনজুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্ক
37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372
IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ► আবু হেলেন হোসেন
718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ৭ই মার্চ উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল যথাযথ মর্যাদায় 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন করেছে। বাঙালি জাতির মুক্তি-সংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এদিনে ৭ মার্চ সোমবার কনস্যুলেটের আমন্ত্রণে 'ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার অনা ' পদকপ্রাপ্ত ড. ডেভিড নেলিন কনস্যুলেট পরিদর্শন করে এ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেন। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান জানিয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার অনারপ্রাপ্ত বাংলাদেশের বন্ধু ডা. ডেভিড নেলিনসহ কনস্যুলেটের অন্যান্য সদস্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এ উপলক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে ৭ই মার্চের বক্তব্যের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন এবং মুজিববর্ষের থিম সঙ্গীতটি পরিবেশিত হয়। দিবসটির তাৎপর্য ও গুরুত্বের ওপর আলোচনা করা হয়। ড. নেলিন বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে বঙ্গবন্ধুর অবদান, স্বল্প সময়ে সংবিধান প্রণয়নে তাঁর ভূমিকা, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ এবং বাংলায় জাতিসংঘের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রদানসহ স্বাধীন দেশের পূনর্গঠন কার্যক্রমে তার অবদানের কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেন।

ড. নেলিন ১৯৬৭ সালে বাংলাদেশ গমনের পর স্বাধীনতাপূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে ৭ বছরের বেশি সময় বাংলাদেশে ছিলেন। বাংলাদেশে অবস্থানকালীন বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর সাক্ষাতের বিষয়টি তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বাংলাদশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আতিথেয়তার কথা আনন্দের সাথে স্মৃতিচারণ করেন।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ৭ই মার্চ উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহিদুল ইসলাম এবং ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার অনার পদকপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনকারী বাংলাদেশের বন্ধু লিয়ার লেভিন ওই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

রাষ্ট্রদূত এম শহিদুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে ইউনেস্কো কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণ এখন শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন লিয়ার লেভিন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে ডকুমেন্টারি তৈরি করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের পটভূমি এবং জনসমাগমে তার প্রভাব এবং স্বাধীনতা অর্জনে ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় শান্তি ও স্থিতিশীলতায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, এ বছরের ৭ই মার্চ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ সমগ্রজাতি একই সময়ে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী পালন করছে।

দোষীদের একদিন বিচার করা হবে

বিশেষ প্রতিনিধি

গণঅধিকার পরিষদের মিছিলে পুলিশের হামলার দোষীদের একদিন বিচার করা হবে বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক ড. রেজা কিবরিয়া। ৫ মার্চ শনিবার দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টনের জামান টাওয়ারে দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

রেজা কিবরিয়া বলেন, পুলিশের হামলার জন্য একদিন দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। আপনারা হয়ত ভাবছেন এটা কি করে হয়। রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে কি করে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে? আপনাদের জানাই, মিশরে হয়েছে, তিউনিসিয়ায় হয়েছে, আরও অনেক দেশে হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতাচ্যুত হলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া যায়। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যে ধরনের কাজ তারা করেছে, হত্যা ও আক্রমণ। এজন্য তাদের দায়ী করা যায়। তিনি বলেন, মানুষের সাহসের ওপরে সব কিছু নির্ভর করে। আমরা যদি ভীত হই, তাহলে আমরা সত্যিকারের স্বাধীনতা পাব না। আমরা এখন বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি, বাইরের লোক এসে আমাদের স্বাধীনতা দেবে। আপনারা যদি মনে রাখেন, ৭১ সালেও একই অবস্থা ছিল। রেজা কিবরিয়া বলেন, আমাকে একজন বলেছেন, বাইরের সাহায্য আমরা কখনও চাইনি। আমি মনে করি ৭১এর ইতিহাস সে পড়েনি। বাইরের তারা সাহায্য করবে, কিন্তু সব দেশ করবে না। আপনারা পশ্চিমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। সবগুলো কিন্তু শক্ত অবস্থান নিচ্ছে না। কিছুসংখ্যক দেশ বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য এ সরকারকে সমর্থন করেছে। সেজন্য এ সরকার টিকে আছে।

গণঅধিকার পরিষদের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ড. রেজা কিবরিয়া। ছবি: সংগৃহীত

তিনি বলেন, নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে, এটার প্রতিবাদে যে আক্রমণ হবে, আমি আমার তিনটা বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করলাম। একজন পাকিস্তানি, একজন শ্রীলংকার, একজন ভারতের। তারা বলল, আমাদের দেশে এ ধরনের আক্রমণ তো হতে পারে না। একটা নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপরে আমাদের পুলিশ আক্রমণের সাহসই করবে না।

ড. রেজা বলেন, তফাৎ তো আছে, তাদের হলো গণতান্ত্রিক সরকার। এটা হলো স্বৈরাচারী, তাদের মানুষ ফ্যাসিস্ট বলে। তফাৎটা সেখানে। আর নিত্যপণ্যের দাম যে বেড়েছে, জনগণের কষ্ট হচ্ছে। আমরা এটার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ওপরে থেকে নিচে সবার বিচার আমরা বাংলার মাটিতে করব। নিশ্চিন্ত থাকেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গণঅধিকার পরিষদের সদস্যসচিব নুরুল হক নূর, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রাশেদ খান, যুগ্ম-আহ্বায়ক ফারুক হাসান।

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস

যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।

যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।

মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল

কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.

Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে নবান্ন রেষ্টুরেন্ট এর
পক্ষ থেকে প্রবাসের সকল ভাই-বোনদের জানাই
স্বাগতম
মাহে রমজান
রমজানুল মোবারক
সুলভে ঐতিহ্যবাহী ইফতারীর সুস্বাদু আয়োজন
নবান্ন পার্টি সেন্টার বুকিং ও যেকোন ক্যাটারিং এর জন্য যোগাযোগ করুন ৯১৭ ৫৮০ ৬৫৬৫
NABANNO
RESTAURANT & PARTY CENTER
Nabanno Restaurant & Party Center
37-22 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 718-734-6000, Cell: 917-580-6565 (Shimul)
www.nabannorestaurant.com

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
LIGHT CRISPY LAYERED FLUFFY
-AUTHENTIC TASTE-
Home Made Style
Net Weight:
2000gm/70.5oz
FROZEN
KEEP FROZEN
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

প্রবাসী উল্লাপাড়া এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটি। ছবি: সংগৃহীত

উল্লাপাড়া এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটি গঠন

উত্তর আমেরিকা অফিস

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার জ্যাকসন হাইটসের ইত্যাদি রেস্টুরেন্টের সভাকক্ষে প্রবাসী উল্লাপাড়া এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুল খালেক। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নূর মোহাম্মদ সরকার ও নির্বাচন কমিশনার নাছিমুন গনি মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া শেষ করেন। উপস্থিত সদস্যদের সামনে নতুন পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটির তালিকা ঘোষণা করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নতুন কার্যকরী কমিটির সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান।

২০২২-২০২৪ সেশনের নতুন কার্যকরী কমিটিতে রয়েছেন সভাপতি এসএম হাসান আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি-তানজিল আহমেদ আরিফ, সহ-সভাপতি নূর মোহাম্মদ সরকার, আবুল কালাম, আবু আনছার সরকার, সাধারণ সম্পাদক রুবেল হাসান মুন্সী, সহ-সাধারণ সম্পাদক তৌফিক সারোয়ার, কোষাধ্যক্ষ নাছিমুল গনি, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হালিম, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুব হোসাইন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সারোয়ার জাহান, সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নূর ই ইউসুফ, দপ্তর সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুর রউফ সরকার, ক্রিয়া সম্পাদক আবুল হোসেন, সহ-ক্রিয়া সম্পাদক কামরুল হাসান, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রেজাউল খান, মহিলা সম্পাদিকা বিলকিস খাতুন, সহ-মহিলা সম্পাদিকা লাভলী পারভীন, রাবেয়া খাতুন, ধর্ম সম্পাদক নাজমুল হোসাইন, কার্যকরী সদস্য মতিউর রহমান, জালাল উদ্দিন, হাসান শাহরিয়ার, ফয়জুর রহমান, জামিল হেসেন, শিফাত হোসেন, সুলতান মাহমুদ।

৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীর মার খেয়ে হাসপাতালে শিক্ষক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাঁচ বছর বয়সী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে এক শিক্ষককে। গত সপ্তাহে এই ঘটনাটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ফ্লোরিডায়। স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে এমনটি জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

পেমব্রোক পাইনস পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয়, গত সপ্তাহে পাইনস লেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। শিক্ষককে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। বর্তমানে ওই শিক্ষক সেরে উঠছেন।

পুলিশ আরও জানায়, ঘটনার দিন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পাঁচ বছর বয়সী ও চার বছর বয়সী শিশুকে বিভিন্ন জিনিস ছোড়াছুড়ির কারণে বের করে দেওয়া হয়। বের করার পরই পাঁচ বছর বয়সী শিক্ষার্থী ওই শিক্ষকের আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

পরে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে ওই শিক্ষককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

NARAYANGONJ DISTRICT ASSOCIATION OF NORTH AMERICA INC.

নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি অব উত্তর আমেরিকা ইনক

অভিষেক ২০২২ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

INAUGURATION CEREMONY 2022

শুক্রবার
১১
মার্চ, ২০২২

সময়: সন্ধ্যা ৬:৩০ টা

স্থান: মেরিয়ট হোটেল
১০২-০৫, ডিটমার্স বুলভার্ড
পূর্ব এ্যালমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৬৯

Friday 11 March, 2022

Place:
Marriott Hotel
102-05
Ditmars Blvd.
East Elmhurst
NY 11369

Time:
6:30 pm

প্রধান অতিথি **ড. মনিরুল ইসলাম**
কনস্যুলার জেনারেল
বাংলাদেশ কনস্যুলেট নিউইয়র্ক।

গেস্ট অব অনার **মোঃ এ আজাদ**

প্রিয় নারায়ণগঞ্জবাসী,
আসছে ১১ই মার্চ রাতে নারায়ণঘঞ্জ জেলা সমিতি উত্তর আমেরিকা ইন্‌ক-এর নব নির্বাচিত কমিটির অভিষেক।
বর্ণিল এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতি কামনা করছি।

মোঃ আলী হোসেন
আহবায়ক, 347-571-3907
অভিষেক উদযাপন কমিটি ২০২২

জাহিদুর রহমান জনি
যুগ্ম আহবায়ক, 646-545-7668

সোহেল আহমেদ
যুগ্ম আহবায়ক, 646-724-3986

ডাঃ সাউদা সাবরিন পম্পী
যুগ্ম আহবায়ক

ফারহানা আমান নুপুর
যুগ্ম আহবায়ক

মোঃ সাঈদ
যুগ্ম আহবায়ক, 347-261-4067

সেলিম আহম্মেদ
প্রধান সমন্বয়কারী
347-337-5879
অভিষেক উদযাপন কমিটি ২০২২

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়
ফারহানা আমান নুপুর

ইঞ্জিঃ মহসীন মাহ্‌মুদ
সদস্য সচিব, 347-241-9106
অভিষেক উদযাপন কমিটি ২০২২

শাহাদত হোসেন
সদস্য
718-210-6735

রফিকউজ্জামান
সদস্য
347-586-6811

মোঃ ইকবাল
সদস্য
646-600-3631

অতিথি ঃ ডাঃ শামীম আহম্মেদ, মোস্তাক আহমেদ,রাফাত হোসেন, এটর্নী মঈন চৌধুরী, শাহ নেওয়াজ, রাজীব আহমেদ, মোঃ খলিলুর রহমান, আজহারুল হক রিপন, মোঃ এ কাশেম এবং অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গ।

সাহযোগিতায় ঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী, মো এ রহমান, মনির হোসেন,আছিয়া আক্তার, তপন কুমার সরকার, মোঃ জহির হোসেন, শিন খান, নিপা জামান, লোপা আক্তার, সবুজ মিয়া, মোঃ শরিফ হোসেন তনয়, এস.এম.কে ইকবাল, নাজমুল হাসান সোহাগ, মোঃ আজিম উদ্দিন প্রমুখ।

ধন্যবাদান্তে

মির্জা ফরিদ উদ্দিন
প্রেসিডেন্ট
ফোন ঃ **718-971-4647**

মোস্তফা জামান শামীম
সাধারণ সম্পাদক
ফোন ঃ **917-722-4581**

প্রচারে ঃ খালেদ আক্তার

PREMIUM SUPERMARKET
168-07 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 • TEL : 718-526-1501
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, NY 11004 • TEL : 718-343-1848
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS
SENIOR DISCOUNT AVAILABLE
* MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE
$5 DISCOUNT WITH $99 PURCHASE
$10 DISCOUNT WITH $149 PURCHASE
$20 DISCOUNT WITH $299 PURCHASE
WINTER SPECIAL SALE MARCH 4 - MARCH 31, 2022
$9.99 EACH 10 LB DUNAR DAILY BASMATI RICE
$11.99 EACH 20 LB CAROLINA GOLD PARBOILED RICE
$1.99 /LB ZABIHA HALAL BEEF WITH BONE - RIBS MIX
$5.99 /LB ZABIHA HALAL FRESH WHOLE REGULAR GOAT
Size 3-4 KG $1.99 /LB ROHU
Size 5-10 KG $1.99 /LB KATLA
Size 2-4 KG $2.49 /LB KARFU
Size 3-4 KG $2.79 /LB MRIGEL
Size 5-6 KG $3.29 /LB MRIGEL
Size 1-2 KG $3.49 /LB KORAL
Size 6-8 $4.99 /LB HILSHA
$24.99 EACH 50 LB RICELAND WHITE RICE
$14.99 EACH 20 LB BIBI LONG GRAIN BASMATI RICE
$2.29 /LB ZABIHA HALAL FRESH WHOLE REGULAR GOAT
6 PCS $9.99 EACH ZABIHA HALAL QUAIL BIRD
Size 1-2 KG $1.99 /LB WHOLE TILAPIA
Size 1-2 KG $2.49 /LB SHOR PUTI
$2.99 /LB GOLDEN POMFRET (FROZEN)
Size 1-2 KG $3.99 /LB SHOL
Size 1-2 KG $3.99 /LB PANGASH
$3.99 /LB Size 1-2 KG MAGUR (WHOLE)
Size 8-10 $5.99 /LB HILSHA
$16.99 EACH 20 LB RUPSHA PARBOILED BASMATI RICE
$9.99 EACH 96 OZ CANOLA OR VEGETABLE OIL MAZOLA OIL
$3.99 EACH 16 ROLLS BRAVA TOILET PAPER
2/$3.99 $2.49 EACH METRO LACHCHA SEMAI
$2.99 /LB KOI (LOOSE)
$3.99 /LB SHAHJALAL BRAND POA (LOOSE)
Size 100-200 $4.99 /LB DESI RUPCHANDA
$2.99 EACH 200 GM BABY SHRIMP TRAY
$2.99 EACH EURO BRAND BATA TRAY
3/$4.99 $1.99 EACH EURO BRAND KESKI TRAY
Size 12-15 $9.99 /LB HILSHA
$4.99 EACH 4 LB PREMIUM MASOOR DAL
$3.99 EACH 4 LB PREMIUM BROWN SUGAR
2/$4.99 $2.99 EACH 4 LB DOMINO SUGAR
4/$4.99 $1.39 EACH KRASDALE EVAPORATED MILK
$9.99 EACH 56 OZ NESTLE COFFEE MATE
$1.99 EACH CK BRAND DESI MOLA BLOCK
2/$3.99 $2.49 EACH 250 GM EURO BRAND DESI KOI BLOCK
2/$3.99 $2.49 EACH 250 GM EURO BRAND DESI PUTI BLOCK
$3.99 EACH 500 GM EURO BRAND DESI PUTI BLOCK
2/$3.99 $2.49 EACH 250 GM EURO BRAND DESI CHAPILA BLOCK
2/$3.99 $2.49 EACH 250 GM EURO BRAND GURA BAILA BLOCK
2/$3.99 $2.49 EACH 1.5 LTR PRAN MANGO JUICE
2/$6.99 $3.99 EACH 1 KG PRAN PICKLE (ASSORTED)
2/$6.99 $3.99 EACH 1 LTR PRAN MUSTARD OIL
3/$4.99 $1.99 EACH PRAN PUFFED RICE
3/$4.99 $1.99 EACH PRAN CHANACHUR (ASSORTED)
2/$6.99 $4.99 EACH 1 KG MAGGI HOT & SWEET SAUCE
2/$3.99 $2.49 EACH 250 GM EURO BRAND DESI KHOLISHA BLOCK
$3.99 EACH 500 GM CK BRAND DESI BAILA BLOCK
3/$4.99 $2.49 EACH 250 GM EURO BRAND PANCH MISALI BLOCK
$4.99 EACH 500 GM EURO BRAND STAR BAIM BLOCK
Size 31-40 $10.99 EACH 2 LB BAG RAW SHRIMP
Size 80-100 $13.99 EACH 4 LB BOX RAW SHRIMP

PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

জ্যাকসন হাইটস- এ
অভিজ্ঞ ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান
TAX
সুরমা এজেন্সি INC.
$40 থেকে শুরু
ব্যাক্তিগত ও বিজনেস
ট্যাক্স ফাইলিং
ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট
লাইসেন্স
পেরোল
অলাভজনক ব্যবসা শুরু করা
ট্যাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা
এই আর এস ও নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যার সমাধান
37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY-11372
+1 (631)805-1051

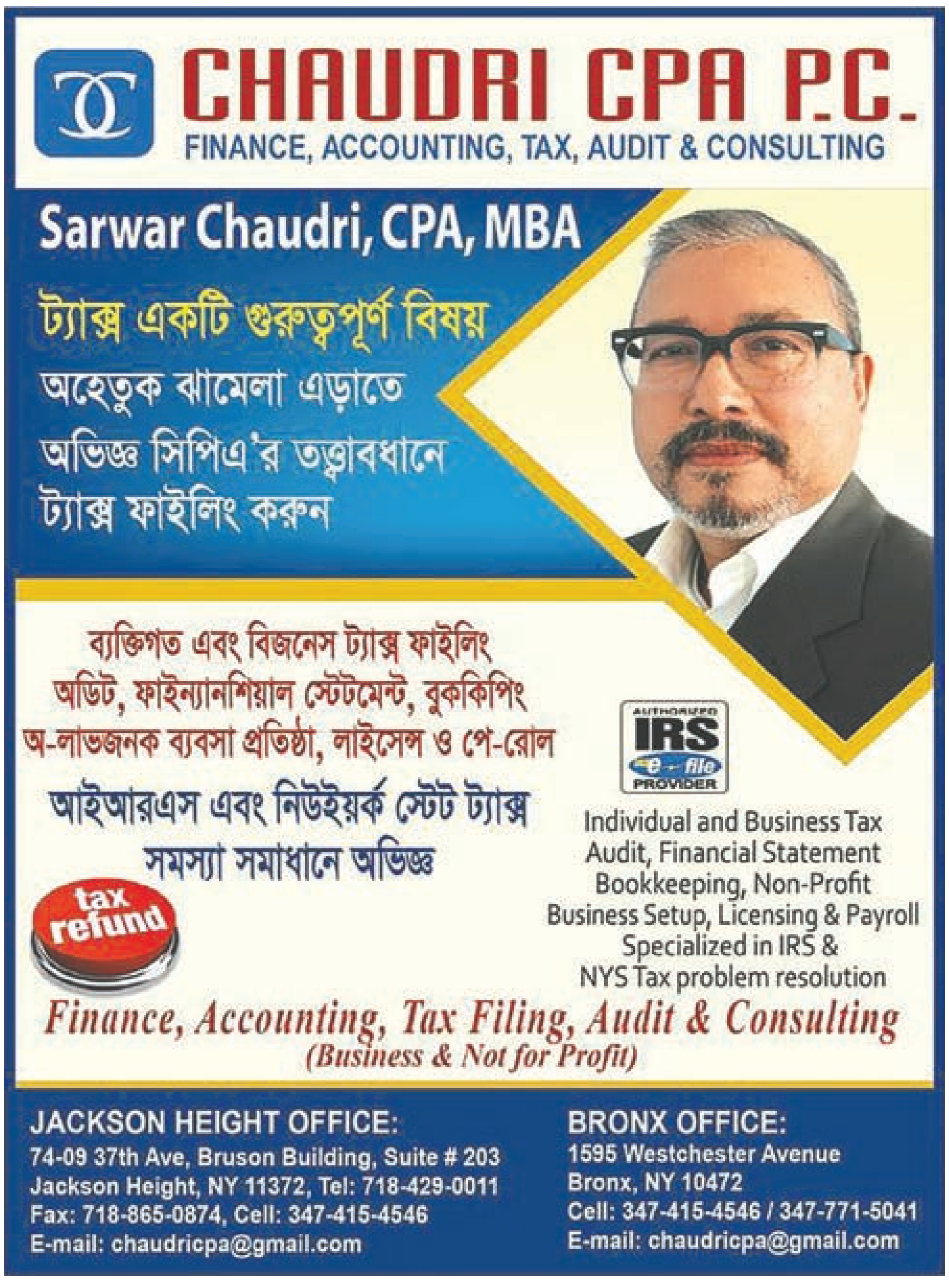
CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
TAX (Federal & State)
IMMIGRATION
CORPORATION
BUSINESS SERVICES
CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days
A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

NEW YORK BANGLADESH PRESS CLUB

New York Bangladesh Press Club

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

নবনির্বাচিত কমিটির

অভিষেক

২০২২

19

March

Saturday, 2022

Times: 6:00pm

Venue: Gulshan Terrace

59-15 37th Ave,

Woodside, NY 11377

জনাব,

আসছে ১৯ মার্চ, ২০২২, শনিবার, উডসাইডের গুলশান টেরেস পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এর নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক । উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে ।

শুভেচ্ছান্তে

আবু তাহের
সভাপতি
718-753-0086

মনোয়ারুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
845-392-8419

আপনি COVID-19 চিকিৎসার জন্য যোগ্য হতে পারেন

যারা COVID-19 এর পরীক্ষায় ইতিবাচক ফল লাভ করেছেন তারা হয়তো উপসর্গ নিয়ে সহায়তার জন্য এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এড়াতে আউটপেশেন্ট চিকিৎসা পেতে পারেন। উপসর্গ শুরু হওয়ার পরে দ্রুত শুরু করলে চিকিৎসা সব চেয়ে ভালো কাজ করে, অতএব অবিলম্বে পরীক্ষা করান।

মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি চিকিৎসা একটি এককালীন IV বা ইনজেকশন COVID-19 এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করার জন্য যখন আপনার রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম তার নিজের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে।

মুখে খাওয়ার অ্যান্টিভাইরাল বড়ি পাঁচ দিনের জন্য নেওয়া হয় এবং ভাইরাসটি বন্ধ করতে এবং সেটি রেপ্লিকেট করা বন্ধ করতে সাহায্য করে, যা আপনার শরীরের ভাইরাসের পরিমাণ হ্রাস করে। বর্তমানে দুটি অনুমোদিত বড়ি আছে - প্যাক্সলভিড এবং মোলুনপিরাভির।

মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এবং মুখে খাওয়া অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা আপনার COVID-19 এর কারণে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এড়াতে পারে।

COVID-19 চিকিৎসাগুলি টিকাকরণের বিকল্প নয়। COVID-19 টিকা এবং বুস্টার শট COVID-19 এর কারণে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার বিরুদ্ধে সেরা সুরক্ষা হয়ে রয়েছে।

আপনার যদি COVID-19 এর উপসর্গ থাকে, বা আপনি যদি ইতিবাচক পরীক্ষার ফল লাভ করে থাকেন, আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন, বা 212-268-4319 এ কল করুন।

NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY

NYC Health

GOLAPGONJ SOCIETY OF PA
গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অফ পিএ
Estd: 2022
Golapgonj Society of Pennsylvania
গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অব পেনসিলভেনিয়া
অভিষেক ২০২২-২৩
Venue:
St. Thomas Indian Orthodox Church
1009 Unruh Avenue,
Philadelphia, PA 19111
Sunday, 20th March 2022 at 2:00pm
Salla U Khan
President
Hasan Ahmed
General Secretary
Olíur Rahman Khan
Vice President
Aksar Muhammad Juned
Assistant General Secretary
Salam A Khan
Treasurer
Abdul Hafiz Chowdhury
Assistant Treasurer
Ehsan Khan
Organizing Secretary
Fozlul Karim Foysal
Asst. Organizing Secretary
Aref Muhammad
Press Secretary
Rejad Khan
Office Secretary
Juned Ahmed
Sports & Cultural Secretary
Kawsar Khan
Asst. Sports & Cultural Secretary
Rahim Uddin Rimon
Youth & Welfare Secretary
Shaheda Akhtar
Women's Affairs Secretary
Zakaria Hussain Ujjol
Executive Member
Rezwan Ahmed Shipar
Executive Member
Ruhul Islam Khan
Executive Member
Tanhar Ahmed Khukon
Executive Member
Kash A Khan
Executive Member
Forhad Reza
Executive Member
Mahbub Suny
Executive Member
Ibrahim Khan
Executive Member

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার সেনফর্ড ডাউন টাউন কমিউনিটি পার্কে বসন্ত উৎসবে প্রবাসীরা। ছবি : সংগৃহীত

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় বসন্ত উৎসব

জুয়েল সাদাত

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার বাংলাদেশ সমিতি ও সেনফর্ড বাংলাদেশ কমিটি ৫ সার্চ শনিবার সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার সেনফর্ড ডাউন টাউন কমিউনিটি পার্কে দিনব্যাপী বসন্ত উৎসবে প্রবাসীরা আনন্দ উপভোগ করেন। সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত নানা শহরের প্রবাসীরা সপরিবারে উপস্থিত হন। সকালে সবাইকে মৌসুমি ফল আমের ভর্তা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। বসন্তের সাজে সবাই আকর্ষণীয় শাড়ি ও পাঞ্জাবি পরে উপস্থিত হন।

সেনফর্ডের ডাউন টাউনের পাবলিক পার্কে চমৎকার আবহাওয়া ছিল বাড়তি আকর্ষণ। বাংলাদেশ সমিতির সদস্য ও সেনফর্ড বাংলাদেশি প্রবাসী সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। বাচ্চাদের খেলাধুলা ও মহিলাদের খেলাধুলা আয়োজনে সবাই অংশ নেন।

দুপুরের খাবারে ছিল দেশি নানা স্বাদের ভর্তা-ভাজিসহ নানা পদের দেশিয় খাবার। সবাই নিজের মতো করে খাবার সংগ্রহ করেন। সেই সাথে লেকের পারে চলে নানান গ্রুপ ফটোসেশন।

প্রবাসী উপস্থিত মহিলাদের জন্য ছিল আকর্ষণীয় ফাল্গুনের ছাতা। বসন্তের সাজে পুরো প্যাভিলিয়নকে সাজানো হয়। সেখানে লাইভ সংগীত পরিবেশন করেন স্বপন অধিকারী ও মোহাম্মদ রহমান রানা।

এই সুন্দর বসন্ত উৎসবকে প্রাণবন্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন আনোয়ার হোসেন সেন্টু, মুরাদ হোসেন, নাজিমুল্লাহ লিটন, জুয়েল সাদত, সামশু, সাইদ আহমদ, আব্দুল জলিল, সামস ইউ আহমদ, ইসহাক আলী, হেলাল আহমদ, কাজী আসিফ সুকন, তাহের মিয়া, একেএম হোসেন হিটু, নুরেন হায়দার মিজান সবুজ।

জর্জিয়ায় রোহিঙ্গার

শেষ পৃষ্ঠার পর

ঝিনাইদহের অধিবাসী। জার্জিয়ার ক্লার্কস্টন শহরে সাবলেট থাকতেন। আলিত্যা কুমার আকাশকে গুলি করার পর মোহাম্মাদ ফজল ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান এবং ডিক্লাব কাউন্টিতে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দেয়া বর্ণনার সাথে মিলে গেলে মোহাম্মাদ ফজলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মোহাম্মদ ফজল একজন আরাকানি রোহিঙ্গা বলে জানা যায়। তিনি ওই স্টোরে প্রায়ই লটারি খেলতে আসত। মাঝে মধ্যে বাকিতে লটারি খেলত। ঘটনার দিন স্টোর ক্লার্ক বাকিতে দিতে অস্বীকার করলে ওই রোহিঙ্গা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে গুলি করেন।

পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় দেশে আলিত্যা কুমারের বাবা-মা, ভাই-বোন পাগলপ্রায়। তার মরদেহ দেশে পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়া।

দুই সপ্তাহে ১২০০ রুশ সেনার মৃত্যু

শেষ পৃষ্ঠার পর

মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া ৩৩৫ রুশ ট্যাংক, ১ হাজার ১০৫ সাঁজোয়া গাড়ি, ১২৩ কামান, ২৯ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, ৪৯টি যুদ্ধবিমান, ৮১ হেলিকপ্টার, ২টি জাহাজ, জ্বালানি পরিবহনকারী ট্যাংক ৬০ হাজার ৫২৬টি যানবাহন, ৮১টি হেলিকপ্টার ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়েছে।

ইউক্রেনে আগামী দিনগুলোতে তাপমাত্রা অনেক কমে যেতে পারে। তখন দেশটির রাজধানী কিয়েভ অভিমুখী ৪০ মাইল দীর্ঘ রাশিয়ার সামরিক বহরের ট্যাংকে থাকা সেনারা ঠান্ডায় জমে মারা যেতে পারেন। একজন জ্যেষ্ঠ প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বাল্টিক সিকিউরিটি ফাউন্ডেশনের ওই প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞের নাম গ্লেন গ্রান্ট। তিনি নিউজউইককে বলেন, যদি ইঞ্জিন না চলে, তাহলে সামরিক বহরে থাকা ট্যাংকগুলো রুশ বাহিনীর জন্য বড় বড় রেফ্রিজারেটরে পরিণত হবে। গ্লেন গ্রান্ট আরও বলেন, ঠান্ডায় জমে মৃত্যু এড়াতে রুশ সেনারা ট্যাংক থেকে বেরিয়ে পড়তে পারেন। তাঁরা হাঁটতে শুরু করতে পারেন। একই ধরনের আশঙ্কার কথা বলেছেন যুক্তরাজ্যের সাবেক সেনা কর্মকর্তা কেভিন প্রাইস। তাঁর ভাষ্য, তাপমাত্রা নিচে নেমে গেলে রাশিয়ার ট্যাংকগুলো ৪০ টন ফ্রিজারে পরিণত হবে।

ইউক্রেনের কর্মকর্তাদের ভাষ্য, রুশ সেনারা কিয়েভে সর্বাত্মক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রুশ বাহিনী কিয়েভে হামলার জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম জড়ো করছে।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা শুরু করে রাশিয়া। ইউক্রেনে রুশ হামলায় শিশুসহ কয়েক শ বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে জাতিসংঘ। ইউক্রেনে রুশ হামলা আজ ১৫তম দিনে গড়িয়েছে। যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে আজই তুরস্কের আন্তালিয়া শহরে রাশিয়া ও ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠক হতে যাচ্ছে।

ইসলামে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব

শেষ পৃষ্ঠার পর

নগরীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

তাই স্বজাতি কর্তৃক নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বিতাড়িত হয়ে জন্মভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকালে বারবার মক্কার দিকে ফিরে তাকিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে আফসোস করে বলেছিলেন, 'হে আমার স্বদেশ! আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।' দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কিছু করতে পারা গৌরবের বিষয়। মহনবী সা. এ শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন। অষ্টম হিজরি মোতাবেক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা). যখন বিজয়ীবেশে জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তার স্বগোত্রীয় লোকেরা হেরেম শরিফে অপরাধী হিসেবে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। এমনি মুহূর্তে স্বদেশবাসীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বিশ্বের ইতিহাসে তিনি অতুলনীয় দেশপ্রেম, উদারতা ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

যারা স্বদেশকে ভালোবাসে, যারা দেশের প্রতি ইঞ্চি সীমানা রক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা). ইরশাদ করেন, 'একদিন ও একরাতের সীমান্ত পাহারা ধারাবাহিকভাবে এক মাসের সিয়াম সাধনা ও সারারাত নফল ইবাদতে কাটানো অপেক্ষা উত্তম।' (মুসলিম)। অন্যত্র হজরত উসমান (রা). হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা).কে বলতে শুনেছি, '(আল্লাহর পথে) একদিন সীমান্ত রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকা হাজার দিনের মনজিল অতিক্রম অপেক্ষা উত্তম।' (তিরমিজি)। এছাড়াও দেশপ্রেমকে জাহান্নামের রক্ষাকবচ হিসেবে উল্লেখ করে মহানবী (সা). বলেছেন, দুই ধরনের চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন কখনও স্পর্শ করবে না, (এক) সেই চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, (দুই) যে চক্ষু আল্লাহর পথে (সীমান্ত) পাহারাদারি করতে করতে রাত কাটিয়ে দেয়। (তিরমিজি)। প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেম মহত্ত্ববোধ, মাতৃত্ববোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধের মহান শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে স্বদেশের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে, স্বদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মকৌশল উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করার শিক্ষা দেয় নিজের দেশ ও জাতির প্রতি স্বাধীন দেশের প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ নাগরিকের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থাকতে হবে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে স্বদেশপ্রেমের কথা বলা হয়েছে। ইসলামে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার জোরালো দিকনির্দেশনা রয়েছে। স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভূমিকে ভালোবাসা এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা ইমানের দাবি। তাই বহুল প্রচারিত আরবি প্রবাদে বলা হয়- 'স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ'। ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয়জুড়ে আরবি প্রবাদ বাক্যটি স্বদেশপ্রেমের বিরাট প্রভাব ফেলেছে।

সাহাবায়ে কিরামও স্বদেশকে খুব ভালোবাসতেন। সুদীর্ঘ ১৩ বছর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবিরা মক্কায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়েছেন এবং অন্যায়-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। হিজরতের পর মদিনায় বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু বকর (রা.) ও হজরত বিলাল (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন, অসুস্থ অবস্থায় তাদের মনে-প্রাণে স্বদেশ মক্কার স্মৃতিচিহ্ন জেগে উঠেছিল। তাঁরা জন্মভূমি মক্কার দৃশ্যাবলি স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। এ অবস্থায় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের মনের দুরবস্থা দেখে প্রাণভরে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আমরা মক্কাকে যেমন ভালোবাসি তার চেয়েও বেশি মদিনার ভালোবাসা আমাদের অন্তরে দান করুন।' বুখারি।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বদেশপ্রেমের চেতনার মূলে রয়েছে দেশের প্রিয় ভূখণ্ডকে ভালোবাসা, স্বদেশের তাহজিব-তামাদ্দুন তথা কৃষ্টি-সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মাতৃভাষাকে ভালোবাসা সর্বোপরি স্বদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। কটি যেমনভাবে রসুলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের জন্য মক্কায় ইমান নিয়ে টিকে থাকা সম্ভবপর ছিল না বলেই তাঁদের প্রতি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের দিকনির্দেশনা আসে। মুসলমানদের জীবনে এ হিজরত বা দেশত্যাগের বিধান একটি মৌলিক ভিত্তি, যা প্রকৃতপক্ষে মুমিন বান্দাকে স্বদেশপ্রেমেই উদ্বুদ্ধ করে। তিনি বিশ্বাস করেন, তার স্বদেশ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হলে তিনি নিজেও আক্রান্ত হবেন না। আক্রান্ত হবে না তার ইমানও। সুতরাং নিজের ইমান, আমল ও দীন ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্যই তাকে স্বদেশকে ও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষা করতেই হবে। তাই আল্লাহর দীনের জন্য, দেশের স্বধীনতা অর্জন ও দেশমাতৃকার সুরক্ষার জন্য জানমাল উৎসর্গ করা অবশ্যই কর্তব্য। এ মর্মে আল কোরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়।' সূরা তওবা, আয়াত ১১১। তাই আল্লাহতা'লা আমাদেরকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষা করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আঞ্চলিক প্রকাশকেরাও খুশি

শেষ পৃষ্ঠার পর

নতুন বই নিয়ে এসেছে। প্রকাশনার ব্যবস্থাপক বশির আহমেদ বলেন, 'আমরা নতুন ১৫টি বই নিয়ে এসেছি। পাঠকের ভালো সাড়া পাচ্ছি। আশা করছি, করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারব।'

নতুন বইয়ের সংখ্যা কম হলেও এবারই প্রথম মেলায় অংশ নিচ্ছে কুষ্টিয়া প্রকাশন। বিক্রয় প্রতিনিধি হান্নান জানান, প্রথমবার স্টলে পেয়ে তাঁরা দারুণ খুশি। এবারের মেলায় নতুন বই এসেছে তিনটি।

লিটলম্যাগ চত্বরে রয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রকাশনা ধকবিরিম, বাংলায় যার মানে দাঁড়ায় বর্ণমালা। স্টলটিতে দুটি নতুন বই এসেছে বলে জানিয়েছেন বিক্রয়কর্মীরা। রংপুরকেন্দ্রিক প্রকাশনা সংস্থা আইডিয়া প্রকাশনের স্টলও মেলার এ পাশটাতে। এ বছর ১০টি নতুন বই নিয়ে এনেছে প্রকাশনীটি। পাশাপাশি পুরোনো ও প্রবীণ লেখকদের বই বিক্রি করছে তারা।

এদিকে গতকাল বুধবার মেলায় নতুন বই এসেছে ৫২টি। নতুন বইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেলার শেষ দিকে এসে পাঠকের ভিড়ও বাড়ছে। স্টলের বিক্রয়কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে মেলায় বেশ কিছু বই পাঠকপ্রিয়তা পাচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম কথাপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত মাসরুর আরেফিনের 'আড়িয়াল খাঁ', ঐতিহ্য থেকে প্রকাশিত পিয়াস মজিদের 'এইসব মকারি' ও রাফিক হারিরির 'কবিরাজনামা' প্রভৃতি বই। এ ছাড়া অনিন্দ্য প্রকাশনী থেকে বিক্রির শীর্ষ তালিকায় রয়েছে মাহতাব হোসেনের লেখা পঞ্চম উপন্যাস 'দিলরুবা'।

লেখক মাহতাব হোসেন বলেন, 'একজন উদীয়মান ও তুখোড় মেধাবী শিল্পী দিলরুবার গল্প। গানের শিক্ষককে বিয়ে করে জীবনের শুরুতেই ধাক্কা খায়। এক সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কোনোরকম একটা চাকরি জুটিয়ে সামলে নিলেও তার সামনে ছিল আরও অনেক ধাক্কা। ট্রলারে সেন্ট মার্টিন বেড়াতে গিয়ে এক তরুণের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। সেই ঘনিষ্ঠতা তাকে নিয়ে যায় আরেক সর্বনাশে। শেষ পর্যন্ত দিলরুবার জীবনে এক অভাবনীয় মোড় নেয়, সুপ্ত মেধা তাকে পৌঁছে দেয় এক অনন্য স্থানে। রোমান্স-জীবনঘনিষ্ঠ এই উপন্যাসকে আমি বলছি রোমান্টিক থ্রিলার, ভালো লাগবে।'

গতকাল মেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শীর্ষক আলাচনা অনুষ্ঠান।

আওয়ামী লীগের অনেক ক্ষতি করছেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন। অথচ আপনি (মির্জা) গত ১০-১৫টি বছর আমার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছেন বুকে হাত দিয়ে বলেন। আপনি আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে যাওয়ার সময় কোটি কোটি টাকা নিয়েছেন, আজ আপনি সব ভুলে গেছেন। আপনার পায়ে ধরে এখন সবাই সালাম করে, আপনি সাধুবাবা সেজেছেন। জীবন একটা, আজ হোক কিংবা কাল হোক সবাইকে মরতে হবে। কিন্তু আপনি যেগুলো করছেন, সারা জীবন কোম্পানীগঞ্জের লোকজন আপনাকে ঘৃণার চোখে দেখবে। ওবায়দুল কাদের ভাই, আপনি আপনার ভাইকে এক দিনের জন্য আমার হাতে দিন, পিচঢালা রাস্তায় তাকে ছেচিয়ে নেব।'

একরামুল আরও বলেন, 'আপনি কথায় কথায় বলেন আমার ছেলের হাতে অস্ত্র, আমি ২৬টি খুন করেছি। একটা খুনের প্রমাণ দিতে পারবেন? আপনার পরিবার কী? আপনি নিজেও বলেন, আপনার ভাগনেরা বলে আপনারা রাজাকার পরিবার। এ কথা আমি বলার কারণে আপনার বড় ভাই (ওবায়দুল কাদের) আমাকে জেলা আওয়ামী লীগ থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনারা কি ইতিহাস পরিবর্তন করতে পারবেন? আপনি নিজেও তো বললেন আমার বাবা আমার চাচা ওরা রাজাকার ছিল, হিন্দুদের বড় বড় গরু নিয়ে আসছিল। ওবায়দুল কাদেরের বাবা রাজাকার, তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছেন। আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান।'

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির উদ্দেশ একরামুল বলেন, 'নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যক্ষ এ এইচ এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম একটা জালিমের থেকেও খারাপ। ৪০ বছর সে চরবাটাকে শাসন করেছে। কিন্তু কী দুঃশাসন করেছে সেটা আমি এমপি হওয়ার পর জেনেছি। কাদের সাহেবের বিরুদ্ধে আমি ২০০১ সালে ভোট করেছিলাম। ওই অবস্থান থেকে ২০০৮ সালে আমাকে দলে নেওয়া হলো। ২০০৮ সালে এসে নোয়াখালী-৪ আসন থেকে ভোট করার ব্যবস্থা করে দেন কাদের ভাই। উনি মনে করেছেন, ওটা তো বিএনপির ঘাঁটি, একরামুল জিতবে না। তখন অনেক বড় বড় নেতা আমাকে ইঙ্গিতে-আকারে বলেছেন তাঁকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য। অনেক কষ্টে কাদের ভাই ১ হাজার ১০০ ভোট নিয়ে জিতলেন। তাও আমার উপজেলা-ইউনিয়নের ভোট নিয়ে।'

বেইসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকার E,F এবং LIRR সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেড রুমের বেইসমেন্ট, ছোট ফ্যামেলী বা দুইজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-718-690-6748.-cc-5239-1484-7956-7884. ex-08-24

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার 107 এভিনিউ এবং ফাইনগ্রুপ স্টিটের কর্ণারে এক বেড, লিভিং রুম, বাথরুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ 646-683-2174

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পাত্রী চাই

সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫''৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

ন্যানী আবশ্যক

জ্যামাইকার পারসনে বেবি সেটিং এর জন্য একজন মধ্য বয়স্ক মহিলা ন্যানী আবশ্যক। ভাল বেতন দেয়া হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ ফাতিমা: 718-974-8892

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এ্যাভিনিউতে E F J & LI R R ট্রেনের সন্নিকটে তিন বেড দুই বাথরুম বড় লিভিং রুম ও কিচেনসহ প্রাইভেট হাউসের একটি এ্যাপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ ৭১৮-৬৯০-৬৭৪৮

বাসা ভাড়া

হিলসাইডের ও পারসন্স বুলোবার্ডের F ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে দুই বেডরুম লিভিংসহ (হিলকৃষ্ট হাই স্কুলের সামনে) বেইসমেন্ট এবং দ্বিতীয় তলায় এক বেডরুম আলাদা কিচেন বাথরুমসহ অতি সত্তর ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে একবেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-220-2037

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

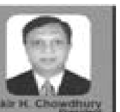

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

OFFICE SUITS FOR RENT

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্র ৭২ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিন্যুর কর্ণারে প্রফেশনাল অফিস সেন্টারে বিভিন্ন সাইজের পৃথক অফিস রুম ভাড়া দেয়া হবে।

Please Contact: **646-641-5348**
Email: DgDesignNYC@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিশ্বস্ত নাম **আসিফ চৌধুরী**
লাইসেন্সড রিয়েলেটর
(ডিজিট্যাল কার্ডের জন্য ৮৫৩৭৭ নাম্বারে টেক্সট করুন)

যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪১- ৫৩০৮ (সেল)
অফিস: ৭১৮- ২৬২- ০২০৫
ফ্যাক্স: ৭১৮-২৬২- ০২৫৪
ইমেইল: ashif.choudhury@gmail.com

EXIT REALTY PRIME
১৮৯-১০ হিলসাইড আভিন্যু,
সুইট: ই হলিস, এনওয়াই ১১৪২৩
www.EXITPrimeNY.com

PRIVATE TUTORING

GRADE 4 - 12

MATH & ELA | SHSAT | SAT
NY ST EXAM | NY ST REGENTS

→ **EXPERT TUTOR :**
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN Sty V , Bronx Sci, Trinity ...

FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :

TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

Apartment For Rent

1 Large studio basement apartment for rent, 3734 Paulding Avenue Bronx near 2/5 train. Please call for details-718-809-8979

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৪-৬১ ১০৯ এভিনিউ। ৩ বেডরুম,১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন ২য় তলায়। ফোন: 646-255-0947

রুমমেট চাই

এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট নিউইয়র্ক ব্রুকলিন নতুন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347-575-1913

Basement for rent

2 bedroom 1bathroom for rent in 155 street & Sutphin Blvd. Rent $1250. Including wifi & bills.Next to Titash Grocery. No negotiation please. Contact: 929-261-2110

রুমমেট চাই

Jamaica 148 Street 88 Aveতে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টে ২ জন অধুমপায়ী নামাজী ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এখন সম্পূর্ণ খালি আছে। লোকেশন: তাজমহল রেস্টুরেন্ট/ কাওরান বাজার এর অপজিটে। এক ব্লকের মধ্যেই F Train. ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-553-4830

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের সামনে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ মা মেয়ে সাথের একজন ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

House for rent

1 Bedroom apartment in east Elmhurst 100th street & 25th Ave next to La-Guardia Airport. Phone: 9177457249

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলিজের ৯১ এভিনিউ এবং ২১৬ স্ট্রীটে ২ বেডরুম ও লিভিং একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-868-9679

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

Groom wanted

US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good education/career. Tel :202-386-5401

Help wanted

Salon/SPA workers $900-$1200 weekly Ayodhay Salon 37-43 76th St, Jackson Heights. 718-433-9616. www.ayodhany.com

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

অ্যাটিক ভাড়াঃ

ব্রংক্সের পার্ক চেষ্টার এলাকায় জেমেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র ২ ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন স্পেসসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ১ ব্লকের মধ্যে মসজিদ, বাংলাদেশী গ্রোসারি, স্কুল।
যোগাযোগ:
347-340-6474

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকটিক্যাল ডিপলমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk& DU, ডিভোসী পাএের জন্য সমমনা পাএী চাই। যোগাযোগ-14373247008

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

গ্রোসারী বিক্রয়

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় স্টারলিং এভিনিউ ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক এর একটি গ্রোসারী স্টোর বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৮-২৩০০ (৩.০০-৫.০০)

ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক

ব্র্যান্ড নিউ হাইব্রিড RAV4 এর জন্য ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারের প্রয়োজন.আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য কামাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন(917)602-8876

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইসের প্রানকেন্দ্রে সেলভেল ফোনের দোকানে সেলস পার্সন ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। কাজ জানা এবং ইংরেজী জানাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভাল বেতন আলোচনা সাপেক্ষে দেয়া হবে। 718-478-8100

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে কিচেন হেলপার, কাস্টমার সার্ভিস ও ক্লিনার পদে জরুরীভিত্তিতে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ-347-792-4704

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং স্টোর বিক্রয়

জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত
একটি প্রিন্টিং স্টোর
সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় অতিসত্ত্বয়
বিক্রয় করা হবে
শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন
Ph: 201-884-0513

গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অফ পেনসিলভেনিয়ার অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমেরিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য পেনসিলভেনিয়ার বিখ্যাত সিটি ফিলাডেলফিয়ায় গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অফ পেনসিলভেনিয়ার অভিষেক অনুষ্ঠান ২০ মার্চ রোববার অনুষ্ঠিত হবে। ২০২২-২৩ সালের জন্য নির্বাচিত কমিটির অভিষেকটি অনুষ্ঠিত হবে ১০০৯ উনরুহ অ্যাভিনিউর সেন্ট থমাস ইন্ডিয়ান অর্থডক্স চার্চে। শুরু হবে বেলা ২টায়।

সংগঠনের সভাপতি সালাহ উদ্দিন খান এবং সাধারণ সম্পাদক হাসান আহমেদ সবাইকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের অদূরেই ফিলাডেলফিয়া বাংলাদেশিদের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান জনপদ হয়ে উঠেছে। আমেরিকার বিভিন্ন ব্যয়বহুল সিটি থেকে ফিলাডেলফিয়ায় স্বদেশিদের ব্যাপক স্থানান্তর ঘটছে। সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বিপুল সংখ্যক লোকজন ফিলাডেলফিয়ায় বসবাস করছেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্য সম্প্রতি গঠন করা হয়েছে গোলাপগঞ্জ সোসাইটি অফ পেনসিলভেনিয়া। অভিষেকের মধ্য দিয়ে সংগঠনটি তাদের সদস্যদের সেবা দেয়ার কাজ জোরালো করতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

পাত্রী চাই

বাংগালী আমেরিকান সুদর্শন ধর্মভীরু অবিবাহিত ৩৯ সুপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য উত্তর আমেরিকান অবিবাহিত অনূর্দ্ধ ৩৫ সুশ্রী মার্জিত সূন্নী মুসলিম পাত্রীর পক্ষে যোগাযোগ করুন। ২০৩-২৫২-৭৪৫৮

বেইসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার E,F এবং LIRR সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেড রুমের বেইসমেন্ট, ছোট ফ্যামেলী বা দুইজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ- 718-690-6748.-cc-5239-1484-7956-7884. ex-08-24

সাবলেট চাই

এডেলফি ইউনিভার্সিটি এবং লং আইল্যান্ড রেল রোড এর কাছে এক রুমে একটি সাবলেট চাই। আমি অডেল্ফিতে এমএস করছি। যোগাযোগ: ৩৪৭৭৬১৪৪৩৫

বাসা ভাড়া

৩২-৩০ ৮৪ স্ট্রীট ইস্ট এলমহাস্টে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: ৬৪৬-৪০৬-৯৭৬৫

Apartment for rent

Bronx 3BR/1 Bath Private house 3rd Fl.Near 2 train-Burke ave Buses BX-8,26,28,30,38,39,41& BXM11. Call Kibria (917-335-1097)

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাস্ট ৯৯ স্ট্রীট এস্টোরিয়া বুলেভার্ড এর সন্নিকটে নিরিবিলি পরিবেশে দুই রুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-361-7815, 347-704-0968

বেসমেন্ট ভাড়া

৯৪-২১ ২১৫ প্লেস, কুইন্স ভিলেজ বেসমেন্ট দুই বেডরুম, কিচেন ও বাথরুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৩৬-০২৬৮

বাসা ভাড়া

নর্দান বুলোভার্ড এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮০ স্ট্রীটে সম্পূর্ন রেনোভেটেট দুই বেডরুম কিচেন সাথে লিভিং রুম ফেব্রুয়ারী ১ তারিখ থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-580-9330

বাসা ভাড়া

Rockway BLVD 134St (129-12,134St South Ozone Park) এ সম্পূর্ন রেনোভেটেড ৪ বেড, ২ বাথ কিচেন, ডাইনিং, এসিসহ ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৩৮-৯৪৩০

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরেড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LAW OFFICE

এসাইলাম, বিনিয়োগ ও বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড; স্টপ ডিপোর্টেশন; ক্রিমিনাল, ডিভোর্স, বাড়ীর ভায়োলেশন রিমোভ, রিয়েল এস্টেট, ট্যাক্স সমস্যার সমাধান, ফোরক্লোজার স্টপ ও হার্ড ক্যাশ লোন। এক্সিডেন্ট/পার্সোনাল ইনজ্যুরী।

Rafi : 917-432-7458

‘রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধা ৭১’-এর বিশেষ আলোচনা সভা

ফারজানা নাজ শম্পা, *হ্যালিফ্যাক্স, কানাডা*

রক্তিম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ। জীবন বাজি রেখে বাংলাদেশকে পাক হানাদার বাহিনীর নির্মমতা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করেছিলেন যারা সেই সব মহান মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অন্যতম সংগঠন হলো ‘রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধা ৭১’। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টার সময় বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শনে লালিত এই সংগঠন ‘রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধা ৭১’ একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ আলোচনা সভার। সভাটি রাজধানী ঢাকার নয়াপল্টনের রূপায়ণ টাওয়ারে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলেন সেই সব সূর্য সন্তানদের জীবিত কয়েকজনের ও আরও গুণীজনদের সমন্বয়ে এই আলোচনা সভা এক কথায় একটি ঐতিহাসিক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল।

‘রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধা ৭১ ‘এর বিশেষ আলোচনা সভা। ছবি: সংগৃহীত

শারীরিক কিছুটা অসুস্থতা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবীব, তিনি সেক্টরস কমান্ডার্স ফোরামের মহাসচিব। তিনি ছিলেন অনুষ্ঠানের মূল আলোচক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রণাঙ্গনের আরও অনেক সম্মানিত যোদ্ধা, সংবাদ ও চিত্র সংগ্রাহক, স্বনামধন্য লেখক, সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব।

এই আয়োজনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কবি জাহিদুল হক, তিনি প্রগতিশীল আদর্শের কবি ও বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন বিখ্যাত গীতিকার। তিনি বাংলাদেশ বেতারের অতিরিক্ত মহাপরিচালক হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন। জীবিত ও প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধাদের স্বচক্ষে দেখে তিনি যে আবেগঘন বক্তব্য রাখেন তা উপস্থিত সবাইকে আপ্লুত করে। এই আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শামীমা আক্তার চৌধুরী সাবেক ব্রডকাস্টার বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা, তিনি অভিভূত ছিলেন এত গুণীজন ও জাতির সূর্য সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের এই সমাবেশে আর বিশেষভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের 'আন্তর্জাতিক সাহসী নারী পুরস্কার' পেলেন রিজওয়ানা

এইচ বি রিতা

মার্কিন দপ্তর কর্তৃক ২০২২ সালের 'আন্তর্জাতিক সাহসী নারী পুরস্কার' (ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ অ্যাওয়ার্ড) পেয়েছেন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। ৮ মার্চ মঙ্গলবার স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা হয়েছে।

পরিবেশ রক্ষা এবং বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় তাঁর ব্যতিক্রমী সাহসী ভূমিকা ও নেতৃত্বের জন্য সম্মানজনক এ পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বছর আইডব্লিউওসি পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেছে। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আরও ১১ নারী নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় এই পুরস্কার পাচ্ছেন।

১৪ মার্চ এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত নারীদের সম্মান জানানো হবে। এ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

ব্লিঙ্কেন সেখানে উপস্থিত থাকবেন। মার্কিন ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন পুরস্কারপ্রাপ্ত নারীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন। এ বছরের আইডব্লিউওসি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত অন্য নারীরা হলেন ব্রাজিলের সিমোন সিবিলিও দো নাসিমেনতো, মিয়ানমারের এই থিনজার মং, কলম্বিয়ার হোসেফিনা ক্লিনজার জুনিগা, ইরাকের তাইফ সামি মোহাম্মদ, লাইবেরিয়ার ফাসিয়া বোয়েনোহ হারিস, লিবিয়ার নাজলা মানগোউস, মলডোভার ডোইনা ঘেরমান, নেপালের ভূমিকা শ্রেষ্ঠা, রোমানিয়ার কারমেন ঘেওরঘে, দক্ষিণ আফ্রিকার রোয়েগসান্ডা পাসকো এবং ভিয়েতনামের ফম দোয়ান ত্রাং। স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে এ বছরের পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্বের মোট ১২ নারীর মধ্যে রিজওয়ানা হাসানের নাম সবার প্রথমে রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, রিজওয়ানা হাসান গত ২০ বছরে যুগান্তকারী সব আইনি মামলার মাধ্যমে তিনি পরিবেশগত ন্যায়বিচারে জন-কেন্দ্রিক আলোকপাতের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিশীলতা পরিবর্তন করেছেন।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সাহসী নারী পুরস্কার বা ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ অ্যাওয়ার্ড যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবছর প্রদত্ত একটি পুরস্কার, যা বিশ্বজুড়ে সেই সব নারীকে প্রদান করা হয়ে থাকে যাঁরা বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব, সাহসিকতা, দক্ষতা এবং অন্যদের জন্য আত্মত্যাগের ইচ্ছা দেখিয়েছেন। ২০০৭ সাল থেকে এ পুরস্কার দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ বছর পুরস্কারের ১৬তম বছর।

উচ্চশিক্ষায় প্রান্তিক কর্মীদের জন্য অ্যামাজনের অনুদান

রোকেয়া দীপা

প্রযুক্তিভিত্তিক বাণিজ্য সংস্থা অ্যামাজন নিউইয়র্কে লাগুর্ডিয়া কলেজের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি প্রদান করার ঘোষণা দিয়েছে। তিন বছর আগে অ্যামাজন সংলগ্ন লং আইল্যান্ড সিটিতে তাদের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন নিয়ে বিপত্তিতে পড়তে হয়েছিল। লাগুর্ডিয়া কমিউনিটি কলেজের সাথে বিশেষ প্রকল্প স্থাপন নিয়ে স্থানীয়দের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে অ্যামাজন।

অ্যামাজনের স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত ঘণ্টা মজুরিতে কাজ করা লোকজন তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য লাগুর্ডিয়া কমিউনিটি কলেজে ভর্তি হতে পারবে। উচ্চশিক্ষার জন্য টিউশন ফি অ্যামাজন পরিশোধ করবে। অ্যামাজন কেরিয়ার চয়েস প্রোগ্রামে নিজেদের তালিকাভুক্ত করে অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক কর্মীরা উচ্চশিক্কার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। লাগুর্ডিয়া কমিউনিটি কলেজের প্রেসিডেন্ট কেনেথ অ্যাডামস বলেন, অ্যামাজন কর্মীদের নিয়ে এ কর্মসূচি চালু করা একটি বড় পদক্ষেপ।

অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার পক্ষে বাংলাদেশ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি

জাতিসংঘের সদন অনুযায়ী অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার পক্ষে বাংলাদেশ। যে কোনো পরিস্থিতিতে জাতিসংঘেরসনদগুলো যাতে মেনে চলা হয় সে বিষয় জোর দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে মরহুম সিএম তোফায়েল সামীর স্মরণে সিলেট রত্ন ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অনুষ্ঠান শেষে ইউক্রেন ইস্যুতে জাতিসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত থাকার বিষয়ে সাংবাদিকদের করা প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন মন্ত্রী।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ইউক্রেন সংকট নিয়ে বাংলাদেশ তার নিরপেক্ষ অবস্থানের কথা জানিয়ে আসছিল। তবে এবার পশ্চিমাদের মতো জাতিসংঘ সনদ মেনে চলার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে বাংলাদেশ। ইউক্রেন সংকটে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করলে একে আবদুল মোমেন বলেন, 'আমাদের অবস্থান এখনও আগের জায়গায় রয়েছে। আমরা বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা

এ কে আব্দুল মোমেন

চাই। বাংলাদেশের স্বার্থে আমরা শান্তি চাই। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সব বিবাদ মীমাংসা করার আহ্বান জানিয়েছি। আমরা জাতিসংঘেও জানিয়েছি যে, আমরা এ পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এর জন্য জাতিসংঘের মহাসচিবকে দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানিয়েছি। আমরা বলেছি যে, জাতিসংঘের সনদে আমরা বিশ্বাস করি। সনদ অনুযায়ী যাতে অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করা হয় সে কথা বলেছি।'

নিন্দা প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত থাকা নিয়ে প্রশ্ন করলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা শান্তি চাই। সে জন্য আমরা যুদ্ধ চাই না। আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে।'

হানু মিয়ার মৃত্যুতে দোয়া মাহফিল

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমান কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সদস্য আব্দুল হাসিম হাসনুর বড়ভাই সদ্যপ্রয়াত, ফেঞ্চুগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আব্দুল হান্নান হানু মিয়া। তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনায় বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ২৮ ফেব্রুয়ারি বাদ মাগরিব ব্রঙ্কসের স্টার্লিং বাংলা বাজার মসজিদে এক মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। এতে মোনাজাত পরিচালনা করেন বাংলা বাজার জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহিয়া। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মরহুম আব্দুল হান্নান হানুর ছোট ভাই আব্দুল হাসিম হাসনু, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ঘিলাছড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হাজী আবুল লেইছ ও সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন।

দোয়া মাহফিলে বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও মুলধারার রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ এন মজুমদার, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আব্দুর রহিম বাদশা, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মনজুর চৌধুরী জগলুল, বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতির সভাপতি সেবুল খান মাহবুব, মোমেনুল ইসলাম, সারওয়ার আলী, বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, আব্দুল হান্নান হানু সম্প্রতি লিনক্সহিল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন।

আটলান্টিক সিটি মিউনিসিপ্যাল ইউটিলিটি অথরিটির বোর্ড মেম্বার হিসেবে সৈয়দ মোহাম্মদ কাউছারের শপথ গ্রহণ করেন। ছবি: সংগৃহীত

মিউনিসিপ্যাল ইউটিলিটি অথরিটির বোর্ড মেম্বার হলেন সৈয়দ কাউছার

আটলান্টিক সিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

সৈয়দ মোহাম্মদ কাউছার আটলান্টিক সিটি মিউনিসিপ্যাল ইউটিলিটি অথরিটির বোর্ড মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। আটলান্টিক সিটির কাউন্সিলম্যানদের সরাসরি ভোটে ২৩ ফেব্রুয়ারি এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আটলান্টিক সিটির ৮ জন কাউন্সিলম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ কাউছারকে ভোট দিয়ে আগামী ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত করেন। এর পর গত ৩ মার্চ আটলান্টিক সিটির সিটি হলে তিনি শপথ নেন। এ সময় আটলান্টিক সিটির ৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া উপস্থিত ছিলেন। এর আগে আটলান্টিক সিটি মিউনিসিপ্যাল ইউটিলিটি অথরিটির বোর্ড মেম্বার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন মোহাম্মদ দিদার।

আটলান্টিক সিটি মিউনিসিপ্যাল ইউটিলিটি অথরিটির বোর্ড মেম্বার হিসাবে বিশিষ্ট দুজন বাংলাদেশির নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশিদের এগিয়ে যাওয়ার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। সৈয়দ মোহাম্মদ কাউছারকে শুভেচ্ছা জানান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার্স এলামনাই এসোসিয়েশন অব নিউজার্সির সভাপতি আকবর হোসাইন এবং সাধারণ সম্পাদক মীর হোসাইন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান, ট্রাস্ট্রি বোর্ড সদস্য সাব্বির ভূইয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি মিরাজ খান, সাংগাঠনিক সম্পাদক ফরহাদ সিদ্দিক, সাউথজার্সি মেট্রো আওয়ামী লীগ সভাপতি শামসুল ইসলাম শাহজাহান প্রমুখ।

৬ হাজার রুশ সেনা নিহতের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউক্রেনের সেনাদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর কিয়েভের পশ্চিমে বুচা শহরে ধ্বংস হওয়া রাশিয়ার সাঁজোয়া যান

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রথম দুই সপ্তাহে রাশিয়ার আনুমানিক পাঁচ থেকে ছয় হাজার সেনা নিহত হয়েছেন বলে ধারণা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। খবর বিবিসির। সিবিএস নিউজকে মার্কিন কর্মকর্তারা বলেন, ইউক্রেনে যত রুশ সেনা নিহত হয়েছেন, আহত তারও তিন গুণ। মার্কিন কর্মকর্তারা আরও বলেন, তাঁদের ধারণা, রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করার পর ১৫ থেকে ১৮ হাজার রুশ সেনা আহত হয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মার্কিন কর্মকর্তা রুশ সেনাদের মৃত্যুর এই হারকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেন।

তবে সম্প্রতি ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে এখন পর্যন্ত রাশিয়ার ১২ হাজার সেনা নিহত হয়েছেন। এদিকে ইউক্রেনে অভিযান শুরুর পর গত সপ্তাহে রাশিয়া প্রথমবার জানায়, ইউক্রেনে তাদের ৪৯৮ জন সেনা নিহত হয়েছেন। তবে আহত সেনার সংখ্যা জানায়নি।

বিবিসি বলছে, যুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন পক্ষ নিজেদের মতো করে প্রচারণা চালানোয় ও সঠিক তথ্যের অভাবে হতাহত কত, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন।

সিনেটরের সমালোচনায় হোয়াইট হাউস

পুতিনকে হত্যার আহ্বান

ডেস্ক রিপোর্ট

লিন্ডসে গ্রাহাম

ইউক্রেনে আগ্রাসন থামাতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে মেরে ফেলার আহ্বান জানিয়ে টুইট করেছিলেন রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম। হোয়াইট হাউস লিন্ডসে গ্রাহামের এমন আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। দক্ষিণ ক্যারোলিনা থেকে নির্বাচিত এ সিনেটরের আহ্বানের সমালোচনা করেছে হোয়াইট হাউস।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি এ বিষয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অবস্থান নয়।

এই প্রশাসনে কর্মরত কারও মুখ থেকে শুনতে পাবেন —এমন কোনো বিবৃতি এটি নয়। গ্রাহামের মন্তব্য রাশিয়ায় ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত এর নিন্দা করেছেন। এর আগে লিন্ডসে গ্রাহাম লেখেন, এ সমস্যার সমাধান করতে পারে একমাত্র রাশিয়ার মানুষজন। বলা সহজ, করা কঠিন। যদি আপনি বাকি জীবন অন্ধকারে না থাকতে চান, নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে বাকি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন না হতে চান, তাহলে আপনাকেই পদক্ষেপ নিতে হবে।

রিপাবলিকান পার্টির রক্ষণশীল নেতা হিসেবে পরিচিত লিন্ডসে গ্রাহাম সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেশ ঘনিষ্ঠ।

জ্যাকসন হাইটস ফ্রেন্ডস সোসাইটির আত্মপ্রকাশ

ডেস্ক রিপোর্ট

কুইন্স প্যালেস অডিটোরিয়ামে ৫ মার্চ শনিবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্যাকসন হাইটস ফ্রেন্ডস সোসাইটির যাত্রা শুরু হয়েছে। কাজল মাহমুদ এবং সাদিয়া খন্দকার উপস্থাপনা করেন।

বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় নতুন সংগঠনের পথচলা। সংগঠনের নির্বাহী সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান অতিথি ও উপদেষ্টা ড. তৌহিদ শিবলী। সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর মোর্শেদ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। সভাপতি জিয়াউর রহমান লিটু চৌধুরী সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুরুতে ড. নীলা জেরিন নৃত্য পরিবেশন করেন। গান গেয়ে দর্শকদের আনন্দ দেন শিল্পী তৃনিয়া হাসান। প্রবাসের গুণীশিল্পী শাহ মাহবুব গান গেয়ে মঞ্চ মাতিয়ে রাখেন। শেষে মঞ্চে আসেন বাংলাদেশের বিখ্যাত গায়িকা রিজিয়া পারভীন।

অল্পের জন্য বিমান দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেন ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অল্পের জন্য বিমান দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে এমনটি বলা হয়েছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্সে একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে রিপাবলিকান পার্টির দাতাদের সঙ্গে কথা বলে ফ্লোরিডার পাম বিচের বাড়িতে ফিরছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু মেক্সিকো উপসাগরের ওপরে তাঁকে বহনকারী ফ্যালকন নাইন হান্ড্রেড বিমানটি ৭৫ মাইল উড়ে যাওয়ার পর এর ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেয়। এরপর ঘুরে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয় বিমানটি। গত সপ্তাহের এ ঘটনায় অল্পের জন্য বেঁচে যান ট্রাম্প।

ট্রাম্প ছাড়াও অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, সহায়তা কর্মী এবং ট্রাম্পের কিছু উপদেষ্টা। এ ঘটনার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কোনো উত্তর দেননি ট্রাম্পের একজন প্রতিনিধি।

ইনফো কর্নার

অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে নানা স্বপ্ন, আশা নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমান অনেকে। কিন্তু আমেরিকায় আসার কয়েকদিন পর অধিকাংশই বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেন। অনেকেই বুঝতে পারেন, স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় টিকে থাকা এত সহজ নয়। এর পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। তার মধ্যে ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা, কাজে অদক্ষতা, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নিত্যপণ্যের উচ্চ দাম উল্লেখযোগ্য। ফলে অনেকেই নিজে চলতে অথবা পরিবার চালাতে হিমশিম খান। সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সব সমস্যার সমাধানও রয়েছে। নতুন আসা বাঙালি অভিবাসীদের অনেকেই মার্কিন সরকারের দেয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত নন। জীবনধারণের জন্য আমেরিকান সরকার খাদ্য, চিকিৎসা, আবাসন, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এ লেখার মাধ্যমে এসব সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে, যাতে কেউ পর্যাপ্ত তথ্য না জানার কারণে ভোগান্তির শিকার হন। **আসিফ মোক্তাদির**

ঋণ মওকুফ

নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর এরিক এডামস শিক্ষার্থীদের ঋণ মওকুফের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি বার্কেলী কলেজের শিক্ষার্থীদের ঋণ মওকুফের জন্য ২০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল প্রদানের ঘোষণা দেন।

এমপাওয়ার্ড নিউইয়র্ক সিটি

শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে কাউন্সিলিং করার জন্য এ পরিষেবা প্রদান করা হয়। কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তিদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানাতে, অর্থ সঞ্চয় ও উপার্জনের জন্য বিভিন্ন তথ্য দিয়ে এ সেবার আওতায় সাহায্য করা হয়।

ব্যাংক অন এটি এমন একটি ব্যাংক একাউন্ট যাতে বেকারত্ব ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অর্থ তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। ব্যাংক চেকের মাধ্যমে অর্থ বুঝে পেতে সাধারণত অনেক সময় লেগে যায়।

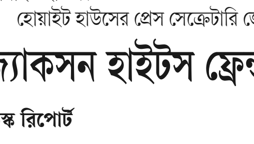

নিউইয়র্ক সিটি সেইফ সার্ট একাউন্ট
নিউইয়র্কবাসীর জন্য এটি একটি সঞ্চয়ী একাউন্ট। এ একাউন্টে অর্থ সঞ্চয় করলে কোনো মাসিক ফি প্রদান করতে হয় না।

এক্সেস নিউইয়র্ক সিটি
এ সেবার মাধ্যমে প্রায় ৩০টির মতো শহর, অঙ্গরাজ্য ও সরকার থেকে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য কেউ উপযুক্ত কিনা তা দেখা যাবে। কেউ এক শহর বা রাজ্য থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হলে এ সেবার মাধ্যমে পরীক্ষা করা যেতে পারে সেখানে মেডিকেইড, ফুড স্ট্যাম্প বা ইউটিলিটি বিলে সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা।

ওয়াশিংটনে পিঠা উৎসব। ছবি: জাহিদ

ওয়াশিংটনে পিঠা উৎসবে প্রবাসীদের মিলনমেলা

জাহিদ, *ওয়াশিংটন ডিসি*

কথায় বলে, বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। বিশেষ করে শীতের সময় চারদিকে একটা উৎসব আর আনন্দের আমেজে মেতে উঠে। পিঠা খাওয়া আর বনভোজনের ধুম লাগে। এমন দৃশ্য বাংলাদেশের খুবই চিরচিনা। তবে, শুধু দেশের গন্ডির মধ্যেই

সীমাবদ্ধ থাকেনি এই উৎসব, ছড়িয়ে পড়েছে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যেও। তাইতো যুক্তরাষ্ট্রে বসে দেশকে খুব মনে পড়ছে। মনে পড়ে পিঠা খাওয়ার দিনগুলো।

আর তারই ধারাবাহিকতায় ওয়াশিংটনে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির (আবু রুমি) উদ্যোগে পিঠা উৎসব পালন করেছে। অনুষ্ঠানটি যেন একচিলতি বাংলাদেশে পরিণত হয়। উদ্দেশ্য ছিল সবাই একে অপরকে জানব, আনন্দ করব আর পিঠা খাব।

রোববার বিকেল থেকে রাতভর ওয়াশিংটন ফ্রিডম হাইস্কুল মাঠে চলে এই অনুষ্ঠান।

নানা ব্যস্ততা ফেলে ছুটে আসে দুই হাজারের অধিক প্রবাসী এই মিলনমেলায়। একদিনে হরক রকম পিঠার স্বাদ গ্রহণ। ভাপা পিঠা, নুনাশ পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, তেল পিঠা, দুধ পিঠা, ফুলঝুরি ছাঁচের পিঠা, পাকন পিঠা, ঝাল পিঠা, নারকেল পুলি পিঠা ইত্যাদি। একইসাথে চলে দীর্ঘদিনের জমা থাকা মনের খোরক গল্প বা আড্ডা।এর মাঝে চলে পিঠা খাওয়া আর পিঠার ফটোসেশন।

পিঠা উৎসবে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে নোয়াখালী পিঠা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান যথাক্রমে অর্জন করেছে সিলেট ও ঢাকা পিঠা ঘর। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির অন্যতম আবু রুমি।

অনুষ্ঠানে শুধু খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ষোলা কলা পূর্ণ করে গানের পরিবেশনা। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন, রকেয়া হায়দার। অতিথি শিল্পী হিসেবে ছিল- রাজীব ও তৃণীয়া হাসান। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী প্রয়াত লতা মঙ্গেশকারের স্মরণে ক্ষুদে গানরাজ শিল্পী নিয়নতি, ইষাল, পিউলি, আপসারা, অনিকা গান পরিবেশনা করেন। এছাড়া, সানতানু বরুয়া, স্বপন, সোহেব,

অথোই, মায়া ও মেত্র বাউলের দল মন মতানো গান শুনান। মনজ্ঞ এই অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন, বিপুল গানজালেভ ও রুমপা বরুয়া। সাউন্ড সিস্টেমে ছিলেন-সানতনু বরুয়া ও লাইটে প্রান্তিক বিশ্বাস।

ওমিক্রনের ঢেউয়ের পরে এমন আয়োজনের মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে খুশি প্রবাসীরা। কৃতজ্ঞতা জানান আয়োজক আবু রুমির প্রতি।

স্বতস্ফুর্তভাবে পিঠা উৎসবে অংশ নেওয়ায় আগত অতিথিদের সবাইকে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আবু রুমি ধন্যবাদ জানান।

‘নো-ফ্লাই জোন’ আরোপ হচ্ছে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্নেল গাদ্দাফী যখন তার দেশে ২০১১ সালের বিদ্রোহ দমন করেছিল, এই ন্যাটো জোটই লিবিয়ায় তখন নো-ফ্লাই জোন আরোপ করেছিল। নো-ফ্লাই জোনের সুবিধা হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন ছাড়াই পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়। এতে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক বিমান এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নো-ফ্লাই জোনের বিধিনিষেধ কার্যকর করার জন্য শক্তির ব্যবহারও জড়িত হয়ে পড়ে। যার মধ্যে এন্টি-এয়ার ডিফেন্স ধ্বংস করা বা বিমানকে গুলি করে ভূপাতিত করা অন্তর্ভুক্ত। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিসহ অনেকে রাশিয়ান সামরিক বিমানের হুমকি মোকাবেলায় ইউক্রেনের ওপর ‘নো-ফ্লাই জোন’ আরোপ করার জন্য ন্যাটোকে আহ্বান জানিয়েছেন। তবে ন্যাটো নেতারা আপাতত এটি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, এ ধরনের পদক্ষেপ তাঁদের রাশিয়ার সাথে একটি সরাসরি এবং বিস্তৃত যুদ্ধে জড়িয়ে দেবে। যুক্তরাষ্ট্রও একই কারণে ইউক্রেনের আকাশে রাশিয়ার জঙ্গি বিমানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ থেকে বিরত রয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন হুমকি দিয়ে বলেছেন, “ইউক্রেনে রাশিয়ার জন্য নো-ফ্লাই জোন ঘোষণার মানে হচ্ছে, রাশিয়ার বিরুদ্ধ সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধে নেমে যাওয়া।”

নো-ফ্লাই জোন ঘোষণায় সম্পৃক্ত দেশ তখন রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রতিশোধমূলক হামলা মুখে পড়বে। ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল জেনস্ স্টলটেনবার্গ ৪ মার্চ বলেন, সদস্য দেশগুলো ইউক্রেনে নো-ফ্লাই জোন আরোপের ধারণাকে প্রত্যাখান করেছেন। তাঁরা চান না রাশিয়ায় সাথে একটি পুরাদস্তর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে।

আমেরিকার নাগরিকত্ব অনুমোদনেও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যোগ্য সব অভিবাসীর জন্য নাগরিকত্বের সুবিধা নিশ্চিত করা এবং অভিবাসীদের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্যই এ প্রয়াস চলমান রয়েছে।

অভিবাসন বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নাগরিকত্ব আবেদন অনুমোদন করার সময় তারা গাত্রবর্ণ, জাত, বংশ, ধর্ম, জাতীয়তা বা কোন অঞ্চল থেকে অভিবাসী তা কখনোই বিবেচনা করা হয় না। আমেরিকার নাগরিকত্বের জন্য আবেদনকারীকে কখনওই ধর্ম-পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয় না বলে অভিবাসন বিভাগ তাদের বিবৃতিতে বলেছে। গত বছর থেকে অভিবাসন বিভাগ নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। আমেরিকায় নাগরিকত্ব প্রদানে বর্ণবিদ্বেষ অনেক পুরোনো ঘটনা।

অভিবাসনের জন্য প্রথম ১৭৯০ সালের ন্যাচারালাইজেশন আইনে বলা হয়েছিল স্বাধীন (যারা দাস নয়) শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের মধ্যে যারা কমপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বসবাস করছে, তারাই নাগরিকত্বের জন্য আবেদনের যোগ্য হবে। এর প্রায় শতবছর পর ১৮৭০ সালে আইনটি সংশোধন করে আফ্রিকান জনগোষ্ঠীকে নাগরিকত্বের আবেদনের জন্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অধ্যাপক এমিলি বলেন, এখনও সেই শত শত বছরের পুরোনো ধারণা অনেকের মধ্যেই চাপা হলেও বিরাজ করছে। যারা আবেদন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রাখেন তাদের মধ্যে আইনের পুরোনো ধারণার প্রভাব থাকতে পারে বলে অধ্যাপক এমিলি মনে করেন।

সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এমিলি রেও বলেন, কোনো অভিবাসী আমেরিকায় নাগরিকত্ব আবেদন করার আগে বেশিদিন থাকলে নানা ঘটনায় তার নাগরিকত্ব পাওয়া প্রভাবান্বিত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন, কোনো কৃষ্ণাঙ্গ বেশিদিন আমেরিকায় থাকলে আইন-শৃংখলা বাহিনী কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিটি লক্ষ্যে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। আর এ ঘটনা পরে তার নাগরিকত্বপ্রাপ্তিকেও প্রভাবান্বিত করতে পারে।

দাসপ্রথা ও নাগরিক যুদ্ধ পেরিয়ে আমেরিকা সর্বধর্ম, সর্ববর্ণের দেশ হিসেবে যাত্রা অব্যাহত রাখলেও প্রায়ই বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ উঠে। সমাজ সংস্কৃতির নানা পর্যায়ে চাপা বর্ণবিদ্বেষ এবং বৈষম্য দেশটির এখনও একটি জটিল সমস্যা।

২০২০ সালে একজন কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লোয়েড শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তার হাতে নিহত হলে আমেরিকাজুড়ে নাগরিক আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকা ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ নামের নাগরিক আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে আমেরিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে চাপা বৈষম্য ও বিদ্বেষ জোরালোভাবে বিরাজমান বলে অভিযোগ ওঠে। মার্কিন সমাজের বর্তমান চরম বিভক্তির পেছনেও এ চাপা বর্ণবিদ্বেষ এবং বৈষম্য বড় কারণ বলে মনে করেন সমাজতাত্ত্বিকরা।

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্‌স ডেভলপমেন্ট ইউএসএ’র ইউক্রেন হামলার প্রতিবাদ

ডেস্ক রিপোর্ট

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্‌স ডেভলপমেন্ট ইউএসএ প্রেসিডেন্ট শাহ্ শহীদুল হক এক বিবৃতিতে রাশিয়ায় আগ্রসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পুতিনের ইউক্রেনের বিরুদ্ধে অন্যায় আগ্রাসনে গোটা বিশ্ব হতবাক। পুতিনের সেনাবাহিনী ইউক্রেনের সাধারণ মানুষের ওপর অবিরাম গোলাবর্ষণ, নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে চলেছে। আমরা রাশিয়ার এ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছি। জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার সিটি প্লাজায় ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি লিডার ও আইটি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবান, নাজমুল আলম শ্যামল প্রমুখ।

কুড়িগ্রামে কলেজ শিক্ষকের আত্মহত্যা

ঢাকা ডেস্ক

কুড়িগ্রাম পৌর শহরে গলায় ফাঁস দিয়ে আবু তাহের (৫২) নামে এক কলেজ শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ৯ মার্চ বুধবার সকাল ৯টার দিকে জেলা শহরের হিঙ্গন রায় গোরস্থানপাড়া এলাকায় নিজ বাড়িতে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে জানান কুড়িগ্রাম সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মোহাম্মদ শাহরিয়ার।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, আবু তাহের ২০১৯ সাল পর্যন্ত কুড়িগ্রামের উলিপুর সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর ২০১৯ সালে বিজয় দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে শহীদ বেদীতে জুতা পায়ে ওঠেন। সেই সময় স্থানীয় জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে তাকে মারধর করেন। পরে কলেজের কর্মচারিরা বাদী হয়ে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন। দীর্ঘদিনের আত্মসম্মানহানি ও হতাশা হওয়ায় তিনি সকালে নিজ বাসার দ্বিতীয় তলায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তার স্ত্রী স্কুলশিক্ষক নাদিরা বেগম সকালে ৪ তলা থেকে নিচে গাছে পানি দেয়ার সময় তার স্বামীকে সিলিং ফ্যানে রড়ে ঝুলতে দেখেন। এসময় তার চিৎকারে বিষয়টি জানাজানি হয়। পরে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।

নাদিরা বেগম কান্না বলেন,’আমার স্বামী দীর্ঘদিন কলেজের শিক্ষকতা করেছিলেন। তার কলেজের কর্মচারিরা কয়েকদিন ধরে তাকে ফোন করছিল। তিনি মামলা নিয়ে মানসিক দুঃচিন্তা করছিলেন। সকালে নামাজ পড়ে হাঁটতে যান তিনি। পরে আমি দ্বিতীয় তলায় ফাঁকা ঘরে গিয়ে দেখি তিনি গলায় ফাঁস দিয়েছেন।’

যুদ্ধে ইউক্রেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জেমস ল্যান্ডালে। এতে ব্লিনকেন বলেন, ইউক্রেনকে সহযোগিতার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। একইসঙ্গে পুতিনের শুরু করা এই যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়াতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, এই যুদ্ধে ইউক্রেনীয়রা কি জয় পাবে? এর উত্তরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কখনও না কখনও অবশ্যই জয় পাবে। আমি বলতে পারছি না এই জয়ের জন্য কত সময় লাগবে। তবে রাশিয়া এই সাড়ে ৪ কোটি ইউক্রেনীয়কে ‘বশীভূত’ করতে পারবে না।

সাক্ষাৎকারে রাশিয়ার হামলা নিয়ে উদ্বেগ জানান ব্লিনকেন। তিনি বলেন, রাশিয়ার বাহিনী ‘বর্বর’ পদ্ধতিতে ইউক্রেনের নাগরিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এর ফলে ইউক্রেনের মানুষ ভয়ঙ্করভাবে ভুগছে। তিনি বলেন, আমরা দেখেছি রাশিয়া এমন সব স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে যা ইউক্রেনের নাগরিকদের বিদ্যুৎ, পানি ও তাপ সরবরাহ করত। দুঃখজনকভাবে পুতিনের অধীনে রাশিয়া এই পদ্ধতিই ব্যবহার করছে।

আমরা সামনের দিনগুলোতে রাশিয়ার থেকে এমন আরও আচরণ দেখতে পাব।

উদযাপিত হলো প্রথমবারের মতো ‘আবৃত্তি দিবস’

ডেস্ক রিপোর্ট

উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসবের মঞ্চে ২৬ ফেব্রুয়ারি শনিবার উদযাপিত হলো প্রথমবারের মতো ‘আবৃত্তি দিবস’। এবছর ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসবের উদ্বোধনী দিনে আবৃত্তির জন্য একটি দিন দাবি করে এ ঘোষণা দেয়া হয়। আয়োজকেরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মাসটিকে এই উদযাপনের জন্য প্রকৃষ্ট মনে করে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ শনিবারকে এবার থেকে আবৃত্তি দিবস উদযাপনের জন্য বিশ্বের আবৃত্তি প্রেমীদের প্রতি আহ্বান জানায়।

ওই ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই অন্তর্জালে উদযাপিত হয় আবৃত্তি দিবস। দিবসটিকে উদযাপনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবৃত্তি শিল্পীরা অন্তর্জালে যুক্ত হন এবং এ দিনটিকে স্বাগত জানান। এদের মধ্যে যে সব আবৃত্তির বরেণ্য শিল্পীরা যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. ভাস্বর

আয়োজকেরা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ শনিবারকে এখন থেকে আবৃত্তি দিবস হিসেবে উদযাপনের জন্য বিশ্বের আবৃত্তি প্রেমীদের প্রতি আহ্বান জানায়।

ব্যানার্জী, ড. অমিতাভ কাঞ্জি লাল, কাজী মাহতাব সুমন, লায়লা আফরোজ, দেওয়ান সাঈদুল হাসান, নাজমুল আহসান, লিজা চৌধুরী, তাপস মাইতি, নন্দনী রাহা সোম, অলোক মুখার্জী, মহুয়া মুখার্জী, কৃষ্টিনা রোজারীও, শবরী মুখোপাধ্যায়, ক্লারা রোজারীও, কমল কুজুর। যে সব আবৃত্তি সংগঠন এ দিনটিকে স্বাগত জানিয়ে উদযাপন করে তাদের মধ্যে ছিল যুক্ত রাষ্ট্র থেকে ‘আটলান্টা আবৃত্তি চর্চা’ ও ‘ক্রান্তি’। কানাডা থেকে অংশ নেয় ‘ললিতকণ্ঠ’ এবং বাংলাদেশের অনন্যতম আবৃত্তি সংগঠন ‘কথা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র’।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গত সপ্তহান্তেই আমেরিকার সব রাজ্যে সাধারণ গ্যাসোলিনের মূল্য চার ডলার ছাড়িয়ে গেছে। রাজ্য অনুযায়ী জ্বালানি মূল্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে আমেরিকায়।

শীতের মৌসুম চলে গিয়ে আমেরিকায় এখন উষ্ণতার মৌসুম শুরু হচ্ছে। বছরের এ সময়টিতে দেশের অভ্যন্তরেই লোকজন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে থাকে। আমেরিকার বাইরে থেকেও পর্যটক আসতে শুরু করে। গত দুই বছরের মহামারির পথ পেরিয়ে আমেরিকা এখন উষ্ণ আবহাওয়ার সম্মুখীন। মানুষ আবার বেরিয়ে পড়ছে। এ বেরিয়ে পড়ার কারণেই জন ও যান যাতায়াত বেড়েছে। টান পড়েছে গ্যাসোলিনের পাম্পে আর জনগণের পকেটে। ক্যালিফোর্নিয়া, ইলিনয়েস, নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, পেনসিলভেনিয়া এবং হাওয়াই অঙ্গরাজ্যে গ্যাসোলিনের মূল্য সবচেয়ে বেশি। পাম্পে মূল্য ঝুলিয়ে রাখার নিয়ম থাকলেও কোনো কোনো পাম্পে দিনে চারবার মূল্য তালিকা বদলাতে হচ্ছে।

গ্যাস বাড়ি নামের এক প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষক প্যাট্রিক ডি হ্যান বলেছেন, গ্যাসোলিনের প্রতি গ্যালনের মূল্য চার ডলার নিয়ে অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ নেই। খুব দ্রুতই এ মূল্য দ্বিগুণ হবে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন। তিনি বলেন নিকটঅতীতে এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়নি। জ্বালানি উৎপাদনের বড় দেশ রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির ফল আমেরিকার জনগণকে ভোগ করতেই হবে। জাতীয়ভাবে আমেরিকার দুই দলের ঐক্যমতেই রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ দখলে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে আমেরিকার জনগণকে এখন মূল্য দিতে হবে বলে বিশ্লেষক প্যাট্রিক ডি হ্যান মনে করেন।

যুদ্ধের উত্তাপ আমেরিকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাশিয়ার কাছ থেকে চাহিদার ৪০ শতাংশ আমদানি করে থাকে ইইউর দেশগুলো। ইউরোপিয়ান কমিশন বলেছে, রাশিয়া থেকে যে পরিমাণ গ্যাস আমদানি করা হয়, তা দুই-তৃতীয়াংশ কমানো হবে। ইইউ ও যুক্তরাজ্য যদি জ্বালানি আমদানি বন্ধ করে, তবে রাশিয়ার অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ রুশ অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি এই জ্বালানি রপ্তানি।

ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযানের প্রভাব পড়েছে ধাতুর বাজারেও। গাড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, এমন ধাতুর দাম ক্রমাগত বাড়ছে। এ অবস্থায় গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পড়েছে শঙ্কায়। এর প্রভাব এমনকি গাড়িভাড়া থেকে শুরু করে সব স্তরে পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে গাড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এমন প্রায় সব ধাতুর দাম বাড়ছে। গাড়ির বাইরের আদল তৈরিতে ব্যবহৃত অ্যালুমিনিয়াম থেকে শুরু করে ক্যাটালাইটিক কনভার্টারে ব্যবহৃত প্যালাডিয়াম, বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারিতে ব্যবহৃত নিকেল—সবকিছুর দাম বাড়তি।

ফলে বাড়ছে গাড়ির উৎপাদন ব্যয়, যার দায় শেষ পর্যন্ত এসে পড়বে সাধারণ মানুষের ওপর। গত সোমবার অ্যালুমিনিয়াম ও প্যালাডিয়াম—উভয় ধাতু বিক্রি হয়েছে রেকর্ড দামে। আর মঙ্গলবার নিকেলের দাম প্রথমবারের মতো টনপ্রতি ১ লাখ মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। নিকেল কিন্তু শুধু বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারিতেই ব্যবহৃত হয় না। এর একটা বড় অংশ যায় স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদনে। ফলে এই দর বৃদ্ধির অনেক বড় প্রভাব পড়বে বাজারে। ধাতুর দর বৃদ্ধির বড় প্রভাব পড়বে সার্বিক শিল্প উৎপাদনে। কতটা প্রভাব পড়ছে? সেটা জানা যাবে গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের ডাই-কাস্ট তৈরি ও সরবরাহ করা প্রতিষ্ঠান অ্যালুডাইনের প্রধান নির্বাহীর আন্দ্রেস ওয়েলারের বক্তব্য থেকে। তিনি জানান, শুধু জ্বালানি ও অ্যালুমিনিয়ামের দাম বাড়ার কারণে গত চার মাসে তাঁদের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে ৬০ শতাংশ। তিনি জানান, প্রতিষ্ঠানটি বছরে ১২০ কোটি ডলারের পণ্য বিক্রি করে। গত চার মাসে তাদের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে কয়েকশ মিলিয়ন ডলার।

মার্কিন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এলএমসি অ্যান্ড জেডি পাওয়ারের তথ্যমতে, গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন একটি গাড়ির গড় দাম ছিল ৪৪ হাজার ৪৬০ ডলার, যা ২০২১ সালের একই মাসের তুলনায় ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি। জার্মান গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ফক্সওয়াগন ও বিএমডব্লিউর ওপর এরই মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধের বড় প্রভাব পড়েছে। একটি গাড়ি তৈরিতে গড়ে প্রায় ৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের তার লাগে। আর এর বড় সরবরাহকারী দেশ ইউক্রেন। আর ধাতুর ক্ষেত্রে জার্মান গাড়ি উৎপাদকেরা রুশ সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। ২০২০ সালে তারা জার্মানির মোট নিকেল আমদানির ৪৪ শতাংশ, টাইটেনিয়ামের ৪১ ও প্যালাডিয়ামের ১৮ শতাংশই এসেছিল রাশিয়া থেকে।

ধাতুর বাজারে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, তা সামনের দিনে আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন বাজার বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, এর প্রভাব বহুমুখী। গাড়ি উৎপাদনে এর সরাসরি প্রভাব পড়বে, যা যাতায়াত খরচ থেকে শুরু করে জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে। এছাড়া ধাতু থেকে তৈরি অন্য পণ্যের দামও বাড়বে এর প্রভাবে। নতুন শিল্প স্থাপন কঠিন হয়ে পড়বে। প্রভাব পড়বে অবকাঠামো খাতেও। আর এটি শুধু ইউরোপে নয়, গোটা বিশ্বে।

আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম

ফজলুর রহমান চৌধুরী

ছোট বেলায় শুনেছি আমাদের 'হিয়ালা' গ্রাম নাকি একটা 'নবসনা' গ্রাম। এ কথাটা একটু গর্ব করে বলতে শুনেছি অনেককে। অর্থাৎ প্রথমত তারা এ কথা বা শব্দ দ্বারা বুঝাতে চাইতেন তুলনামূলক এ গ্রামে শিক্ষিত ভদ্র, ন্যায়বিচারক, দরবেশ, মানবিক দয়ালু লোকের বসবাস বেশি। দ্বিতীয়ত বুঝাতেন, এ গ্রামে হিন্দু, মুসলমান, ধনী, গরীব, উচ্চ নীচ, বিভিন্ন পেশার মানুষ একত্রে মিলে মিশে, আনন্দ ফুর্তিতে বাস করত। গ্রামের অনেক মুরুব্বীয়ানদের ন্যায়পরায়ণতা, মানবিক গুণাবলী, গরীব মানুষদেরঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজ খবর নেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি, কিছু কিছু দেখেছিও।

পার্শ্ববর্তী কয়েকটা গ্রাম মিলিয়ে পঞ্চায়েত ছিল, বার পঞ্চায়েত, ষোল, আটাশ এরকম ছিল। প্রত্যেক গ্রামের জ্ঞানী গুণী, বুদ্ধিমান, পরোপকারী, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে এ কমিটি গঠন করা হতো। মূল কথা একে অপরের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা, স্নেহ মমতা ও আন্তরিকতা অনেকাংশেই বেশি ছিল। নীতি আদর্শের ক্ষমতা অগ্রগণ্য ছিল। আজ থেকে ৩০,৪০,৫০ বছর পূর্বে অত্র ভাটী এলাকার কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এখন থেকে অনেক দুর্বল ছিল। ৮ মাইসা একমাত্র বর্ষানির্ভর ধান ছিল যা অগ্রহায়ন মাসে কাটা হত।কিছু নির্দিষ্ট জমিতে বোরো ধান ফলত ইরি ধান আসার পূর্বে। শুকনো মৌসুমে কিছু রবিশস্য,আলু সবজি চাষ হত।ছিল না টাকা কড়ির প্রাচুর্য, অট্টালিকা, এত বিদেশী ইনকাম।

মানুষ বিভিন্ন ভাবে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে কষ্ট করত, সংগ্রাম করত।সামাজিক জীবনে ঝগড়া ঝাটি যে হত না তা নয়। তবে সবাই মিলে মিশে আনন্দ ফুর্তি, নৌকা দৌড়, বিভিন্ন খেলাধূলা, আধ্যাত্মিক জিকির আসগার, মাহফিল গজলের আসর, গান বাজনা সবই করত মানুষ। বিশেষ করে ফুটবল খেলাকে ঘিরে গ্রামের মানুষ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যেত। সারাদেশেই অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। আমাদের এলাকায় ফুটবলের একটা মৌসুম ছিল। ধান টান, ফসল কাটা শেষ করে গ্রামে গ্রামে ফুটবলের আসর, টুরনামেন্ট জমত। এ ঐতিহ্যবাহী ফুটবল খেলা গ্রামের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। আমাদের গ্রামে পূর্বকাল থেকেই সর্বদা একটা ভাল ফুটবল টিম ছিল, থাকত। একটি ভাল ফুটবল কমিটি, সিনিয়র প্লেয়ার, এ সংক্রান্তে উৎসাহী, জানাশোনা শিক্ষিত মুরুব্বীদের মাধ্যমে পরিচালনা করা হত। কলকাতা, ঢাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া এ গ্রামের ফুটবলপ্রেমিক ছাত্ররাও হৃদয়ের টানে, গ্রামের মানুষের ভালবাসার টানে, ঐতিহ্য রক্ষা ,গ্রামের সম্মান বৃদ্ধির জন্য গ্রামের টিমে ফুটবল খেলতেন, যা অনেক মজার, অনেক আনন্দের।

আমাদের গ্রামের কিছু খেলোয়াডদের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, বেশিরভাগ পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন, আমার সমসাময়িক কিছু বেঁচে আছেন। স্বর্গীয় মহানন্দ কাকা, কাচু কাকা, চিনু কাকা, মরহুম মতিউর রহমান চৌধুরী, দরবেশ মিয়া সাব (মক্রমপুর) আপ্পত উল্লাহ তালুকদার, অছিয়ত উল্লা তাং, কানু চৌধুরী, প্রফুল্ল কাকা, প্রমোদ কাকা,তাহিরুল চৌ, (দক্ষিণ সাংগর) দারোগা চাচা, দরবেশ আলী চাচা, এজাবত আলী চৌ,পিরিজ আলী তাং, বলু বাবু, সুন্দর আলী চাচা, মণীন্দ্র কাকা, অঞ্জন মজুমদার দাদা, সাজিদ চাচা, লালা মিয়া চৌ, ছমেদ কাকা, মন্নাফ ভাই, আলীনুর ভাই, জীবন শীল দাদা, আয়ূভ আলী ভাই,লাল মিয়া, রহমান কাকা, তিতু কাকা, ছুরাব আলী ভাই,নজির ভাই-সিরাজভাই-তাজ উদ্দিন, (মক্রমপুর) খোকা দাদা(তেরাতিয়া),রেজাক ভাই (নিশ্চিন্তপুর)। আমার সমবয়সী হীরা, মখলিছ, রেনু,আলাউদ্দিন চৌ,সফিক, সিরাজ, নুরমিয়া, লুৎফুর, গেদন,কামরুল,নুর মিয়া,দীপন,মহিবুর, কাজলমিয়া,সাবলাল কাকা, গোলাপ, লুৎফুর, নিশীথ, অরুন, ফুলমিয়া, মানিক (সৈয়দ কামরুল) সমুজ আরও অনেক। তাদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা ,জীবিতদের নেক হায়াত নসীব করুন আল্লাহ পাক। গ্রামের কোন ফাইনাল খেলা বা গুরুত্বপূর্ণ কোন ম্যাচ হলে সারা গ্রামে, এলাকায় আলোচনার ঝড় বয়ে যেত,পুরো গ্রামের ছোট বড়, আবাল বৃদ্ধ পুরুষ প্রস্তুতি নিয়ে চলে যেতেন খেলোয়াডদের উৎসাহ, সাহস দিয়ে বিজয় নিয়ে আসার জন্য। সবার মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেত। সারা গ্রামের সকলে সাধ্যমত অর্থ , চাঁদা দিয়ে খেলার খরচে সহযোগিতার হাত বাডাতেন। সবছেয়ে যে বিষয়টি খুবই ভাল লাগত, ভালবাসা ও আনন্দের বন্যায় হৃদয় মন আন্দোলিত হত তা হল -অনেক সময় কোন একজন ভাল অত্যাবশ্যকীয় খেলোয়াড়ের ম্যাচের দিন জরুরী কাজ পরে গেলে অন্য সবাই মিলে আগেরদিন তার কাজগুলো সমাধা করে ফেলতেন। এমনকি একজন গৃহস্থের ঘরে স্থায়ী রোজগার থাকা একজন প্রয়োজনীয় প্লেয়ারের জন্য অন্য সাথী বন্ধুরা ঐ গৃহস্তের জরুরী কাজগুলো প্রায়শ সেরে ফেলতেন।

বাংলাদেশের এ করোনা মহামারির কারণে পৃথিবীর অনেক দেশের মত অর্থনীতির চালিকাশক্তি ব্যবসা বাণিজ্যে যে ধস, স্তব্দ ,বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে, হবে তা পুষিয়ে উঠতে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে অনেক বেগ পেতে হবে, সময় লাগবে। সরকারের বিভিন্ন সাহায্য, প্রণোদনা, আর জনগণ, দয়ালু সম্পদসালী মানুষের সহায়তায় পরিস্থিতি সামাল দেয়া হচ্ছে। এভাবে বেশিদিন চল্লে কি হবে একমাত্র আল্লাহ পাক জানেন।খেটে খাওয়া, শ্রমজীবী , নিঃস্ব মানুষদের দুর্ভোগ বাড়বেই।

মৃত্যুর মিছিল ত চলছেই।আল্লাহ সকলকে হেফাজত করুন। তবে এ কথা বলা যায়, অনেকটা কৃষি নির্ভর অর্থনীতির বাংলাদেশে, কৃষিকাজ, কৃষক, কৃষিশ্রমিক বেঁচে থাকার বড় ধরনের সহায়তা পাবে।প্রবাসীদের ভূমিকা ত বলার অপেক্ষা ই রাখে না। যে কথাটা আবারও বলতে চাচ্ছি, ১৯৭১ সনের জুলাই মাস সম্ভবত স্বাধীনতা যুদ্ধের মাঝামাঝি ।পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের দেশের সবকিছু , স্কুল, কলেজ , অফিস আদালত স্বাভাবিকভাবে চলতে নির্দেশ দেয়।এলাকায়, ইউনিয়নে, থানায় স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শান্তি কমিটি গঠন করে। মুক্তি বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য স্থানীয় লোকদের দ্বারা রাজাকার বাহিনী সৃষ্টি করে।আমাদের গ্রামে ও রাজাকার বাহিনীর একটি ক্যাম্প ছিল। পাকিস্তানি মিলিটারি মাঝে মধ্যে তাদের পছন্দ মত ভাটি এলাকা বড় নৌকা যোগে ভিজিট করত।হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা -যেমন জিউল্লা , মাকালকান্দি গ্রামে গিয়ে নির্বিচারে গুলি করে নর-নারী হত্যা করে। তখন আমাদের পূর্ব হাটির স্বপ্না দিদি, সাধনা দিদি ওখানে শ্বশুরবাড়িতে মারা যান।দিদিরা আম্মার ছাত্রী ছিলেন। ভরা বর্ষার পানি গ্রামের চার দিকে থই থই করছে। মার্চের মাঝামাঝি আমি চুনারুঘাট থেকে খালাত ভাই মানিক ভাই সাহেবের সাথে বাইসাইকেলে নিজ বাড়ি হিয়ালা এসেছিলাম।আমাদের এলাকার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সাহেব এবং অন্যান্য রা পাঞ্জাবি মিলিটারি যাতে এলাকায় , গ্রামে না আসে সে চেষ্টা করতেন।বলা হত এখানে কোন মুক্তি বাহিনীর লোক নেই, 'যেসব আচ্ছা আয়'। আমরা ও আল্লার কাছে সবসময় দোয়া করতাম পাকিস্তানি মিলিটারি যেন না আসে। বর্ষার এ রূপ সৌন্দর্যের মাঝে মন সর্বদা ভীত, আতঙ্কিত থাকত। প্রাণের ভয়ে, ইজ্জতের ভয়ে দুর্বিষহ ও বিভীষিকাময় মুহূর্ত সমূহ অতিক্রান্ত করতে হত।

গ্রামের ময়মুরুব্বীয়ান গণ এবং শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পের রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের বলা হয়েছিল আমাদের গ্রামের কোন মানুষের, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের, তাদের বাড়ি ঘর, সম্পদের যেন কোন ক্ষতি করা না হয়। সে মতেই তারা আচরণ করে, তবে রাজাক বাহিনীকে মাঝে হাঁস মুরগী সরবরাহ করা লাগত। একদিন হঠাৎ খবর আসল পাকিস্তানি মিলিটারি দুপুরে তাদের 'রাজাকার ক্যাম্প 'ভিজিট করতে আসবে। ভয়ে আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ, প্রাণ যায় যায়। কখন তাদের কি মর্জি হয়! চারদিকে যা খবর শুনি। বিশেষ করে হিন্দু বাড়ির নারী পুরুষের মানসিক অবস্থা বুঝিয়ে বলার ভাষা নেই। প্রাইমারি স্কুলের মাঠে কি যেন খেলতে ছিলাম, এ হানাদার আসার খবর পেয়ে বাড়িতে এসে দেখি আমাদের বাড়ির প্রত্যেকের ঘরের দরজা লাগানো, ঘরগুলোর ভিতরে শুধু ফিস ফিস শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমাদের ঘরের দরজায় আম্মাকে ডাক দিলে বললেন, মহাজন বাড়ির তোমার কাকা কাকীমারা সবাই মিলিটারির ভয়ে লুকিয়ে আছেন। তুমি সাবধানে বাংলা ঘরে বসে থাক। এভাবে পুবের দাস হাঁটি এবং অন্যান্য হিন্দু বাড়ির সবাই যার যার কাছের মুসলমান বাড়িতে আশ্রয় নেন।

দুর্যোগ দুঃসময়ে একে অপরের প্রতি সহযোগিতা ইতিহাসের সুন্দর সাক্ষী হয়ে থাকবে, আমার মনে দীর্ঘ এক অনাবিল ভাললাগার রেখাপাত যা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্পষ্ট প্রতিফলন আজও বহমান।

নুরুল্লাহর স্বাধীনতা ভাবনা

আবদুস শহীদ

১৯৭১ সালের বর্ষাকাল, অথৈ পানিতে ছয়লাপ হাওরাঞ্চল। সারাদেশে তুমুল উত্তেজনা। পাকিস্তানি সেনারা গ্রামে গ্রামে হামলা শুরু করেছে। নৃশংস অত্যাচারের কথা শুনে আমার মা খুবই ভয় পেলেন। একদিন আমাকে বললেন যে দিকে পারো চলে গিয়ে জালিমদের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। মা-র কথায় খুবই খুশি হলাম। কিন্তু সময় মতো মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে না পারার বেদনা নিজের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ কাজ করত প্রতিনিয়ত। খবর পেলাম ইন্ডিয়ার মেঘালয় রাজ্যের ভালাট যাওয়ার দিন তারিখ ঠিক করে রেখেছে আমার এক খালাতো ভাই। সঠিক সময়ে পৌঁছে গেলাম তাদের বাড়িতে। কাকডাকা ভোরে রওনা হলাম। আমাদের সাথী একজন মৎস্যজীবী। উনি যাবেন স্থানীয় এমপির সঙ্গে দেখা করে জলমহালের ইজারা আনতে। দ্বিতীয় ব্যক্তি নুরুল্লাহ ভাই, তিনি ইউনিয়ন পরিষদের হ্যাটট্রিক করা সদস্য এবং গ্রাম্য সালিশের একজন মান্য ব্যক্তি। নুরুল্লাহ ভাই আলাপচারিতায় খুবই পটু। উনার কথাগুলো একটু ধৈর্য নিয়ে হজম করতে হয়। উনি যখন কথা বলতে শুরু করতেন, মনে হত যেন খাবার কিছু মুখে নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছেন।

কারণ নুরুল্লাহ ভাইয়ের ভীষণ রকমের তোতলামোর বাতিক ছিল।মু ক্তিযুদ্ধ নিয়ে উনার কোন ভাবনা ছিল না। উনি বিশ্বাস করতেন দেশ তো স্বাধীন হবেই। উনার একান্ত ভাবনা ছিল পরের নির্বাচনে কে কে এমপি হওয়ার জন্য নমিনেশন পাবেন। কথার মারপ্যাঁচে নমিনেশন হয়ে যেত নমিনেশন। জ্যৈষ্ঠের ভরা বর্ষায় উতলা হাওরে ভরা যৌবন। নৌকার পালে ভীষণ তেজী হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে একদিনের নৌপথে অতি স্বল্প সময়ে পাড়ি দেয়া সম্ভব। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম প্রথম গন্তব্যে। দিরাই থানার (উপজেলা) ভাটিপাড়া হাইস্কুলে। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প। প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট জন মুক্তিযোদ্ধার কমান্ডার। আমাদের কাসেম মামা। উদ্দেশ্য হলো কমান্ডারের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বাকি রাস্তা পাড়ি দেয়া। যাতে হাওর এলাকায় টহলদারি মুক্তিযোদ্ধা আমাদেরে সন্দেহ না করে। কমান্ডার সাহেব আমাদের উদ্দেশ্যের কথা জেনে ছাড়পত্র লিখে দিলেন। অনেক ধরনের আধুনিক অস্ত্রের সমাহার দেখে আমি ভীষণ কৌতুহলি হলাম। কমান্ডার সাহেব সংক্ষেপে কিছু দূরপাল্লার অস্ত্রের বর্ণনা দিলেন। হ্যান্ডগ্রেনেড যে ৩০৩ রাইফেলের সাথে সংযোগ করেও অনেক দূরে নিক্ষেপ করা যায় তাও জানা গেল। মাঝি আবার নৌকায় পাল খাঁটাল, পালের রশিটা টান টান করে বেঁধে দিল নৌকার পেছনের গোড়ার সাথে। ইতিমধ্যে আকাশে মেঘ আর সূর্যের লুকোচুরি খেলা চলছে। সময় জানান দিল ক্ষুধার সংক্ষেত। দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে। আমরা একটি জেলেপল্লীর পাশে চলে এসেছি, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল। সূর্যের লাল আভা দিনের সমাপ্তি জানান দিল। একটু পরেই হাওর পারের গ্রামের ঘরে ঘরে সন্ধ্যাবাতি জ্বলবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম পাশের গ্রামের নিরাপদ স্থানে নৌকা বেঁধে রাতযাপন করব। জেলেরা হাওরে মাছ ধরা শেষে বাড়ি ফিরছে। এক জেলেনৌকা থেকে জিয়ল মাছ সংগ্রহ করে রাতে খাবারের আয়োজন করা হলো। পুরো দিন ক্ষুধার্ত থেকে অনেক আয়েশ করে রাতের খাবার খেলাম। আমরা সবাই নৌকায় বসে বসেই ক্লান্ত হয়ে একসময় শুয়ে পড়লাম।

ভোরে আবার হাওর পাড়ি দেবার প্রস্তুতি। কত নাম না জানা হাওর বর্ষার পানিতে ছয়লাব হয়ে বিশাল সাগরের রূপ ধারণ করেছে। শনির হাওরের নাম জ্ঞান হবার পর থেকেই শুনে আসছি। শনির হাওর পাড়ি দিতে হবে মনে হতেই গা ছমছম করা ভাব। শনির হাওরের এক কোনা পেরিয়ে যখন আমাদের নৌকাখানা খরচার হাওরে প্রবেশ করে তখন মনে দারুণ আশার উদ্রেক হলো, কারণ খরচার হাওরের একপাশেই বিশাম্বরপুর, আমার প্রিয় বন্ধু বশীরের বাড়ি। বন্ধু বশীরের মুখ থেকে খরচার হাওর আর বিশাম্বরপুরের অনেক গল্প শুনেছি, কিন্তু সময় আর সুযোগের গাণিতিক মিল হয়নি, তাই আসা হয়নি। এবার যেন এক মোক্ষম সময় এসে গেল হাতের নাগালে। এখন প্রশ্ন হলো, বশীর কি বাড়িতে আছে? না মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে, জানার আগ্রহ ও ভাবনার মধ্যেই মাঝি বলল, আমরা বিশাম্বরপুর বাজারে এসে গেছি। অনেক ভেবেচিন্তে বিশাম্বরপুর বাজারে নৌকা বাঁধা হলো। তখন সময় বিকাল, মেঘ ভাঙ্গা রোদটা এখনও ফুরিয়ে যায়নি। বাজারের এক চায়ের দোকানে প্রবেশ করে দেখি লোকজন নেই দোকান একদম ফাঁকা। একটা ছেলে দৌড়ে এসে আমাদেরে বসাল, তারপরই জিজ্ঞেস করে কি খাবেন, রসগোল্লা না লেম্বুসটি। বললাম রসগোল্লা দাও, আর দ্বিতীয়টা কি বুঝলাম না। কিছু না বলেই ছেলেটা চলে গেল মনে হলো লজ্জা পেয়েছে। টেবিলে রসগোল্লার প্লেট রেখে চা আনতে গেল। লেবু মিশ্রিত চা দেখেই আবিষ্কার করলাম লেম্বুসটি মানে হয়ত সে লেবুর চাকে বুঝাতে চেয়েছে। সে বাংলিশ বলেনি, এটাই বুঝা গেল। ছেলেটাকে ডেকে কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম বন্ধু বশীরের কথা, সাথে সাথেই সে বলল, হাঁ চদরীসাব তো সারাদিন বাজারেই ছিলেন, আপনারা আসার কিছু আগই বাড়ি গেলেন, তবে তিনার মনটা খুবই খারাপ। বশীরের মন খারাপের কারণ আমি ঐ ছেলের কাছে জানতে চাইনি, শুধু জিজ্ঞেস করি বশীরকে একটা খবর দিতে পারবে? সে বলল পারবো। আমি আমার নাম ঠিকানা একটা কাগজে লিখে ওর হাতে দিয়ে তার ফিরে আসার অপেক্ষায় রইলাম। কিছুক্ষণ পরই বন্ধু বশীর এসে হাজির, আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলল, চল বাড়ি যাই, আমি তার হাসিতে স্বভাবসুলভ আন্তরিকতা পেয়ে খুবই খুশী হলাম। পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটার দূরত্ব পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম তাদের বাড়িতে। বশীরের বাবা জবান আলি চৌধুরী সাহেব ছেলের বন্ধু হিসেবে আমাকে আগে থেকেই চিনতেন। ওনার সাথে কুশলবিনিময় করা হলো। তারপর চা নাস্তা আপ্যায়ন শেষে বশীরকে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। তার মুখের কথায় একটা বিষন্নতা এনে সে বুঝাল, এখন আর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়া যাবে না। কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবুও গিয়ে দেখা যাবে। পরদিন সকালের নাস্তা সেরে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। বশীরের নির্দেশনায় কিছুদূর নৌকায় করে সম্ভবত স্থানীয় চিনাকান্দি বাজারে পৌঁছলাম। নৌপথের সমাপ্তি ওখানেই টানতে হলো। তারপর পদযাত্রা, সবাই গল্প করে করে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সামনে তাকিয়ে দেখি সবুজ গাছপালাবেষ্টিত বিশাল উঁচু পাহাড় আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এটাই বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মেঘালয়ের পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে দেশত্যাগী লাখো বাঙালি শরণার্থী হিসেবে বসবাস করছেন। কিছু সামনে এগুতেই দেখা গেল বিরাট খালের আকার ধারণ করে প্রবল স্রোতধারা বয়ে আসছে সমতলে। এই ঝর্ণাধারা পার হয়ে আমাদের যেতে হবে গন্তব্যে। পানির গভীরতা যে বেশি হবে না তা অনুভব করা যায়। পরনের প্যান্ট যতটুকু সম্ভব টেনে উঠালাম। আমাদের থেকে ১৫-২০ গজ দূরেই দলবেঁধে শরণার্থী কিশোরী যুবতী মহিলারা ঝর্ণার পানিতে গোসল করছে। তাকিয়ে দেখি আমাদের সহপাঠী বেশ কয়েকজন দিব্যি তাকিয়ে আছে, হয়ত কিছু লজ্জাবোধে ওরা নির্বিকার। মুহূর্তেই চোখ নামিয়ে স্রোতের গভীরতায় তলিয়ে গেলাম। মনে হলো কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায়। ঐ মেয়েগুলো কখনও শান বাঁধানো ঘাটলা কিংবা বাথরুম ছাড়া এভাবে খোলা জায়গায় গোসল করার প্রশ্নই আসতো না যদি না হানাদার বাহিনী তাড়া না করতো।

মেঘালয় অঙ্গরাজ্যের এক পাহাড়ি উপত্যকার নাম ভালাট। এখানে অনেক উপজাতির বসতি। পাহাড়ের পাদদেশে বিরাট সমতল ভূমিকে পরিকল্পিত করে গড়ে তোলা হয়েছে শরণার্থী ক্যাম্প। বাঁশের বেড়া আর শালপাতার ছাউনি দিয়ে লম্বা লাইনে ঘর করে দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ দিকে একটু এগুলোই চোখে পড়ে মনোরম পাহাড় বেষ্টিত স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী কার্যালয়। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ওখান থেকেই বৃহত্তর সুনামগঞ্জ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের গাইড করতেন। টিলা বেয়ে কিছু দূর নিচে নামলেই আরেক শরণার্থী ক্যাম্প। ক্যাম্পের একপাশে ছিল মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং কার্যালয়। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে আসত, তারা প্রথমে এ কার্যালয়ে হাজির হতো ওখান থেকে বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠানো হতো। আমার এক সুহৃদ সফিকুল চৌধুরী ছিলেন ঐ ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর মধ্যিখানে ছিল স্থানীয় উপজাতীয়দের বাজার। বাজারে চায়ের দোকানগুলো সর্বদাই বাঙালির আড্ডায় মুখরিত থাকতো। এমনি এক চায়ের দোকানে দেখা হলো মুক্তিযোদ্ধা তালেব আহমদের সাথে। সুনামগঞ্জ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিল। দুর্দান্ত সাহসী এই মুক্তিযোদ্ধা পরবর্তীতে শহীদ হন।

লাখো মুক্তিযোদ্ধাসহ বাংলার আপামর জনতা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বুকের রক্ত ঝরিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিল, তারা কি আজ সেই কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ পেয়েছে? সে সময়ে শত্রুতা ছিল দৃষ্টির গোচরে, কিন্তু আজকের শত্রুরা দৃষ্টির অগোচরে। ভালাটে বেশকিছু পরিচিত মুখের সাথে দেখা হলো। তাদের মধ্যে কেউই মুক্তিযুদ্ধে যায়নি। অনেকেই সমাজসেবকের ভান করে দিব্যি আরামে কাটাচ্ছে। চারদিন ভালাটের শরণার্থীর সান্নিধ্যে থেকে সফর শেষে আমরা আবার চলে আসি চিনাকান্দি বাজারে যেখানে আমাদের মাঝি আর নৌকা রাখাছিল। এসে দেখি নৌকা বাঁধা আছে কিন্তু মাঝিদুজন লাপাত্তা। খুঁজতে গিয়ে দেখি দুজন এক দোকানে বসা কিন্তু তাদের হাত পাঁ বাধা। পাশেই কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ঘিরে রেখেছে তাদের। অজানা আশঙ্কায় মুহূর্তেই বিরূপ ভাবনার উদ্রেক হল। বশীরের মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। সামনে এগিয়ে গেলাম পরিস্থিতি আঁচ করতে। যেয়ে দেখি মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের একজন আমার পরিচিত। হাইস্কুলে আমার সাথে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। পরে আর এগুতে পারেনি। আমাকে দেখে সেও অপ্রস্তুত হলো মনে হয়েছে। তারপর বলল সন্দেহবশত আটকে রেখেছে। বললাম যুদ্ধের সময়ে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। মাঝি দুজনকে উদ্ধার করে ফিরে এলাম। বিশাম্বরপুর বাজারে বশীরকে নামিয়ে দিয়ে আবার মাঝি পাল তুলে দিল, কারো মুখে কোনো কথা নেই। শান্ত হাওর পাড়ি দিতে দিতে নুরুল্লাহ ভাইয়ের স্বাধীনতার স্বপ্ন হয় দুঃস্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভেঙ্গে যাচ্ছে তাঁর দীর্ঘদিনের স্বাধীনতার ভাবনা।

পেছনের গল্পটি কি জানি?

সৈয়দা সাদিয়া শাহরীন

গটফ্রিড আইজনার ছিলেন স্কুলশিক্ষক। তাঁর স্ত্রী জোসেফিন ভিতাল ছিলেন সেই সময়ের উচ্চশিক্ষিত একজন নারী। জার্মানির একটি মধ্যবিত্ত পরিবার তাঁদের। নিজেদের সন্তানদের সুশিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলাই হয়তো ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁদের বড় সন্তান ক্লারা জন্মেছিলেন ১৮৫৭ সালে। তখন হয়তো ক্লারার বাবা-মা বুঝতেই পারেননি তিন সন্তানের মধ্যে মেয়ে ক্লারা ইতিহাসে নাম লেখাতে যাচ্ছে! কীভাবে? সে গল্পই তো বলছি।

ক্লারা জোসেফিন আইজনার জার্মানির লাইপ্‌ৎসিশ টিচারস কলেজ ফর উইমেন থেকে পড়াশোনা করেন। স্বাধীনচেতা বাবা-মা চেষ্টা করেছিলেন সন্তানদের সেরা পাঠদান করতে। ক্লারা তাঁদের চেষ্টা বৃথা যেতে দেননি। প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করেছিলেন শিক্ষকজীবন। স্কুলজীবন থেকেই নারী শিক্ষা নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। নারী ও পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে। ১৮৭৮ সালে যোগদান করে কাজ করছিলেন সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির হয়ে।

বিসমার্কের সমাজতন্ত্র বিরোধী আইনের খপ্পরে পড়ে ১৮৮২ সালে তাঁকে চলে যেতে হয় ফ্রান্সের প্যারিসে। কারণ, জার্মানিতে তখন কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ড করা বারণ। প্যারিসে গিয়ে তাঁর পরিচয় হয় রুশ বিপ্লবী ওসিপ জেটকিনের সঙ্গে। প্রেমে পড়ে যান একে অপরের। ক্লারার আরেক নাম হয়ে যায় ক্লারা জেটকিন। বিয়ে করেছিলেন তাঁরা। তাঁদের ছিল দুই ছেলে, ম্যাক্সিম, আর কস্তিয়া। ক্লারা দিনের বেলায় ছেলেদের দেখাশোনা করতেন, আর রাতের বেলা করতেন লেখালেখির কাজ। কাজ করেছেন অনুবাদক হিসেবেও।

ক্লারা জেটকিন

১৮৮৯ সালে ওসিপ খুব অসুস্থ হয়ে মারা যান। ১৮৯০ সালে ছেলেদের নিয়ে ক্লারা আবার চলে যান জার্মানিতে। বিয়ে করেন চিত্রশিল্পী গিয়োর্গ ফ্রিডরিচ জুন্ডেলকে। সেখানে ক্লারা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক প্রেসে কাজও পান।

ওসিপ জেটকিনের সঙ্গে থাকার সময়েই তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। মূলত ওসিপের প্রেরণাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ, মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। তখন থেকেই নারী স্বাধীনতা ও অধিকার নিয়ে দাবি তুলতে থাকেন মার্কসবাদী ক্লারা। টানা ২৫ বছর তিনি ছিলেন জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নারীদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকা ডি গ্লাইচাইটের সম্পাদক।

শুধু নারী মুক্তি আন্দোলন নয়, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। ১৮৯৮ সালের দিকে রোজা লুক্সেমবার্গের সঙ্গে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয় ক্লারার। নারী আন্দোলনে ক্লারার সঙ্গে রোজার অবদানও অনস্বীকার্য। বিপ্লবী ক্লারা ছিলেন কট্টর মার্কসবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। তিনি বিশ্বাস করতেন সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমজীবী শ্রেণির মুক্তি মিললেই মিলবে নারী মুক্তি। তাঁর চোখে লৈঙ্গিক বৈষম্য ছিল অর্থনৈতিক শোষণের পরিণতি। তিনি তাঁর সাংবাদিকতার মাধ্যমে নারীবাদকে বিকশিত করেছিলেন। নিয়মানুবর্তিতা এবং নেতৃত্বদানে তিনি রুশ বিপ্লবী নেতা লেলিনকে তাঁর গুরু মানতেন। তাঁদের মধ্যে ছিল বেশ ভালো বন্ধুত্ব।

যা হোক, ক্লারা ইতিহাসে নাম লেখানো শুরু করছিলেন এভাবেই। তবে তাঁকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রচলনের প্রস্তাবক হিসেবে। ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়।

এর পর ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন সম-অধিকার আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে। সেখানেই ক্লারা আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। পরের বছর ১৯১১ সালের ১৯ মার্চ অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডে নারী দিবস পালন করা হয় প্রথমবারের মতো। ইউরোপজুড়ে নারীরা সম-অধিকার, লৈঙ্গিক সমতা ও ভোটাধিকারের পক্ষে দাবি জানায়।

শুরুর দিকে কোনো নির্দিষ্ট তারিখ ছিল না। অনেক দেশ ফেব্রুয়ারির শেষে কিংবা মার্চের শুরুতে পালন করত নারী দিবস। যেমন, আমেরিকায় জাতীয় নারী দিবস পালন করা হতো ফেব্রুয়ারির শেষ রোববারে। আবার রাশিয়া প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ শনিবারে। তারিখটি অবশ্য জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছিল। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে তা ৮ মার্চ।

১৯১৪ সাল থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ পালিত হতে লাগল নারী দিবস। পরে ১৯৭৫ সালে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় জাতিসংঘ। তার পর থেকে সারা পৃথিবীতেই পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। একেক বছর একেক রকম প্রতিপাদ্য থাকলেও দিনটি বারবার নারীর সম-অধিকার আদায় ও লৈঙ্গিক সমতার কথাই বলে যায়। আর সে কথা বলার জন্য যে ক্লারা জেটকিনই প্রশ্রয় দিয়েছেন, তা বোধ হয় অনস্বীকার্য। আর তাঁকে হয়তো প্রশ্রয় দিয়েছিল তাঁর বাবা-মা, ওসিপ কিংবা রোজার সঙ্গ।

হারুন ভাই চলে যাওয়ার এক বছর

ফারুক ফয়সল

হারুন ভাই, আমাদের সকলের প্রিয়—শফি চৌধুরী হারুন ভাই আমাদেরকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন ২০২১ সালের ৪ মার্চ। তাঁর চলে যাওয়ার এক বছর হয়েছে। গত ৪ মার্চ ছিল তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। শফি চৌধুরী হারুন নিউইয়র্কের অভিবাসী বাঙালি সমাজে তাঁর স্বভাব মাধুর্য্যে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ও কর্মগুণে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়মুখ ছিলেন। তাঁকে সকলেই ভালোবাসতেন।

অজাতশত্রু এই মানুষটি সদাহাস্যমুখ ছিলেন। সবচেয়ে হাসি খুশি থাকতেন ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে। খুব যত্ন করে তাদের গান শেখাতেন। উদীচী স্কুল অব্ পারফর্মিং আর্টসের খুব জনপ্রিয় সংগীত শিক্ষক ছিলেন। উদীচী যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র সভাপতি ছিলেন। আনন্দধ্বনির নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন কণ্ঠশিল্পী। ষাট দশকের শেষভাগে ঢাকার রাজনৈতিক উত্তপ্ত দিনগুলোতে শফি চৌধুরী ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে গণসঙ্গীত নিয়ে রাজপথের আন্দোলনে ছিলেন।

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সারাজীবন তাঁর সব সময়ের সঙ্গী ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীতে আচ্ছন্ন ছিলেন নিউইয়র্কের বাঙালি বিদগ্ধ সমাজ। তাঁর স্ত্রী জেবু চৌধুরীও সকলের প্রিয় মানুষ। তিনি উদীচী স্কুল অব পারফর্মিং আর্টসের বাংলা ও চিত্রাঙ্কন বিভাগের শিক্ষক হিসাবে ছাত্র ও অভিভাবকদের খুব প্রিয়। শফি চৌধুরী ও জেবু চৌধুরীর একমাত্র সন্তান কন্যা আতুশা চৌধুরী পড়াশুনা শেষ করে কর্মরত এবং স্বামীর সঙ্গে সাউথ ক্যারোলিনায় বসবাসরত। জেবু চৌধুরী ও আতুশা চৌধুরী পরলোকগত শফি চৌধুরী হারুন ভাইয়ের জন্য আপনাদের নিকট দোয়া প্রার্থী। আসুন, আমরা হারুন ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করি তিনি যেন পরলোকে ভালো থাকেন! পরম করুণাময় স্রষ্টা যেন তাঁকে জান্নাত দান করেন!

শফি চৌধুরী হারুন

চোখ দু’টো

এবি ছিদ্দিক

বকুলসিক্ত চোখ দু’টো
হাউই হয়ে উড়ে বেড়ায় পুবাল ঊর্মি হাওয়ায়!
ক্ষণে ক্ষণে বিষাদের দূরাকাশে!

অথচ উর্বর সময়ে কাজল কালো চোখের জোয়ারে
কেটে যেতো গুমোট সময়!
ছুঁয়ে দিতো কথাকাব্যের শিথিল গতর!
চৌম্বক দৃষ্টি—অলিখিত কথার ফুলঝুরি
মুখখানি দৃশ্যমান মহাকাব্য
উঁহু! সময়টা পদ্যময়!
আর মান-অভিমান
সে তো অন্তহীন সুখের স্মারকস্তম্ভ!
অষ্টাদশী বাগিচার গুপ্তধন এক কবির করতলে!
আসি আসি বলে দোদুল্যমান মন ঘুরালো!
চোখ ফেরালো! পথও বেঁকে গেলো!
ঘড়ির কাঁটা টিকটিক পথ বেয়ে গেলো।
অকস্মাৎ ফিরে আসলেও ফিরে যায়
মিটিমিটি আলো জ্বেলে
নীলাকাশের আঙিনায় এখনো...।

অগোছালো পঙক্তি

কাকন রেজা

জানার দরকার নেই, বাতাসেরা জেনে গেছে সমূহ গোপন
বৃক্ষ জানে না, পাখি জানে, বীজ কীভাবে হয়েছে রোপণ

কাকেরা ডেকে যায়, বিপন্ন ঘন্টা বাজায় লাল দমকল
মগজ ও নীলক্ষেত পোড়ে, অশ্রুর নাম আগুনের জল

যুদ্ধের কথা বলি, মৃত্যু যেখানে ঊহ্য, অহং জেগে থাকে
যে পিতা সন্তান হারায়, তাকে শুধু বিষাদ মনে রাখে...

প্রস্তুত হয়ে আছি, যেতে হবে নিশ্চিত, পথের বাড়ন্ত ঘর
আকাশ ঢাকে বিমানের ডানায়, জীবনের অবসর

গিয়েছিলো সে, ফিরেছে আবার, ঘর নয় ধূপছায়া মাঠে
বিষাদ ও ক্ষোভ আঁকে দৃশ্যের কল্প ঘুমন্ত কফিনের কাঠে।

এ যে করোনাকাল

মিনহাজ আহমদ

হঠাৎ কোলাহল থেমে গেল, নিশ্চুপ হলো চারিদিক
রাস্তায় নেই গাড়ির শব্দ। বেদখল শহর, নেই কিছু ঠিক
একটা মাতালও নেই রাস্তায়, ভিখেরি ভুলেছে ভিক্ষা
ব্যর্থ ডিগ্রি, ব্যর্থ মাদুলি-কবচ, আমূল ব্যর্থ শিক্ষা।

যেনো ইশারা পেয়ে কুকুরগুলো হয়েছে স্তব্
শিশুরাও ভুলেছে খেলা, বড়রা হয়েছে জব্দ
পার্কে দোলনা বাতাসে খায় আপন মনে দোল
হাসপাতালে কিরণ বকে যায় আবোল-তাবোল।

জানিনা, কবে হবে দূর কৃষ্ণকালো করোনাকাল
কতশত মৃত্যু পেরিয়ে আসবে নতুন সকাল!

নিকনেম

কেয়া ওয়াহিদ

কিছু সময়ের নিকনেম ‘পাষাণী’ দেয়া যায়__
তুষার ঝড়ের মত তছনছ করে দেয় থাকার ঘর,
আগ্নেয়গিরির মত জ্বালিয়ে দেয় আবাসভূমি
সোনা মোড়ানো সজ্জিত রাজ্যপাটও কখনো কখনো
এড়াতে পারেনা আজন্ম দরিদ্রতা__

রাজবাড়িতেও বিষাদ তুলে রাখার একচিলতে জায়গার অভাব থাকে_
_
গৃহহারা মেঘেরা উড়ে বেড়ায় বলাকার ডানায়
পাণ্ডুর দিন শেষে রাত্রি নামে উত্তর গোলার্ধে__
শিশির শবনম বিলাপে জাগে অপেক্ষার কাকভোর,
শবত্যাগী নিঃশ্বাস ছেড়ে যাওয়ার সময় দোসর খোঁজে না!

ঘোড়দৌড়

জেবুন্নেছা জোৎস্না

উত্তরে হাওয়ায় গেরুয়া পাতার উড়াল মিছিলে-
বেতফুল কষ্ট প্রস্ফুটিত আদ্র পরিজাতে।
প্রাণের অতলে আস্ফালনের অন্ধকারে,
কে যেন অহর্নিশ পালাও পালাও আর্ত চিৎকারে!

খই ফোটা থই থই আকাশ সীমানার নক্ষত্ররাজিতে
অনিশ্চিত মুক্তির অপেক্ষায় নিত্য কতো
তারা মরে জন্মায়, কে খোঁজ তার রাখে!

আমার স্বপ্নেরা তখন অপসৃত ছায়ার বৃত্তে
ক্রমাগত লালচে ইট তারকাঁটায় যায় পেঁচিয়ে !
সব কিছু পিছনে ফেলে রুদ্ধশ্বাসে আমি
ক্রমশ দৌড়াই জীবনের ঘোড়দৌড় বাজিতে!

ডটকম সভ্যতার শেষ শব্দ

ভজন দত্ত

ডট ডট ডটকম সভ্যতার বন্ধ জানালার ভেতর অপার্থিব মায়া মাখিয়ে
বেহালার সুরে সুরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শেষ শব্দটিকে পৃথিবী থেকে
বিদায় জানাতে গিয়ে দেখলাম, সে একটিবারও ফিরে দেখলো না।
পাখিদের সমবেত হাত নাড়া, রঁদ্যার ভাস্কর্য, পিকাসোর তেজিয়ান ঘোড়া,
সব, সব অক্ষত, কিছুই যায়নি ছেঁড়া!
সুযোগ পেলেই বুকের ভেতর ঝিমিয়ে থাকা মূক ও বধির পাগলিটা
মুঠো খুলে এসে দাঁড়ায়, দুহাত বাড়িয়ে বলে আয়, আয়।
চোখের ভাষায় সে আরো কিছু বলতে চেয়েছিল বুঝতে পারিনি,
সিলেবাসে ছিল না বলে চোখের কথা শেখা হয়নি।
কত চেষ্টা করি তাকে নিয়ে দু’লাইন লিখতে, লেখা হয়নি।
গুগল নিমজ্জিত পৃথিবীর ত্রি-নয়ন! ভালোবাসা
এঁকে ভার্চুয়াল খাইয়ে দিচ্ছে জুকারবার্গ।
অ্যান্ড্রয়ডের নীল বন্যায় মুছে যাচ্ছে আমাদের স্বদেশ, আমাদের ঠিকানা
কানাকড়িও দাম নেই ঘাম-রক্ত-কান্নার!

রাজা-রাণীর উন্মুক্ত পোশাক, তবুও পৃথিবীতে বলার মানুষ নেই!
কঠিন শীত নেমে আসছে পৃথিবীতে, আগুন জ্বালানোর শব্দটিকে
টুকু আদর দিয়ে আমরা হৃদয়ে বসাতে পারিনি...।

পাপমোচন

জাকিয়া শিমু

গ্রামের নাম মাঝেরচর। নামের সাথে গ্রামের চায়-চেহারার আদৌ কোনো মিল নেই। চারপাশে বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত। বহুদূরে সবুজফসলের সমুদ্র পেড়িয়ে দিগন্ত ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে আশেপাশের গ্রামগুলো। কোন যুক্তিতে মাঝেরচর গ্রামের নাম হয় তা বোধকরি এঅঞ্চলের আঙুলেগোনা মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সাধারণের কাছে অজানাই রয়ে গেছে। বহুকাল আগের ইতিহাস বলে, বিশাল এক নদী, প্রাচীন বটবৃক্ষের ন্যায় ডালপালা-শাখাপ্রশাখা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ‘ইছামতি’ নাম নিয়ে এ অঞ্চলের বুক চিরে বহুমাইল দূরে পদ্মানদীর সাথে মিশে যায়। ইছামতি নদী পদ্মা নদীর চেয়েও দীর্ঘ নদী ছিল। অবশ্য ইতিহাসের নির্মম সাক্ষী হয়ে আজও হাঁটুজল নিয়েইছামতি বর্ষাকালে বয়ে যায়, উন্নাকালে জলকাদায় মাখামাখি করে।

মাঝের চরে ভানু সাধুর পূর্ব বংশের বসতঘর। কথিত আছে- শতবর্ষ কিংবা তারও আগে ইছামতির বুক চিরে চর জেগে উঠলেভানুসাধুর পূর্ববংশধরের সন্ন্যাস কিসিমের কেউ একজন বহুদূরের জন্মভিটা ছেড়ে একা এই নির্জনে এসে বসত গড়ে এবং দিনরাতসৃষ্টিকর্তার ধ্যানে মগ্ন থেকে আধ্যাত্মিকতার সন্ধান করে যায়। কালক্রমে চরের এলাকা আয়তনে বেড়ে যায়। আস্তে-ধীরে দেশের বিভিন্নঅঞ্চল থেকে মানুষজন চরে এসে ঘরদোর বাঁধে। বিশালাকৃতির সেই নদী মানুষের অত্যাচারে কোনঠাঁসা হয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাহুর মতঅথর্ব হয়ে এককোণে এসে থুবড়ে পড়ে থাকে। যদিও এখনো চারপাশের গ্রামগুলোর নামের সাথে সেই প্রমত্ত ইছামতির যৌবনকালেরতেজোদীপ্ত ইতিহাসের ক্ষয়িত অংশ কিছুটা হলেও সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

ইছামতির মতন প্রায়মৃত হয়ে ভানুসাধু পূর্বপ্রজন্মের সাধু-সন্ন্যাসের রীতিনীতির বাতি নিভু নিভু আঁচে জ্বেলে আজও ভবিষ্যতের স্বপ্নেবিভোর হয়ে ধ্যানে বসেন। সাধু-সন্ন্যাসের সময়কাল গত হয়েছে বহুআগে-ই। কলিকালে এসবে বিশ্বাস প্রায় উঠেই গেছে। আজকালশিষ্যের বড়ো আকাল পড়েছে। তারপরও ভিনগাঁয়ের অখিল বিশ্বাস, কোন এক অজানা আতংকে সেলাইবিহীন লাল কাপড়ে নিজেকেজড়িয়ে ভানুসাধুর পেছন পেছন ছোটেন। অবশ্য আজও নিভৃত গাঁওগেরামের অতি সহজসরল সাধারণ মানুষজন প্রাচীন সেই ধারণাথেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি। সেসব স্থানে কালেভদ্রে ভানুসাধুর ডাক পড়ে বৈকি। সেরকম একডাকে সারা দিতে নয়াশিষ্যঅখিল বিশ্বাসকে নিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকে রওনা দেন ভানুসাধু।

বোশেখ মাস। খাঁ খাঁ দুপুরে সূর্যের গরম তেজ চুইয়ে পড়ে যেন মাথার ওপর। হাঁফ ধরানো ভ্যাপসা গরমে শরীর বেয়ে নোনাজল ঝরেপড়ে। এ অঞ্চলে বর্ষাকালের বাহন যদিও বা নাও- নৌকো কিন্তু উন্নাকালে একমাত্র হাঁটা ছাড়া গতি নাই। যাত্রাপথের এখনো ঢের বাকিআছে। শিষ্যত্ব নেয়ার শুরু থেকে অখিল বিশ্বাস, ভানু সাধুকে- ‘সাধু বাবা’ সম্বোধনে ডাকেন। শিষ্য অখিল বিশ্বাস সাধুবাবার কাছেপাপপুণ্য বিষয়ে বিস্তারিত দীক্ষা নেন। মাথামোটা শিষ্যের কাছে বিষয়টি ঠিক বোধগম্য হয় না, বারংবার গুলিয়ে যায়। যদিও শিষ্যেরদীক্ষা নেয়ার আগ্রহের কোনো-ই ভাটা পড়তে দেখা যায় না। অতীতের পাপমোচনে শিষ্য যেমন সজাগ ভবিষ্যতে যেন অতীতের মত ভুলনা হয় সে বিষয়েও বিশেষ নজরে রাখেন নিজেকে। নিজেকে শুধরে নিতে সাধুবাবার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ খুব মন দিয়ে নিজের মধ্যেধারণের চেষ্টা করে যান। সাধুবাবা হেঁটে চলে, শিষ্য তাকে সামনে রেখে পেছন পেছন ছুটে।

দীর্ঘ যাত্রাপথে, সকাল-দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমে আসে। বিকেলের সোনা রঙ ঝরিয়ে পশ্চিম আকাশ সিঁদুররঙে রাঙ্গিয়ে সূর্যদেব বিদায়নিতে ব্যস্ত। সহসা গরম বাতাস বয়ে যায়। আকাশের তিনদিক নিষককালো মেঘে ঢেকে যায়। অতিরিক্ত গরম বাতাস গোল্লাকারেধূলিবালি উড়িয়ে বৈশাখী ঝড় হয়ে ধেয়ে আসে। এমন সময় তাঁদের যাত্রাপথে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যায় শীর্ণকায় কোমরজলের এক নদী।খেয়াঘাটের মাঝি হয়তো ঝড়ের আভাস পেয়ে দ্রুতই বাড়ি ফিরে গেছে। একই পথের পথিক হয়ে অল্পবয়সী এক মেয়ে কিংবা কারোবাড়ির বউ, পরনে ভাঁজভাঙ্গা রঙিন তাঁতের শাড়ি- খেয়াঘাটে এসে দাঁড়ায়। সামনে নদী, পেছনে বিস্তর পাট ধঞ্চের মাঠ পেরিয়ে তবেইলোকালয়। ঝড়ের এই সুচনালগ্নে, সামনে কিংবা পেছনে কোথায়ও ফেরার পথ খোলা নেই। ঝড়ের সাথে আকাশজুড়ে বিদ্যুৎ খেলেযায়। অজানা ভয়ে মেয়েটি প্রায় কেঁদে ফেলে। সাধু বাবা মেয়েটির বিপদের বিষয় আঁচ করতে পেরে এগিয়ে যান। শিষ্য অবাক হয় বটেতবে চোখ ট্যারা করে সাধুবাবার কৃত্তিকলাপে কৌশলে চোখ রাখে। সাধুবাবা মেয়েটির সাথে কথা বলেন, শিষ্য কান উঁচিয়ে শুনে...

সাধুবাবাঃ মা, তুমি আমার মেয়ের মতো, তোমার আপত্তি না থাকলে বাবার কোলে আসো, তোমাকে আমি মেয়ের সম্মানে এবং নির্বিঘ্নেনদী পার করে দিবো। মেয়েটির সামনে কোন পথ খোলা নেই। সাধুবাবার আশ্বাসে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে দুহাত বাড়িয়ে দেয়। মেয়েটি বাবারকোলে চড়ে নদীর অপরপারে পৌছে যায়। কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল চলে আসে। সাধুবাবাকে প্রনাম করে দ্রুতপায়ে বাড়ির পথে ফিরেযায়। শিষ্য দুহাতে চোখ ঢেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গোপনে তাঁদের দিকে চোখ রেখে, তাঁদের সাথেই নদী পার হয়ে আসে।

সাধুবাবা শুরু থেকে শিষ্যের এহেন আচরণ লক্ষ্য করেন। মেয়েটি চলে গেলে তাঁরাও দ্রুত পথের দিকে পা ফেলেন। ঝড়ের বেগ প্রচণ্ডহারে বাড়তে শুরু করে। শিষ্যকে খুব বিষণ্ন দেখায়, অনিচ্ছুক পায়ে সাধুবাবার সাথে পথ চললেও মনে তার প্রচণ্ড দ্বিধা বিঁধে বসে।শিষ্যের এমন হীন আচরণে সাধুবাবা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে- শিষ্য রাগে অভিযোগে উত্তেজিত হয়ে বলেঃ

সাধুবাবা, আপনি আমাকে পুণ্যের পথ দেখাতে এসে নিজেই পাপের সাগরে ডুবে গেলেন। নিজ চোখকে অস্বীকার করি কী করে!

সাধুবাবা এপর্যায়ে এসে মাথামোটা শিষ্যকে হাতেকলমে পাপ -পুণ্যের দীক্ষা দিতে উপযুক্ত ব্যাখ্যা পেয়ে যারপরনাই খুশি হয়ে বলেনঃআমি মেয়েটিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করি, এটা ‘পুণ্য’ আর তুমি মেয়েটির এহেন বিপদে যে আচরণ করলে সেটাকে বলে, ‘পাপ’।

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মের্সি

(সাটফিন ব্লুভাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে SE CI Sonali Exchange এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।

লগ ইন করুনঃ www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ব্যায়াম কোনো বিলাসিতা নয়, জীবনের অংশ

রিমি রুম্মান

জীবন এক দুর্গম পথ। নানান চড়াই-উতরাই, দুর্বিষহ সময় পাড়ি দিতে হয় আমাদের। এসবের মধ্যে থেকে ভালো থাকার উপায় খুঁজে নেই আমরা। আপনি যখন শারীরিকভাবে সুস্থ থাকবেন, তখন মন আপনা থেকেই প্রফুল্ল হয়ে উঠবে। অনেক আগে আমি একটি জাপানিজ ফুড কর্পোরেশনে চাকরি করতাম। আমার সুপারভাইজার ছিলেন মিস্টার লু। বয়সে প্রবীণ। প্রাণশক্তিতে ভরপুর এক মানুষ। অল্প বয়সী অনেক সহকর্মীর চেয়েও অধিক কর্মঠ এবং সক্রিয়। আমি খুব সমবেদনা জানিয়ে বলতাম, ‘লু, এই বয়সেও তোমাকে কত খাটাখাটুনি করতে হচ্ছে। অথচ দ্যাখো, আমার দেশে তোমার বয়সী মানুষেরা আরাম-আয়েশে শুয়ে-বসে দিনাতিপাত করে।’ মিস্টার লু তাঁর বিন্দুর মতো ছোট দু’চোখ পিটপিট করে বিস্ময়ে তাকাতেন। বলতেন,’ রুম্মান, এটা কোনো কাজের কথা নয়। সুস্থভাবে দীর্ঘদিন বাঁচতে এবং কর্মক্ষম থাকতে আমাদের যথেষ্ট নড়াচড়ার মাঝে থাকা উচিত। অর্থপূর্ণ কাজে ব্যস্ততায় ডুবে থাকতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তের মাঝে বেঁচে থাকতে হবে। যে সময় চলে যায়, তা তো আর ফিরে আসে না।’

কথাগুলো আমার ভেতরে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। বললাম, তোমরা অবসর নাও কত বছর বয়সে? সে ততোধিক বিস্ময়ে তাকিয়ে বলে ওঠে, ‘আমাদের জীবনে অবসর বলে কোনো শব্দ নেই। আমৃত্যু কাজের মাঝে থাকি আমরা। নইলে তো শরীরে মরিচা ধরে যাবে। পেশীগুলো অচল হবে। স্বাস্থ্যকর কোষগুলো মারা যাবে। বেশি সময় শুয়ে বসে থাকার প্রবণতা থাকলে তুমি দ্রুতই অক্ষম এবং বুড়ো হয়ে যাবে।’ ‘ তাহলে তোমার দেশের প্রবীণরা কী নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করে?’ আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতাম। তার ঝটপট জবাব, ‘ বাগান করে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে একত্রে নিয়ম করে হাঁটে, গল্প করে। তুমি যখন তোমার জীবনকে সফলভাবে কাজে লাগাবে, তখন জীবনকে সত্যিই সুদীর্ঘ মনে হবে।’

রোজ ভোরের আলো ফোটার আগে আমি যখন জিমে যাই, তখন জিমের ভেতরটা শরীরচর্চারত মানুষজনে পরিপূর্ণ থাকে। আমার বেশ বিস্ময় জাগে, পথঘাট যখন জনমানবশূন্য, দিন শুরুর ব্যস্ততা শুরু হয়নি তখনো। অথচ ঠিক সেইসময় জিমের ভেতরে এত কোলাহল, পদশব্দ, মেশিনের আওয়াজ, শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ! মানুষ কতটা স্বাস্থ্য সচেতন! আপনি যখন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবেন, একটি গোটা দিন আপনার হাতে থাকবে। কাজ করার জন্যে অফুরন্ত সময় পাবেন। জাপানিজ লেখক হারুকি মুরাকামির এক স্মৃতিগ্রন্থে পড়েছিলাম, ভোরের দিকে পৃথিবী যান্ত্রিক, কোলাহলমুখর হয়ে উঠার আগে, বাইরের প্রকৃতি বিশুদ্ধ থাকে। সেই বিশুদ্ধ বাতাসে হেঁটে, দৌড়িয়ে লেখক তাঁর দিন শুরু করেন। এতে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন পরিমিত মাত্রায় ব্যায়াম ঘুমের ওষুধের মতো কাজ করে। ঘুম মানেই তো মস্তিষ্কের বিশ্রাম।

আমাদের চারপাশে অসংখ্য মজার ঘটনা ঘটছে, ভালো থাকার অনুষঙ্গ লুকিয়ে আছে। সেইসব খুঁজে নিয়ে জীবনকে উপভোগ করা যেতে পারে। জীবনের না

বাকি অংশ পরের পৃষ্ঠায়

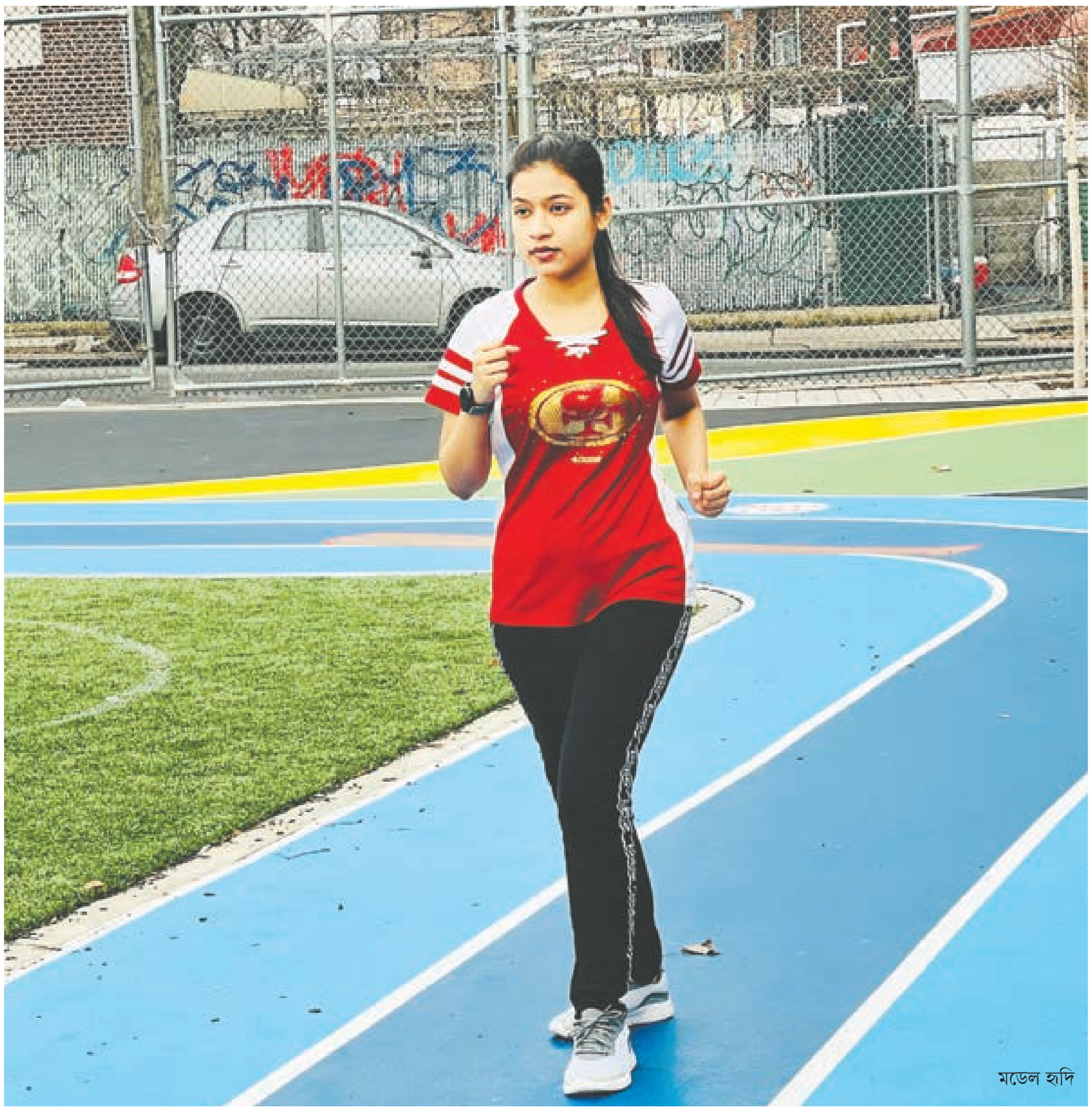

মডেল হাদি

স্বাধীনতা দিবস বনাম নারী স্বাধীনতা...

সুলতানা ফিরদৌসী

বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। যে দেশের সবুজ পাসপোর্ট সঙ্গী করে আমরা আমেরিকায় এসেছি। নিজেদের বলতে পারি একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমার নিজের একটি দেশ আছে, এই কথাটা ভাবতেই খুব ভাল লাগে। কিন্তু এই স্বাধীনতা পাওয়াটা এতটা সহজ ছিল না। সেই কঠিন পথের পথিক আমরা সবাই, তবুও ১৯৭১ সালের যখন মুক্তিযুদ্ধের যে ঘটনা বলা হয় তাতে দেখা যায় সবসময় পুরুষদের লড়াইয়ের কথা বেশি বলা হয়ে থাকে। গেরিলাযুদ্ধের চিত্রে সবাই পুরুষ। গল্প-সিনেমা উপন্যাসে চরিত্রগুলো সেভাবেই তৈরি করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় হলো, ওই তুলনায় সেই সময় নারীদের অবদান, আত্মত্যাগের অবদানের কথা খুব একটা বলা হয়নি। লেখাও নেই।

বাস্তবতা হলো, মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবস্থা, অবদান অস্বীকার করা যায় না। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বর্তমান সময়ে নারী পুরুষের সাথে সমতালে কাজ করার ক্ষমতা রাখে। এক সাথে কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রাপ্যতা সমানভাবে দেয় না। এখনও বৈষম্যেমূলক আচরণ ও চিন্তাভাবনা লক্ষ্যণীয়। ‘অধিকার, স্বাধীনতা, আত্মপরিচয়’ শব্দগুলো নিয়ে নারীরা কথা বললেই বলা হয় নারীবাদী। অথচ নারীবাদী বিষয়টির ব্যাপ্তি অনেক।

আমি যখন প্রবাসজীবনে বসবাসরত, একটি বিষয় লক্ষ্য করি আমার দেশের মেয়েদের জীবন অনেক বঞ্চিত। সব ক্ষেত্রেই। প্রবাসে একটা কথা শিখিয়েছে, নারীর প্রথম পরিচয় হলো সে মানুষ। এখানে নারী-পুরুষ সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে। নারীকে কথায় কথায় কৈফিয়ত করা হয় না। সংসারের কাজে স্বামী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের প্রবাসী নারীরা যথেষ্ট স্বাধীন, নিরাপত্তা পেয়ে আসছে।

স্বাধীনতার ৫০বছরে নারীরা নিরাপদ জীবন পাবে না! নারীদের অর্জন, আত্মপরিচয়, শিক্ষা, সেবা সবকিছুই দরকার। মানসিক পরিবর্তন দরকার। উন্নত দেশে ছেলে মেয়েদের পার্থক্য করে না। এখানে সমান অধিকার পেয়ে থাকে। যোগ্যতা অনুযায়ী অবস্থান। সে নারী বা পুরুষ যেই হোক। প্রবাস জীবনে যখন এমন পরিবর্তন দেখি! আমার মনটা কষ্ট পায়। সেই সময় আমার চোখে ভেসে ওঠে সেই সব অসংখ্য নারীদের চেহারা! যারা তাদের জন্মগত অধিকার, শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান পাওয়ার জন্য লড়াইয়ে ব্যস্ত, বিশেষ করে বাংলাদেশের মেয়েরা।

নারীকে প্রতিবন্ধকতা ঠেলে মানসিক দাসত্বের কঠিন শৃংখলা ভেঙ্গে এগিয়ে চলতে হবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নির্যাতিত সবার মন আত্মসম্মানবোধের চেতনায় জেগে উঠুক মানুষ হিসাবে সবাই সম্মানিত হোক, আসুন আমরা একটি শপথ করি। সব নারীর অধিকার পূর্ণতা পাক। আর বাঙালির জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। এবারের স্বাধীনতা দিবসের শ্লোগান হয়ে উঠুক “সর্বস্তরে নারীরা প্রাধান্য পাক”।

ব্যায়াম কোনো বিলাসিতা নয়, জীবনের অংশ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর

পাওয়াগুলো নিয়ে হতাশায় না থেকে কিছু পেতে পরিশ্রমী হোন। প্রিয় মানুষদের সঙ্গে সময় কাটান। সুখদুঃখ, ভালোমন্দ শেয়ার করুন। আমার খুব কাছের এক বন্ধু আছে। মন চাইলে দু’জন বেরিয়ে পড়ি। কখনো বাঙালি রেস্তরাঁয় মাছ, ভর্তা দিয়ে ভাত খেয়ে আয়েশ করে এক কাপ চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্প করি। কখনো সেন্ট্রাল পার্কের কোমল প্রকৃতিতে গায়ে রোদ লাগিয়ে হাঁটি। ক্লান্ত হলে পথের ধারের বেঞ্চিতে জিরিয়ে নেই। সংসারের নানাবিধ ব্যস্ততা থেকে সেদিন নিজেদের ছুটি দেই আমরা। অধিকাংশ বাঙালি নারী অন্যকে আনন্দে রাখতে গিয়ে নিজের জীবনকে নিরানন্দের করে তোলে। কবে কে কোন কথা বলে আপনার মনঃকষ্টের কারণ হয়েছে, কিংবা আপনার জীবন বিষিয়ে তুলেছে, ভুলে যান।

একজন বিরক্তিকর মানুষের সংস্পর্শ আপনার দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করবে। বিধায় এদের এড়িয়ে চলুন। যে কাজে আপনি আনন্দ পাবেন না, সেটি করা থেকে বিরত থাকুন। যে কোনো বিষয়ে ইতিবাচক ভাবুন। ধরুন প্রিয় মানুষটির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভেঙে গেছে। তুমুলভাবে ভেঙে না পড়ে বরং বিষয়টি এমন হলে কেমন হয়, এই যে সে একদিন আপনার ভালোলাগার অনুভূতির কারণ ছিল, এটি ভেবে আপনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলেন?

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

M&N HOME CARE SERVICES LLC
$23/hr
CD PAP - PCA - HHA
866-688-6922

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

10 March 2022, Thursday, 5th Year, Issue 260, 40 Pages

১০ মার্চ ২০২২, ২৫ ফাল্গুন ১৪২৮, ৭ শাবান ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ইসলাম

ইসলামে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব

শামীম সিদ্দিকী

ইসলাম ধর্মে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মূলত স্বাধীনতা একটি ব্যাপক প্রত্যয়, যার প্রকৃতি অবর্ণনীয়। স্বাধীনতাই মানুষের অস্তিত্বে লালিত সুপ্ত প্রতিভা ও শক্তিকে ক্রমাগত উন্নত-অগ্রগতির ও সমৃদ্ধির পথে বিকশিত করতে সহায়তা করে।

মানবতার ধর্ম ইসলামে দেশকে ভালোবাসার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান’ বা দেশপ্রেম ঈমানের (অবিচ্ছেদ্য) অংশ। ইসলামের কথাই হল দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করতে স্বদেশপ্রেম অত্যাবশ্যক। ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ সা.’র জীবনাদর্শ ও স্বভাব-চরিত্রে দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি নিজের মাতৃভূমি পবিত্র মক্কা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

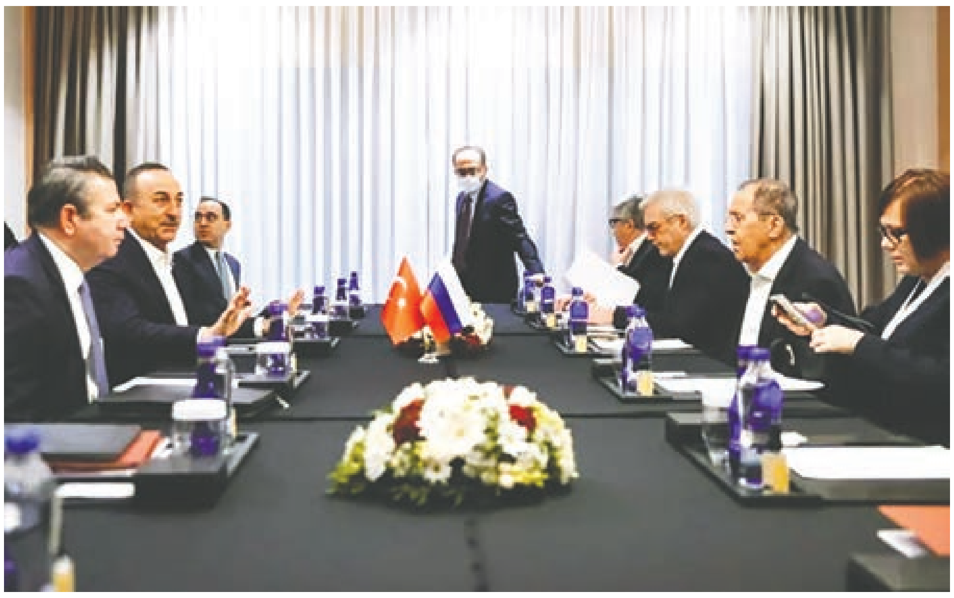

শান্তি আলোচনা রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছে। তুরস্কের আন্তালিয়া শহরে রাশিয়া ও ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের এ শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছে। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এবং ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবারের মধ্যে বৈঠক শুরু হওয়ার বিষয়টি রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা নিশ্চিত করেছেন। বৈঠকে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত কাভুসোগলু মধ্যস্থতা করছেন। ছবি: টুইটার

আঞ্চলিক প্রকাশকেরাও খুশি

অমর একুশে বইমেলা

ঢাকা অফিস

দেশের সংস্কৃতিতে বড় একটি মাইলফলক অমর একুশে বইমেলা। বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান চত্বরে এবার ৮০০ স্টলে বই তুলেছে দেশের ৫০০টি প্রকাশনা সংস্থা। বেশির ভাগ সংস্থাই রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক। তবে শুধু শহুরে লেখক, পাঠক আর প্রকাশক নন, একুশে বইমেলা টেনে এনেছে সৃজনশীল সবাইকে। ঢাকার বাইরে থেকে তরুণ শিক্ষার্থী, লেখক, কবির পাশাপাশি হাজির হয়েছেন প্রকাশকেরাও।

সরেজমিন দেখা যায়, এবারের মেলায় নতুন বই নিয়ে ঢাকার বাইরের মোট পাঁচটি প্রকাশনা সংস্থার স্টল রয়েছে। গত দুবারের তুলনায় এবারের বিক্রি নিয়েও আশাবাদী দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা এসব প্রকাশক।

মেলায় লালমনিরহাটকেন্দ্রিক সংস্থা পূর্বা প্রকাশনী এবার ১৩টি নতুন বই নিয়ে হাজির হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ইঞ্জিনিয়ারিং

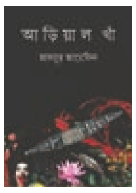

আড়িয়াল খাঁ
মাসরুর আরেফিন

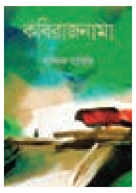

কবিরাজনামা
রাফিক হারিরি

ইনস্টিটিউট-সংলগ্ন চত্বরে রয়েছে তাঁদের স্টল। বিক্রয় প্রতিনিধি মাহমুদা রহমান বলেন, ‘বিক্রি খুব খারাপ, এটা বলা যাবে না। আশা করছি, বাকি দিনগুলোতে বিক্রি কিছুটা বাড়বে।’

পূর্বার প্রকাশক বাদল সাহা শোভন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা ঢাকার বাইরের হলেও বইমেলা কর্তৃপক্ষ সব সময় আমাদের উৎসাহ দেয়। আগামী বছর আরও ভালো ভালো বই নিয়ে আসার ইচ্ছা রয়েছে।’

পূর্বার পাশেই রয়েছে বরিশালের বাকেরগঞ্জ থেকে আসা কিশোর কলম প্রকাশনী। এবারের মেলায় তারা ১৫টি

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

দুই সপ্তাহে ১২০০ রুশ সেনার মৃত্যু: ইউক্রেন সেনা

এইচ বি রিতা

দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। ১৫ দিন আজ। এরই মধ্য একের পর এক ইউক্রেনীয় শহর গুঁড়িয়ে দিয়েছে রাশিয়া। হামলা মোকাবিলা করছে ইউক্রেন। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এখন পর্যন্ত ১ হাজার ২০০ রুশ সেনার মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া ট্যাংক ও কামান ধ্বংস, যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে রাশিয়ার। সব মিলিয়ে ১৪ দিন ধরে যুদ্ধ চালিয়েও এখনো ইউক্রেন দখল করতে পারেনি রাশিয়া। উল্টো বিরাট ধাক্কা খেল পুতিনের সেনা দল।

বৃহস্পতিবার দেশটির সেনাবাহিনীর বরাত দিয়ে এসব খবর জানিয়েছে দ্য কিয়েভ ইন্ডিপেনডেন্টস। গণমাধ্যমটির টুইটার পেজেও এটি শেয়ার করা হয়েছে।

ইউক্রেনের সেনাদের দাবি, গত ১৪ দিনে অন্তত ১ হাজার ২০০ রুশ সেনার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

আওয়ামী লীগের অনেক ক্ষতি করছেন ওবায়দুল কাদের

লাইভে এসে এমপি একরামুল

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে আজ বৃহস্পতিবার লাইভে আসেন নোয়াখালী-৪ (সদর-সুবর্ণচর) আসনের সাংসদ একরামুল করিম চৌধুরী। তিনি লাইভে এসে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে নিয়ে সমালোচনা করেন। ১৮ মিনিট ৩২ সেকেন্ডের ভিডিওটি মুহূর্তেই ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে অবশ্য তিনি লাইভ ভিডিওটি সরিয়ে নেন।

লাইভে একরাম করিম চৌধুরী বলেন, ‘কাদের ভাই, নোয়াখালী আওয়ামী লীগকে বাঁচান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বাঁচান। আপনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অনেক ক্ষতি করে যাচ্ছেন, যে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আওয়ামী লীগকে অনেক কষ্ট করতে হবে। আপনি কেন বোঝেন না, নেত্রী বিভিন্ন জায়গা থেকে

ওবায়দুল কাদের ও একরামুল করিম চৌধুরী। ফাইল ছবি

আপনাকে চুপ থাকার জন্য বলছেন। আপনার এক্টিভিটিজ কেউ পছন্দ করছে না। নোয়াখালীর কয়েকজন সুবিধাবাদী লোক ছাড়া নোয়াখালীর বেশির ভাগ মানুষের কাছে আপনি ঘৃণিত লোক।’

একরামুল চৌধুরী বলেন, ‘বড় ভাইয়ের স্থানটি আমি ওবায়দুল কাদের ভাইকে দিয়েছিলাম। কিন্তু উনি ওনার ছোট ভাই আবদুল কাদের মির্জাকে আমার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

জর্জিয়ায় রোহিঙ্গার গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

আটলান্টা প্রতিনিধি, *জর্জিয়া*

আলিত্যা কুমার

বাকিতে লটারি বিক্রি না করার জার্জিয়ায় এক রোহিঙ্গার গুলিতে আলিত্যা কুমার আকাশ (৩২) নামের এক বাংলাদেশি খুন হয়েছেন।

৪ মার্চ শুক্রবার রাত ১০টার দিকে জর্জিয়ার ডিক্লাব কাউন্টির ক্লার্কস্টন শহরে এ ঘটনা ঘটে। জর্জিয়ার ক্লার্কস্টন পুলিশ জানায়, রাত ১০টার দিকে স্টপ অ্যান্ড সেভ ফুড মার্টে মোহাম্মদ জহির বিন মোহাম্মদ ফজল (৬০) নামে এক ক্রেতা তর্কের সময় ৩২ বছর বয়সী স্টোর ক্লা্কর্কে বুকে গুলি করে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে স্টোর ক্লার্ককে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়া সূত্রে জানা যায়, মৃত যুবকের নাম আলিত্যা কুমার আকাশ। তিনি বাংলাদেশের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

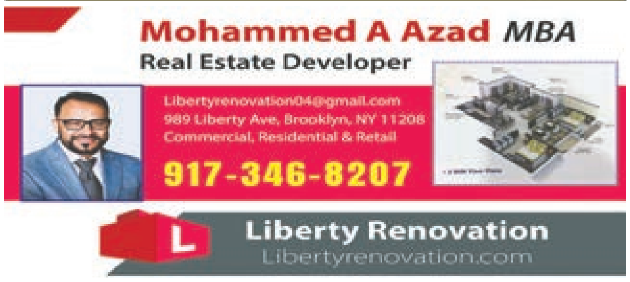

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com